গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন
(প্রথম খণ্ড)
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র—৪

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ-পর্য্যটন

(পঞ্চম সংস্করণ)

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫২৫

শ্রীগুরু পূর্ণিমা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫ মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক,
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬।
ফোন—২২৪১-১২০৮

ভিক্ষা ঃ একশত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

ভূমিকা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্টে (অধুনা নাম হালিসহর) এসে —

"সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বাঁধি এক ঝুলি ॥"

১।১৫ ॥ চৈঃ ভাঃ

অনুগামী লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবভক্ত তখন সেইস্থান থেকে পবিত্র মৃত্তিকা গ্রহণ করতে থাকেন এবং তারই ফলে শ্রীচৈতন্যডোবার সৃষ্টি হয়। এই ডোবার অনতিদূরেই চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভবন। দীর্ঘকাল এই পরম পবিত্র স্থান অবহেলিত থাকার পর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ এই মহাতীর্থের সংস্কার করে এখানে শ্রীমন্দির স্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের সেবা করতে থাকেন। ১৩৫৩ সালে তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হবার পর থেকে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ এই সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁরই চরণাশ্রিত সুযোগ্য সেবক শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী বয়সে তরুণ হলেও বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞানে যে প্রবীণতা অর্জন করেছেন সে পরিচয় লাভের আমার সুযোগ হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় গ্রন্থটিতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী ১০৮ জন শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকের প্রামাণ্য করিয়া বর্ণনা করেছেন। প্রকাশিতব্য 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন' গ্রন্থটিতে তিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির পৌরাণিক ইতিহাস প্রামাণিক শাস্ত্র প্রমাণের উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকারীদের সাহায্যার্থে পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের একটি মানচিত্রও দিয়েছেন। এই মানচিত্রে ৬৪টি ষ্টেশন চিহ্নিত করে শতাধিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটির আর একটি বিশেষ হল 'পাট নির্ণয়' (শ্রীখণ্ড নিবাসী রামগোপাল দাস রচিত) এবং 'পাট পর্য্যটন' (অভিরাম দাস রচিত) গ্রন্থ দুটির পাঠোদ্ধার ও পুনঃ প্রকাশ।

অভিরাম দাসের 'পাট পর্য্যটন' ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শ্রীঅম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী প্রকাশ করেছিলেন। 'পাট নির্ণয়' গ্রন্থটি শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীই সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন।

১। অভিরাম দাসের পাট পর্য্যটন 'পাট নির্ণয়ের' চুম্বক। তিনি পাট পর্য্যটনে লিখেছেন —

"পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি চুম্বক হইল নির্দ্ধার॥
পাট পর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল॥"

গ্রন্থ পরিশিষ্টে লেখক তথ্য প্রমাণাদি সহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কীর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনাদি বিগ্রহগণের অলৌকিক প্রকট রহস্যের উল্লেখ করেছেন।

এক কথায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী রচিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন" গ্রন্থটি বৈষ্ণব পর্য্যটনকারীদের পক্ষে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ-রূপে বিবেচিত হবে এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষকগণ ও বঙ্গের তীর্থস্থানগুলি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভ করবেন। সুধী ব্যক্তিদের কাছে গ্রন্থটি যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা জানাই।

নীলরতন সেন
প্রধান অধ্যাপক
(বাংলা বিভাগ)
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
(গ্রন্থকার)

Youth Hostels Associatin of India

(Affiliated to the International Youth Hostel Federation)
CENTRAL CALCUTTA DISTRICT COMMITTEE
LILY LODGE

Vice-Chairman : SHRI S. CHANDRA
166, B. B. Ganguly Street, Calcutta-700012

Date-8. 8. 75

আমার ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। সেই সঙ্গে দুইটি কুম্ভমেলায় যাইবার সৌভাগ্য ঘটেছে। বহুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ করবার আগ্রহ ছিল। তবে কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণও করেছি। এমন অবস্থায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহাশয়ের পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি ভ্রমণ বিষয়ে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করি। ইতিপূর্ব্বে বাবাজী মহাশয়কে এইরূপ একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য বহুদিন অনুরোধ করেছিলাম। অধুনা গ্রন্থখানি প্রকাশ হইতেছে যেনে মনে খুবই আনন্দলাভ করলাম। এই গ্রন্থখানি শুধু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের নহে, ভ্রমণবিলাসী, তীর্থভ্রমণ পিপাসু ও বৈষ্ণব-তীর্থ মহিমা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের আশা পূর্ণ করবে। বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকদের পরম উপাদেয় হবে। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৬৪টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া শতাধিক তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ করায় গ্রন্থখানি বিশেষতঃ ভ্রমণশীলদের কাছে দর্পণ সদৃশ হয়েছে। আশা করব গ্রন্থখানি ভ্রমণশীলদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র

শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে, বিদ্যানিধি, সাহিত্য সরস্বতী
ইয়ুথ হোষ্টেলস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক
এবং
জাতীয় কার্য্যকরী সমিতির সদস্য

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৬

দেশ দেখবার নেশায় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সত্যিকথা বলন্তে কি, ঘরের পাশে পশ্চিমবঙ্গের অনেক তীর্থ দেখা হয় নাই। কিন্তু পয়সা ব্যয় করে বহু সময় নষ্ট করে, বহু কষ্ট করে দূরের বহু জায়গায় গিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের তীর্থ-গুলো বিষয়ে কোন গাইড-বই না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি জায়গা ছাড়া কোথাও যাবার উৎসাহ পাই নাই। ভ্রমণ রসিক বন্ধুবর শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র মহাশয় একদিন আমাকে বললেন — আপনি তো ভারতের কোন জায়গা বাদ দেন নাই, তাছাড়া একজন ভ্রমণ কাহিনী লেখক। আপনার "আরব থেকে আরাবল্লী" "কাশ্মীরে কয়েকদিন" প্রভৃতি বই বহুল প্রচারিত। আমি আপনারে একটা বই দিচ্ছি পড়ে দেখুন কেমন লাগে। এ কথা বলে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীর লিখিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন" বইটি দিলেন। বইটি পড়ে পশ্চিমবঙ্গের তীর্থগুলোর বিষয়ে খুবই উৎসাহিত হলাম এবং দেখতে দেখতে অনেকগুলো তীর্থ দেখে ফেললাম। তথ্যপূর্ণ বইটি পর্য্যটনের অপরিহার্য্য সাথী যা অজানা বহু তথ্য জানিয়ে ভ্রমণকে করে তোলে রসমধুর। আশা করি বইটি ভ্রমণ-বিলাসী ও তীর্থ ভ্রমণকারীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত।

—০—

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত

দৈনিক বসুমতি — ২৫শে মাঘ, ১৩৮২ সাল।

উড়িষ্যা ও সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণবতীর্থসমূহ। গ্রন্থকার শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী অক্লান্ত ধৈর্য্য ও শ্রমের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বৈষ্ণবতীর্থ সমূহের পরিচয় পশ্চাদপটস্থিত ইতিবৃত্ত, পথ নির্দ্দেশ প্রভৃতি এই গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কোন্ ষ্টেশন থেকে কিভাবে তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া যায়, সে বিবরণ এবং তীর্থের ইতিহাস থাকায় পর্য্যটনকারী ভক্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে গ্রন্থটি অবশ্য পঠনীয় বলা যায়। সাধারণ পাঠকদেরও গ্রন্থখানি কাজে লাগবে। তা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুরাগী ও জিজ্ঞাসু পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্রে তীর্থস্থানের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনগুলি চিহ্নিত করা আছে।

যুগান্তর—১৯শে ফাল্গুন,১৩৮২ সাল।

এই গ্রন্থখানি শুধু বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের নয়, ভ্রমণবিলাসী তীর্থভ্রমন পিপাসু ও বৈষ্ণবতীর্থের মহিমা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। সূচীপত্রে বর্ণানুক্রমিক স্থানসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে উল্লেখ্য গুরুত্বের কথাও প্রমাণসহ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝা যায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও তাঁর অনুসন্ধিৎসা যে এই গ্রন্থে রূপ পাইয়াছে, ইহা সমাদৃত হইবার যোগ্য।

সত্যযুগ— ১০ই ফাল্গুন, ১৩৮২ সাল।

সারা বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা নিদর্শন রয়ে গিয়েছে যার অধিকাংশ হয়তো আজ বিস্মৃতির গর্ভে। ঠিক এই সময়ে এই ধরণের একটি মূল্যবান পরিক্রমা গ্রন্থ রচনা করে লেখক সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকেই তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখক তৎকালীন ঘটনাবলী তুলে ধরে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন।

বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটনকারীদের কাছে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণারত গবেষকগণের কাছেও বইটি অপরিহার্য্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রকাশকের নিবেদন

পতিত পাবন প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণাশক্তি বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের চতুর্থ সংখ্যক "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

তীর্থবহুল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ভগবানের লীলাভূমি। আর ভারতবর্ষই ভগবানের অতীব প্রিয়স্থান। তাই যুগে যুগে ভগবান ভারতবর্ষে প্রকট হইয়া অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশের মাধ্যমে ত্রিভুবন ধন্য করিতেছেন। তথাহি শ্রীমদ্ভগবতগীতায়াং —

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি-ভারত।
অভ্যুত্থানম্ ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন যখনই ভারতবর্ষে ধর্ম্মেতে গ্লানি উপস্থিত হয়, তথা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া উপধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, উপধর্ম্মের প্রাবল্যে বিশুদ্ধ সাধকগণ অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, অন্যায় ব্যাভিচারের প্রাবল্যে জীবজগত হাহাকার করিতে থাকে ; ঠিক সেই সময়েই ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের আহ্বানে প্রকট হইয়া উপধর্ম্মের বিনাশ করতঃ সাধুগণের রক্ষা করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম স্থাপন করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। এইভাবে যুগে যুগে প্রভু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সপার্ষদে লীলা করতঃ বহু স্থানকে তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে লীলাকীর্ত্তির প্রতীক রাখিয়া লীলাবৈচিত্র্যের ঐতিহ্য ঘোষণা করিতেছেন। আর উক্ত স্থানগুলির দর্শন তৎসঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য স্মরণ ও কীর্ত্তন করতঃ শত শত পতিত পামর উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া চিদানন্দের কোলে আশ্রয় পাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বয়ং ভগবানের পূর্ণ ও অংশ কালক্রমে লীলাযুগাবতারাদিগণ সে সকল স্থানে প্রকট হইয়াছেন। যেখানে প্রিয় পার্ষদসহ অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন ; আর যে সকল স্থানে পরম ভাগবতগণ জন্মগ্রহণ করেন ও সাধন ভজন করিয়াই ভগবৎ দর্শনাদি লাভ করেন! সেই সকল স্থানগুলি যুগ যুগ ক্রমে সহামহিম তীর্থরূপে বিরাজিত

রহিয়াছেন। এতাদৃশ মহামহিম তীর্থগুলি দর্শন ও তাঁহাদের মহিমারাশি জ্ঞাত হইবার কাহার না বাঞ্ছা জাগে। আলোচ্য গ্রন্থে কলিযুগ পাবনাবতার সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বিজরিত মহামহিম তীর্থগুলির মহিমা কীর্ত্তন ও তৎসঙ্গে ভ্রমণ পথাদি নির্দ্দেশের জন্য উদ্যোগী হইয়াছি।

কলিযুগ পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি কলিযুগের প্রারম্ভে সর্ব্বযুগের অবতারের ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রকট হইলেন। সেই সর্ব্ব অবতারের ভক্তগণের অধিকাংশই বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকট হইয়া অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করতঃ বঙ্গদেশকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করিলেন। তাই প্রেমিক কবি ঠাকুর নরোত্তম গীতছন্দে বলিয়াছেন—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, যে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ॥"

গৌড়মণ্ডল ব্রজমণ্ডল অভিন্ন। ব্রজের পার্ষদবৃন্দই বঙ্গদেশে প্রকট হইয়া ব্রজের শ্রীরাসবিলাসের ভাব উদ্দীপনে সংকীর্ত্তন বিলাস করতঃ বঙ্গদেশকে মহামহিম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ অবিভক্ত বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। পশ্চিম পার্শ্বকে গৌড়দেশ ও পূর্ব্ব পার্শ্বকে বঙ্গদেশ আখ্যা দিয়াছেন। যথা

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া। চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া॥"

তথাহি—

"শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥"

গৌড়দেশ বিষয়ক বর্ণন যথা—

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

'আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে॥'

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"নীলাচলে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের আদেশে।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দদেব গৌড়দেশে॥
উৎকল হইতে গৌড়দেশে প্রবেশিয়া।
গৌড় পৃথী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া॥
গৌড়ভূমি যৈছে তাহা না হয় বর্ণন।
বহু পুণ্য তীর্থের যে মস্তক ভূষণ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে—

"গৌড় ক্ষৌনী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতুংস
প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনামীম্।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের সহায়ক পার্ষদগণের অধিকাংশই এই গৌড় ও বঙ্গদেশে প্রকট হইয়াছেন। তাঁহাদের লীলাভূমিগুলিকে শ্রীরামগোপাল দাস তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা - ধাম, পাট ও মহাপাট।

তথাহি শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়। কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচাক্রা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্য্যাস॥
অদ্বৈতের ধাম শান্তিপুর হয়। এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি — শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা নীলাচল। নবদ্বীপ খড়দহ শান্তিপুর স্থল॥
কণ্টকনগর লঞা কৃষ্ণচৈতন্যের ধাম। ভক্ত সহিত ইহা সদাই বিশ্রাম॥"

* * *

"এক দুই মোহান্ত যাহা পাট কহিয়ে।
অনেক মহান্ত যাহা তাহা মহাপাট কহিয়ে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ ও সন্ন্যাস স্থান কাটোয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম বলিয়া কথিত। একচাক্রায় জন্মগ্রহণ করিয়া খড়দহে

বাস করায় এই দুই স্থান প্রভু নিত্যানন্দের ধাম বলিয়া কথিত এবং শান্তি-পুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের বিহারভূমির কারণে ইহাকে অদ্বৈতাচার্য্যের ধাম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। একই প্রভু তিন মূর্ত্তিতে বিহার করায় পঞ্চ স্থানকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের "ধাম" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। আর যে স্থানে এক দুইজন বৈষ্ণব অবতার করিয়াছেন সেই স্থানকে "পাট" ও যেখানে বহু বৈষ্ণবের অবস্থান ঘটিয়াছে সেই স্থানকে "মহাপাট" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে আধুনিক কালের বৈষ্ণব গবেষকগণের অন্যতম পূজ্যপাদ শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ "গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ" নামক গ্রন্থে শ্রীগৌর পদাঙ্কিত ভূমিগুলির নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া যথাসম্ভব যাতায়াতের পথাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধুনা শ্রীগৌরসুন্দরের পারিষদগণের মহিমারাশি অনুসন্ধানে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিজড়িত বহু স্থানের অলৌকিক মহিমারাশি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী পার্ষদগণ গ্রন্থকারে যে সকল স্থানের মহিমারাশি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল প্রমাণ্য গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্থান মাহাত্ম্য প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম। অগণিত গৌরাঙ্গ পার্ষদ ও তাঁহাদের লীলাভূমিগুলি অসংখ্য॥ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক গ্রন্থাবলী লুপ্তপ্রায়। তাহা সকলের মহিমা তৎসঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে যাহাদের স্থান পরিচিতি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাদেরই উল্লেখ করিলাম এবং যে স্থানের মহিমা যতদূর পাওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহাই বর্ণন করিলাম। অবিভক্ত বঙ্গদেশের তীর্থগুলিকে একত্রে অক্ষরানুক্রমিক সন্নিবেশিত করা হইল। পরিশেষে তীর্থগুলির জেলা-ভিত্তিক ভাগ করিয়া দেখান হইল। তৎসঙ্গে বর্ত্তমান বাংলাদেশে বিরাজিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির নাম নির্দ্দেশ করা হইল। শুধু পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের মানচিত্র প্রদান করিয়া তীর্থ ভ্রমণশীলগণের ভ্রমণের সহায়ক হিসাবে পথ নির্দ্দেশ করা হইল। পরে বিহার, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারতে বিরাজিত শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাস্থানগুলির মহিমা কীর্ত্তিত হইল।

লুপ্তপ্রায় শ্রীধাম বৃন্দাবনকে প্রকাশ করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমর কীর্ত্তি।

তথাহি—

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

* * *

এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীরূপ সনাতনাদি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থলী ও নিত্যলীলাময় শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিলেন। তৎসঙ্গে তাঁহাদের লীলাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া লুপ্তপ্রায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্বকে জগতে প্রচার করিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কীর্ত্তির প্রতীক শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ-মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট রহস্যাদি শাস্ত্র প্রমাণে বর্ণিত হইল। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভ্রমণ-পথ প্রদর্শিত হইল। আলোচ্য গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির গমনাগমনের পথ নির্দ্দেশকার্য্যে হরিদাস দাসজীর গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে যে স্থানকে যে জেলায় উল্লেখ করিয়াছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সেই স্থানকে সেই সেই জেলায় উল্লেখ করা হইল এবং গমনাগমন পথের দুর্গম পথগুলি যথাসম্ভব অধুনা সুনির্দিষ্ট সোজা পথ নির্দ্দেশের জন্য যত্নবান হইলাম। উৎকল ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের লীলাভূমিগুলির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সীমারেখায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। রসিক মঙ্গলাদি গ্রন্থের বর্ণনে উৎকলে বলিয়া কথিত স্থান বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। এইভাবে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বিজড়িত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির মহিমা ও গমনাগমনের পথ যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে বর্ণনা করিলাম।

গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরামগোপাল দাসের লিখিত 'শ্রীপাট নির্ণয়' ও শ্রীঅভিরাম দাসের লিখিত 'শ্রীপাট পর্য্যটন' নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠোদ্ধার

করিয়া প্রকাশ করিলাম। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তীর্থের ঐতিহ্য রিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের লেখক শ্রীরামগোপাল দাসের বংশ পরিচয় যথা —

তথাহি শ্রীরসকল্পবল্লী — ১ম কোরকে—

শ্যামাত্মজঃ শ্রীমদনান্নুজোঽহং যত্নাদ্ রসকল্পবল্লীম্॥"

তথাহি তত্রৈব ১২শ কোরকে—

চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা করে পরম আনন্দ॥
তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম। তার জ্যেষ্ঠপুত্র হয় শ্যামরায় নাম।
তাঁহার পুত্রের নাম হয়েন মদন রায়। * * *॥
তাহার কনিষ্ঠ হইয়ে রামগোপাল নাম।"

শ্রীরামগোপাল দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ঠাকুর নরহরির শিষ্য শ্রীচক্রপাণি মজুমদারের পুত্র নিত্যানন্দ। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী। তাঁর পুত্র শ্যামরায়ের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদন রায় ও কনিষ্ঠ শ্রীরামগোপাল দাস। দুই জনই বৈষ্ণব লেখক। শ্রীরামগোপাল দাসের পুত্রের নাম পীতাম্বর দাস। বৈষ্ণব সঙ্গীতে পীতাম্বর দাসের অবদান রহিয়াছে।

শ্রীরামগোপাল দাসের গুরুবংশ পরিচয় যথা—

তথাহি তত্রৈব ৩য় কোরকে—

"জয় জয় শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি।
ত্রিভুবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাঞি॥
জয় শ্রীরাম ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুণ ধাম॥
তাঁর বংশ মোর ইষ্ট ঠাকুর রতিকান্ত॥ রাধাকৃষ্ণ প্রেমদ তা পরম নিতান্ত॥"

তথাহি — তত্রৈব —

শ্রীরতিপতি চরণ যুগল করি সার। গোপাল দাস কহে গতি নাহি আর"

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনারায়ণ দাসের পুত্র মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি দাস। মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র রাকুর কানাই। ঠাকুর কানাইর দুই পুত্র বংশী ও মদন। মদনের পুত্র রতিপতি (রতিকান্ত) ঠাকুর। বতিপতি ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল দাস। রামগোপাল দাস শ্রীপাট নির্ণয় ভিন্ন চৈতন্য তত্ত্বসার, শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়, শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ও অষ্টরস ব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৫৯৫ শকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ও ১৫১৭ শকে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থের লেখক শ্রীঅভিরাম দাসের লিখিত শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় নামক আর একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। তাহাকে কেবল মাত্র তাহার শ্রীগুরুদেবের নাম ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় জানা যায় না।

তথাহি—

"শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম॥"

শ্রীঅভিরাম দাসের কাল সম্পর্কে জানা না গেলেও তিনি যে শ্রীরামগোপাল দাসের পরবর্ত্তী তাহা তাহার লেখনী হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

তথাহি — শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার॥
পাট পর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল॥

এই প্রমাণে বুঝা যায় যে, 'শ্রীপাট নির্ণয়' গ্রন্থের পরবর্ত্তী শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থখানি লিখিত হয়। শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থখানি দেখিয়া সংক্ষেপে 'শ্রীপাট পর্য্যটন' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং তাহাতে কিছু কিছু নূতনত্বের সমাবেশ করেন। শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪৪০ নং পুঁথী। ১৩১৮ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীঅম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪৩৯ নং পুঁথী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৬৪ ও ৩৬৪৮ নং পুথী। উক্ত পুঁথীত্রয় দেখিয়া যথাসাধ্য যত্নসহকারে পাঠোদ্ধার করতঃ প্রকাশ করিলাম। শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের

পুঁথীত্রয়ের অধিকাংশ স্থলে মিল রহিয়াছে। শুধু মধ্যে মধ্যে একই অর্থ-বোধক বিভিন্ন ভাষার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথীদ্বয়ের শেষভাগে কিছু কিছু বর্দ্ধিত রহিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথীটির লিখনকাল ১২১৬ সাল ও লেখক শ্রীআনন্দ চট্টরাজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথীদ্বয়ের লিখনকাল ও লেখকের কোন নাম উল্লেখ নাই।

শ্রীরামগোপাল দাসের লিখিত 'শ্রীপাট নির্ণয়' গ্রন্থখানির লিখনকাল সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

"সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শকনরপতি। মধুমাস সোমবার নবমী তিথি
পরিপূর্ণ প্রেমাবেশে গ্রন্থের বর্ণন ॥"

সাত-৭, অঙ্ক—৯, শর ৫, ব্রহ্ম—১, অঙ্কস্য বামগতি। এই ন্যায় অনুসারে ১৫১৭ শকাব্দের চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে সোমবারে শ্রীরামগোপাল দাস 'শ্রীপাট নির্ণয়' গ্রন্থখানি রচনা সমাপ্ত করেন। উপ-রোক্ত ভনিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথীটিতে উল্লেখ নাই। কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথী দুইটিতে উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থের বর্ণনে চতুর্বিংশতি পাটের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথীটিতে ভরতপুরে বিরাজিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ মিশ্রের শ্রীপাটকে যোগ করিয়া মোট পঞ্চবিংশতি পাটের উল্লেখ রহিয়াছে। এখন সুধী পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া গ্রন্থাস্বাদনে ধন্য হউন।

প্রকাশ থাকে যে, আমি অতীব হতভাগ্য তাই শ্রীগৌড়মণ্ডলে বিরাজিত তীর্থগুলির অধিকাংশই দর্শন আমার সৌভাগ্যে ঘটে নাই। কেবলমাত্র শাস্ত্র প্রমাণে স্থানমাহাত্ম্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীল হরিদাস দাসের প্রদর্শিত গমনাগমন পথ উল্লেখ করতঃ গ্রন্থখানি সমাপন করিলাম। শ্রীগৌড়মণ্ডল নামক মানচিত্রে ৬৪টি ষ্টেশন চিহ্নিত করতঃ তীর্থভূমিগুলির অবস্থিতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। চিহ্নিত স্থানগুলির প্রতি স্থানে স্মৃতি আছে কিনা বলা দুঃসাধ্য তবে যে যে স্থানে দর্শনীয় স্মৃতি রহিয়াছে তাহা গ্রন্থের বর্ণনে

উপলব্ধি হইবে। বিশেষতঃ আশান্বিত যে সকল স্থানে স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যে সকল স্থানে স্মৃতিগুলি টলমল অবস্থায় বিরাজিত রহিয়াছে তাহা সুধী ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টিপাতে সুযোগ্য সংস্কার সাধিত হইবে।" এতদ্বিষয়ক বর্ণনে আমার প্রভূত ত্রুটী থাকা অসম্ভব নয়। যেহেতু আমি সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমলীলা বিষয়ক শাস্ত্র বিষয়ে অতীব অনভিজ্ঞ। তাই অদোষদর্শী শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাতত্ত্বাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ও সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সমীপে সানুনয় নিবেদন ; সকলে আমার জ্ঞান ও অজ্ঞান কৃত সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া কৃপাশীষ প্রদানে ধন্য করুন। আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীগৌরপ্রেমানুরাগী সুধী ভক্তমণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য তৎসঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক সুধীগণের সেবায় সহায়ক হইলে এবং তাঁহারা তীর্থদর্শন ও স্থানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ তীর্থের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিলেই মাদৃশ দীনহীনের এই পরিশ্রম সফল হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির লিখন বিষয়ে কলিকাতা নিবাসী বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীত পুস্তক বিক্রেতা এস, চন্দ্র এণ্ড কোং-র সত্ত্বাধিকারী ভ্রমণবিলাসী শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র মহাশয়ের সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানির লিখনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রণয়নক্ষেত্রে বহুত সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। পরম দয়াল প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরের অভয়পদারবিন্দে তাঁহাদের সর্ব্বানুরূপ মঙ্গল কামনা করিলাম।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর,
জেলা-চব্বিশ পরগণা (উঃ)।

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী
দীন—
কিশোরীদাস বাবাজী
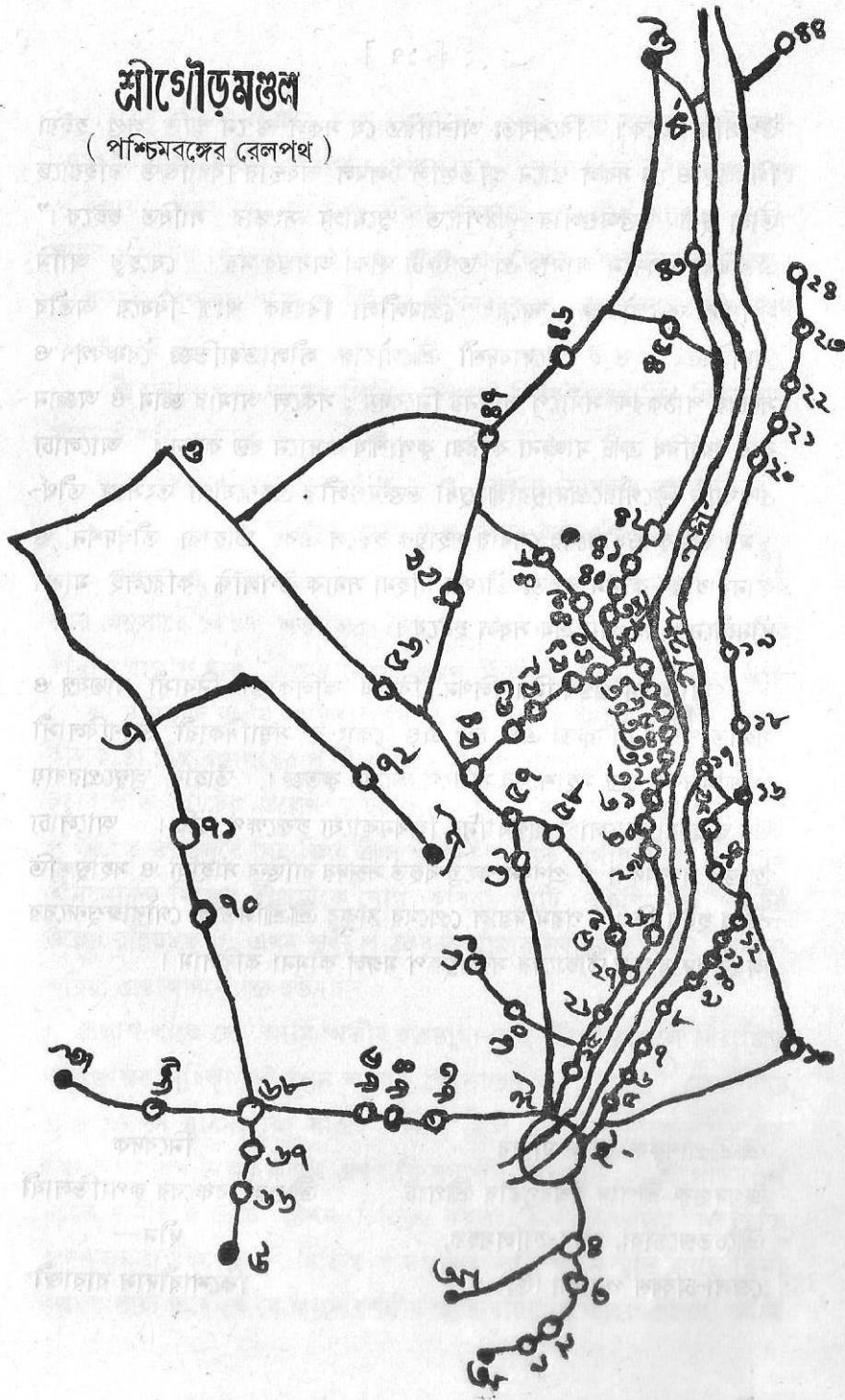
মানচিত্রের পরিচয়

যে সকল ষ্টেশনে নামিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থে যাওয়া যায়, মানচিত্রে '*' এরূপ চিহ্নিত করিয়া ১ ২ ক্রমে নিম্নে ষ্টেশনগুলির নাম লিখিত হইল, তৎসঙ্গে তীর্থগুলির নামও লিখিত হইল এবং মানচিত্র বুঝিবার সুবিধার্থে এরূপ চিহ্নিত করিয়া অ-আ ক্রমে কয়েকটি ষ্টেশন উল্লেখ করিলাম।

যথা ১ জয়নগর মজিলপুর ষ্টেশন হইতে আম্বুলিঙ্গ ঘাট তীর্থে যাওয়া যায়।

* এরূপ চিহ্নে—অ লক্ষীকান্তপুর, আ ডায়মণ্ডহারবার, ই শিয়ালদহ ঈ—হাওড়া, উ জলেশ্বর, ঊ চাকুলিয়া, এ বাঁকুড়া, ঐ রায়না ও—আসানসোল, ঔ বারহারওয়া, ক ফারাক্কা। (উ ঊ পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমানায় অবস্থিত দুইটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ।)

বারাকপুর - শ্যামবাজার বাসপথে শ্যামবাজার (কলিকাতা হইতে বরাহনগর এড়িয়াদহ, পানিহাটী, সুখচর ও খড়দহে যাওয়া যায়। তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে ২০এ বাসযোগে দীখরুইর ঘাট পাট হইয়া শ্রীপাট হেলন—গৌরাঙ্গপুর—রাধ নগর কৃষ্ণনগর—গোপালনগর—কোটরা-বিল্লোক—খানাকুল—অনন্তনগর ক্রমে ঠাকুর অভিরাম ও তাঁহার পারিষদগণের লীলাভূমিতে যাওয়া যায়। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারা হইয়া ভঙ্গমোড়া ও শেঙাখালু এবং তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ। তথা হইতে বাসে গৌরহাটী ও বিষ্ণুপুর যাওয়া যায়।

॥ নং ষ্টেশনের নাম ও তীর্থের নাম ॥

১) মথুরাপুর - অম্বুলিঙ্গ ঘাট ২) জয়নগর মজিলপুর অম্বুলিঙ্গ ঘাট ৩) শাসন রোড—আঠিসারা ৪) বাড়ুইপুর আঠিসারা ৫) সোদপুর—পানিহাটী ৬) খড়দহ খড়দহ ৭) বারাকপুর—সাঁইবনা ৮) নৈহাটি—কুমারহট্ট ৯) কাঁচরাপাড়া—কাঁচরাপাড়া ১০) শিমুরালী—সরডাঙ্গা, সুলতানপুর সুখসাগর ১১) পালপাড়া পালপাড়া ১২) চাকদহ—

যশোড়া, বিষ্ণুপুর, বেনাপোল ১৩) বনগাঁ—বেনাপোল ১৪) ফুলিয়া—ফুলিয়া ১৫) শান্তিপুর শান্তিপুর হরিনদী গ্রাম ১৬) কৃষ্ণনগর—দোগাছিয়া, বড়গাছি, শালিগ্রাম ১৭) নবদ্বীপ ঘাট—শ্রীধাম নবদ্বীপ ১৮) মুড়াগাছা—দোগাছিয়া, বড়গাছি, শালিগ্রাম ১৯) বেথুয়াডুরি—বিল্বগ্রাম ২০) কাশিমবাজার সৈদাবাদ ২১) মুর্শিদাবাদ—কুমারপুর ২২) জিয়াগঞ্জ—গাম্ভীলা ২৩) ভগবানগোলা—বুধরি, বাহাদুরপুর ২৪) লালগোলা—গোয়াস, বোরাকুলি রায়পুর ২৫) শ্রীরামপুর-আকনা মাহেশ, চাতরা বল্লভপুর ২৬) চুঁচুড়া-মালীপাড়া ২৭) ব্যাণ্ডেল—ভেতুয়াগ্রাম, সপ্তগ্রাম ২৮) জিরাট—জিরাট ২৯) গুপ্তিপাড়া—গুপ্তিপাড়া ৩০) কালনা, অম্বুয়া মুলুক ৩১) বাঘনাপাড়া বাঘ্নাপাড়া ৩২) সমুদ্রগড়-চম্পহট্ট (নবদ্বীপ) ৩৩) নবদ্বীপ ধাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ ৩৪) ভাণ্ডার টিকুরী—নামগাছি (নবদ্বীপ) ৩৫) পাটুলী-চাকুন্দী ৩৬) অগ্রদ্বীপ—অগ্রদ্বীপ ৩৭) দাঁইহাট—আকাইহাট ৩৯) কাটোয়া—কাটোয়া, উদ্ধারণ পুর, কুলাই তকিপুর, বাইগনকোলা, যাজিগ্রাম ৩৯) ঝামটপুর বহরান—ঝামটপুর, টেঞা বৈদ্যপুর ৪০) সালার—নন্যাপুর, ভরতপুর ৪১) মালিহাটী মালিহাটী ৪২) বাজার সাহু—কাঞ্চনগড়িয়া ৪৩) জঙ্গীপুর—রেঞাপুর ৪৪) মালদহ রামকেলি, মালদহ, জঙ্গলী টোটা ৪৫) সাগর দীঘি-দেবগ্রাম ৪৬) সাঁইথিয়া—একচাক্রা, বীরচন্দ্রপুর, কুণ্ডলীতলা ৪৮) জ্ঞানদাস কাঁদরা—কাঁদরা, কেতুগ্রাম ৪৯) পাঁচুন্দি (উদ্ধারণ দত্তের শ্রীবিগ্রহ) ৫০) শ্রীখণ্ড—শ্রীখণ্ড ৫১) কাইচর—শীতলগ্রাম, কড়ই, মঙ্গলকোট ৫২) বালগানা—কোগ্রাম ৫৩) ভাটার—বেলুন ৫৪) বর্দ্ধমান বীরসিংহগ্রাম, আমাইপুরা, কাঞ্চননগর, দেনুড় পাতাগ্রাম, সোনামুখী ৫৫) বোলপুর-জলুন্দী, নান্নুর, মঙ্গলডিহি, মুলুক ৫৬) পানাগড়-পানাগড় ৫৭) শক্তিগড়—ধামাশ ৫৮) মেমারী—সাঁচড়া পাঁচড়া, দেনুড়, পাতাগ্রাম ৫৮) আদি সপ্তগ্রাম—সপ্তগ্রাম ৬০) হরিপাল—দ্বীপাগ্রাম, তড়া আঁটপুর ৬১) তারকেশ্বর—হেলন, গৌরাঙ্গপুর, রাধানগর, কৃষ্ণনগর গোপালনগর, কোটরা বিল্লোক, খানাকুল গৌরহাটী, ভঙ্গমোড়া, খোড়ালু,

বিক্রমপুর ৬২) জৌগ্রাম-কুলীনগ্রাম ৬৩) বাগনান—পিছলদা ৬৪) মেছেদা—তমলুক ৬৫) পাঁশকুড়া-তমলুক, বগড়ী ৬৬) খড়গপুর—কাশিয়াড়ী, গোপীবল্লভপুর, বলরামপুর, ধারেন্দা, বাহাদুরপুর ৬৭) হিজলী—হিজলী ৬৮) নারায়ণগড় নারায়ণগড় ৬৯) ঝাড়গ্রাম—গোপীবল্লভপুর ৭০) গড়বেতা—গড়বেতা ৭১) বিষ্ণুপুর—বিষ্ণুপুর, দেউলি ৭২) কৈয়ড়—কৈয়ড়।

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী হইতে
বিশেষ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

১। শ্রীপাট পর্যাটন ২। শ্রীপাট নির্ণয় ৩। অভিরাম শাখা নির্ণয় ৪। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫। শ্রীসাধন দীপিকা ৬। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ৭। শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয় ৮। শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয় ৯। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১০। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (জয়ানন্দ) ১১। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১২। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ১৩। শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চা ১৪। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৫। শ্রীঅভিরাম লীলামৃত ১৬। শ্রীসীতা চরিত্র ১৭। শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল ১৮। শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ ১৯। শ্রীমুরলী বিলাস ২০। শ্রীবংশীশিক্ষা ২১। শ্রীপ্রেমবিলাস ২২। শ্রীভক্তি রত্নাকর ২৩। শ্রীনরোত্তম বিলাস ২৪। শ্রীঅনুরাগবল্লী ২৫। শ্রীরসিক মঙ্গল ২৬। শ্রীকানুতত্ত্ব নির্ণয় ২৭। শ্রীভক্তমাল ২৮। শ্যামচন্দ্রোদয় ২৯। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ প্রভৃতি।

— ০ —

সূচীপত্র

*
* *
* * *

বিঃ দ্রঃ—অজ্ঞাত পরিচয় প্রাচীন তীর্থের সন্ধান, যাতায়াতের পথ, তীর্থের মহিমা ও ফটো পাঠিয়ে তীর্থমহিমা প্রচারে সহায়তা করুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় শরণং

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ-পর্য্যটন

গ্রন্থারম্ভ

অ

অগ্রদ্বীপ…অগ্রদ্বীপ বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল ব্যরহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন। তথা হইতে একক্রোশ উত্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া ও বৈষ্ণব পদাবলী লেখক শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সেবিত শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত। তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়…

"সুরধুনী পার গ্রাম অগ্রদ্বীপ নাম।
গোপীনাথ প্রকাশ যাহা স্বয়ং ভগবান॥
গোবিন্দ ঘোষ বাসু ঘোষ আর মাধব ঘোষ।
সে স্থান দেখিতে হয় পরম সন্তোষ॥"

তথাহি…শ্রীপাট পর্য্যটনে…

"মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ। দুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটাখ্যান॥
অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম। এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ॥"

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষ তিনভাই। তিনজনই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনীয়া ও বৈষ্ণব পদাবলীর লেখক। তিন ভায়েরই অগ্রদ্বীপে জন্ম হয়। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সমাধি বিদ্যমান। শ্রীগোবিন্দ ঘোষের বাৎসল্য প্রেমসেবায় বশীভূত শ্রীগোপীনাথদেব অদ্যাপি চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে পুত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

অম্বুলিঙ্গ ঘাট…চব্বিশ পরগণা জেলায় ছত্রভোগ গ্রামের একটি গঙ্গা ঘাটের নাম অম্বুলিঙ্গ ঘাট। এ স্থান হইতে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া প্রবাহিত। শিয়ালদহ সাউথ রেলষ্টেশন হইতে ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে বারুইপুর জংশন। তথা হইতে লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে জয়নগর মজিলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে শতমুখী গঙ্গা প্রবাহিত।

জয়নগর মজিলপুর হইতে কাশীনগর শ্মশান। তথা হইতে রায়দীঘির বাসে চক্রতীর্থ ষ্টপেজে নামিতে হয়। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে মথুরাপুর ষ্টেশনে নামিয়া ৩ মিনিট হেঁটে ৮৯এ বাসে 'শ্রীমতিগঙ্গা' বাসষ্টপে নামিয়া অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর ৩/৪ মিনিটের পথ। অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ চক্রতীর্থ দর্শনীয়। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে চক্রতীর্থ মাধবপুর গ্রামে মন্দার মেলা ও গঙ্গাস্নান অনুষ্ঠিত হয়।

১৪৩১ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া নীলাচল যাত্রাপথে আটিসারা হইতে ছত্রভোগ গ্রামে আগমন করেন এবং ঐ স্থানের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র খানকে কৃপা করিয়া শতমুখী গঙ্গার ঘাটে স্নান করতঃ বহু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। সেদিন প্রভু তথায় এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিয়া সপার্ষদে ভোজনাদি করেন এবং তৃতীয় প্রহর অবধি সংকীর্ত্তন বিলাস করিয়া ছত্রভোগবাসীগণকে ধন্য করেন। তারপর রামচন্দ্র খানের প্রদত্ত নৌকায় আরোহন করিয়া উক্ত ঘাট হইতে নীলাচল অভিমুখে রওনা হন। উক্ত ঘাটে অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর বিরাজিত। অম্বুলিঙ্গ শঙ্করের অবস্থিতির কারণেই উক্ত ঘাটের নাম অম্বুলিঙ্গ ঘাট। যখন ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে লইয়া মর্ত্তে আগমন করেন। সেই সময় গঙ্গার বিরহে শঙ্কর ছত্রভোগে আগমন করেন এবং গঙ্গা যে স্থান হইতে শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

অম্বুলিঙ্গ ঘাটের যে ভাবে সৃষ্টি হইল সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্তি। যথা:-

"পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন। গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া। শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে। বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল। জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইল॥
জগন্মাতা জাহ্নবাও দেখিয়া শঙ্কর। পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব সে জানেন গঙ্গা ভক্তির মহিমা। গঙ্গাও জানেন শিবভক্তির যে সীমা।
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়। গঙ্গাও পাইয়া শিব করিল বিনয়॥

জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে। 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি ঘোষে সর্বজন॥
গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম। হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর। পাইয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণ বিহার॥

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে ছত্রভোগ গ্রামে আগমন করতঃ স্নান পান ও সংকীর্ত্তন ঐশ্বর্য্য বিলাসাদির মাধ্যমে অম্বুলিঙ্গ ঘাটকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করেন।

অনন্তনগর—অনন্তনগর হুগলী জেলায় খানাকুলের নিকট অবস্থিত। খানাকুল হইতে বাসে যাওয়া যায়। তথায় অভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীহীরা মাধবের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—
"হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্ত নগর॥"

আ

আকনা মাহেশ—আকনা মাহেশ হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে হাওড়া—ব্যাণ্ডেল রেলপথে শ্রীরামপুর ষ্টেশন। তথা হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপ্পলাই এবং প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীর-ভদ্রের শ্বশুর ও কমলাকর পিপ্পলাইর জামাতা শ্রীসুধাময়ের শ্রীপাট। মাহেশের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
"আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপ্পলাই এই সে নিশ্চিত॥"

এই কমলাকর পিপ্পলাই প্রভু নিত্যানন্দর পারিষদ দ্বাদশ গোপালের একজন

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দর বংশ বিস্তারে॥
"মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা তার নিত্য কৃত্য॥
সুধাময় নাম পিপ্পলাইর জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নামে হয় তাহার বর্ণিতা॥

বিপ্র সুধাময় নিঃসন্তান হওয়ায় সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া গ্রামবাসী বিপ্রগণকে স্বগৃহে আহ্বান করতঃ মহাসমাদরে ভোজনাদি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে গৃহ সম্পদাদি সমস্ত বিতরণ করিলেন। অবশিষ্ট কিছু ধন শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের জন্য সঙ্গে লইলেন। এদিকে সেই সময় জগন্নাথ দর্শনে গমনোন্মুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তথায় উপনীত হইলেন। সুধাময় মহানন্দে তাঁহাদের সঙ্গে ক্ষেত্রপথে রওনা হইলেন। তারপর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপে কতকাল অবস্থানের পর বিপ্র সুধাময় সমুদ্র প্রদত্ত এক দিব্য কন্যারত্ন লাভ করিলেন। সেই কন্যারত্নে পালন করিয়া সমুদ্রের আদেশে ও সহায়তায় প্রভু বীরভদ্রের করে সমর্পণ করেন।

এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য গোপাল দাসের নিবাস ছিল।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়—

"মাহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নাম।"

এখান হইতে অদূরে চাতরা বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিরাজিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে আকনা মাহেশ ও চাতরা বল্লভপুরাদির মিলিত নাম শ্রীরামপুর।

আকাই হাট—আকাই হাট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল - বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী দাঁইহাট ষ্টেশনে নামিয়া এক মাইল পূর্ব্বদিকে মাধাইতলা॥ তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে শ্রীল কালা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটন- „আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি।

কালা কৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। কালা কৃষ্ণদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে সঙ্গে গিয়াছিলেন। এখানে শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে—

"আকাই হাটে ছিল শাখা কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
বাটীতে বসিয়া পাইল প্রভুর নূপুর॥"

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

'আকাই হাটে আছিলা ঠাকুর কৃষ্ণদাস।

আকাইহাটে রঘুনন্দনের শ্রীচরণের নূপুর পড়িয়াছিল। তখন শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দনকে দর্শন করিবায় জন্য শ্রীখণ্ডে আগমন করেন, সে সময়ে রঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস নিজ পুত্রকে না দেখাইলে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর বিফল মনোরথ হইয়া নিকটবর্ত্তী 'বড়ডাঙ্গা' নমেক স্থানে গিয়া উপবেশন করেন। তথায় শ্রীরঘুনন্দন গিয়া মিলিত হন। উভয়ের মিলন - বিলাসকালীন শ্রীচরণঝাড়িতেই আকাই হাটেতে গিয়া নূপুর পতিত হইল।

তথাহি—'চরণ ঝাড়িতে, নূপুর পড়িল, আকাই হাটেতে যাঞা'

এখানে শ্রীকালাকৃষ্ণ দাসের সমাধি রহিয়াছে এবং 'নূপুর কুণ্ড' নামে একটি ছোট পুষ্করিণী রহিয়াছে।

আঠিসারা—আঠিসারা ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ সাউথ ষ্টেশন হইতে ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে বাড়ুইপুর ষ্টেশন নামিয়া ১½ মাইল দূরে বাড়ুইপুর পুরাতন বাজারে শাঁখারিপাড়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শ্রীপাট ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে 'শাসন রোড' ষ্টেশন নামিয়া ৫ মিনিটের পথ বাড়ুইপুর বাজারের নিকট অবস্থিত। গড়িয়া হইতে ৮০ অথবা ৮০এ বাসে বাড়ুইপুর বাজার নামিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া ১৪৩১ শকাব্দে মাঘমাসে নীলাচল যাত্রাপথে আঠিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের ভবনে সপার্ষদ পদার্পণ করেন। তথায় আতিথেয়তা গ্রহণ করতঃ সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ছত্রভোগ পথে রওনা হন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

সেই আঠিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান। আছেন পরমসাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়। কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়॥

আমাইপুর – আমাইপুরা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমানের সন্নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। (তথাহি···শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে জয়ানন্দ কৃত)

বর্দ্ধমানের সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে আমাইপুরা তার নাম॥

এখানে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য জয়ানন্দ মিশ্রের জন্মভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে তথায় প্রিয়ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভবনে পদার্পণ করেন। সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ তখন অতীব শিশু॥ তখন তাহার নাম 'গুআ' ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে তাঁহার নাম 'জয়ানন্দ' রাখেন।

আম্বুয়া মুলুক—আম্বুয়া মুলুক বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট অম্বিকা কালনার নিকটবর্ত্তী স্থান, বর্ত্তমান নাম প্যারীগঞ্জ। ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কালনা ষ্টেশনে নামিয়া কালনার বাস গ্যারেজ হইতে বাসে প্যারীগঞ্জ নামিতে হয়। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ আবেশ মূর্ত্তি শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী শ্রীপাট।

তথাহি— শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী। পরম বৈষ্ণব তিঁহ বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল। নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশবাসীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ করিলেন॥ হঠাৎ নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে গৌরাঙ্গ আবেশ ঘটায় তিনি মোহগ্রস্তের মত প্রেমাবেশে হাস্য-নৃত্য গীত ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌড়দেশবাসীগণ তাঁহার প্রকাশ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণনামামৃত শ্রবণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং তাহার মহিমাকে পরীক্ষা করিয়া সম্যক উপলব্ধি করিলেন।

আরোড়া—আরোড়া বাংলাদেশে অবস্থিত। রাজসাহী শহর হইতে ৭/৮ মাইল উত্তরে ও বগুড়া জেলার সদর ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে

করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী আরোড়া গ্রাম অবস্থিত। এখানে গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও উদ্ধব দাসের শিষ্য 'রসকদম্ব' গ্রন্থের লেখক কবিবল্লভের জন্মস্থান। তথাহি— শ্রীরসকদম্বে—

'করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে। আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে'

আলমগঞ্জ—আলমগঞ্জ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। এখানে প্রভু শ্যামানন্দ 'হরিবালা' নামক যবন রাজাকে উদ্ধার করেন॥ বড় কোলাগ্রামে মহামহোৎসব কালীন ঐ দেশাধিপতি 'হরিবালা নামক যবন রাজা উৎসব দর্শনে আগমন করেন। সেকালে প্রভু শ্যামানন্দের অলৌকিক মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চরণে শরণ লইলেন। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া যবনগৃহে গমন করিলে যবনরাজ বলিলেন, 'আপনি এখানে মহোৎসব করুন, যত ব্যয় হইবে আমি সমস্ত বহন করিব।'

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"মেদিনীপুরে সে আলমগঞ্জস্থান। তার মধ্যে মহোৎসব জড়িল নিদান॥"

প্রভু শ্যামানন্দ তথায় তিন দিন তিন রাত্রি অবস্থান পূর্ব্বক মহামাহাৎসব অনুষ্ঠান করিয়া যবন রাজাকে ধন্য করিলেন।

উ

উদ্ধারণপুর—উদ্ধারণপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। কাটোয়া ষ্টেশন এর পূর্ব্বে কাটোয়া ঘাট (অজয়-গঙ্গার মিলনস্থান) হইতে পানসীতে চাপিয়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে নামিতে হয়। তথা হইতে অতি সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের স্থান। তথায় উদ্ধারণ দত্তের সমাধি বিদ্যমান। সেখানকার সেবা বর্ত্তমানে কাটোয়া আহম্মদপুর রেলপথে পাঁচুন্দি ষ্টেশনের একক্রোশ দূরে বনোয়ারীয়াবাদের দানি সমন্দ বাহাদুরের রাজবাটীতে বিরাজিত।

এ

একচাক্রা—একচাক্রা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-আসানসোল

মেইন লাইনে খানা জংশন। খানা নলহাটি রেলপথে আহম্মদপুর-নলহাটির মধ্যবর্ত্তী সাইথিয়া ও রামপুর হাট ষ্টেশনদ্বয়। উক্ত দুই ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর নামিয়া ৪/৫ মিনিটের পথ। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অভিন্ন কলেবর প্রভু নিত্যানন্দের প্রকটভূমি। একচাক্রা গ্রাম মৌড়েশ্বর শঙ্কর বিরাজিত। এই একচাক্রা ধামই "বীরচন্দ্রপুর" নামে খ্যাত হয়। আর জন্মভূমি স্থান গর্ভবাস নামে খ্যাত হয়॥ এখান হইতে ৫ মাইল দূরে প্রভু নিত্যানন্দের 'কুণ্ডলী দলন লীলাভূমি' কুণ্ডলীতলা অবস্থিত। একচাক্রা সম্বন্ধে বর্ণন এইরূপ। যথা—

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"একচাক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে। বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে॥
এ প্রদেশে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর। যে সভে পাণ্ডব পাঠাইলা যমপুর॥
কহয়ে প্রাচীন এ পরম পুণ্যস্থান॥ এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে।— "একচাক্রা নাম গ্রামে মৌড়েশ্বর যথি॥"

১৩৯৫ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দ এই একচাক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তঁাহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। হাড়াই পণ্ডিতের সাতজন পুত্রের মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ সকলের জ্যেষ্ঠ। নিত্যানন্দ সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ এই সপ্তজন হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র। প্রভু নিত্যানন্দ প্রকট হইয়া বৃন্দাবন লীলাব ন্যায় এক চাক্রাধামে বিহার করিতে লাগিলেন এবং ব্রজভাবোদ্দীপনে পূর্ব্ব লীলানুক্রমে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতঃ প্রভৃত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে অন্তরে জানিয়া প্রভু নিত্যানন্দ প্রচণ্ড হুঙ্কার করিলেন। একচাক্রা বাসী ভাবিলেন; 'মৌড়েশ্বর গোসাঞি' হুঙ্কার করিলেন। তারপর ১৪০৭ শকের শেষভাগে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একচাক্রা ধামে হাড়াই পণ্ডিতের ভবনে আগমন করেন। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করতঃ প্রভাতে হাড়াই পণ্ডিতকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়া তীর্থসেবক হিসাবে প্রভু নিত্যানন্দকে প্রার্থনা করিলেন। হাড়াই পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি

রক্ষার জন্য হৃদয়ের ধন নিত্যানন্দকে ঈশ্বরপুরীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ বিরহে ব্যাকুল হইয়া কিছদিন পরে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী অন্তর্দ্ধান হইলেন। অবধুত আশ্রম গ্রহণের কিছুকাল পরে প্রভু নিত্যানন্দ একচাক্রা ধামে আগমন করতঃ কুণ্ডলী দমনলীলা করেন। তদবধি সেইস্থান 'কুঞ্জলীতলা' (কুণ্ডলীতলা দ্রষ্টব্য) নামে খ্যাত হয়॥ কতদিনে প্রভু নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধানকালে খড়দহ হইতে বসুধা ও জাহ্নবী নামক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে একচাক্রা ধামে আসিয়া শ্রীবঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি - শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে --

তথা হইতে একচাক্রা করিল গমন। বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন॥
কতদিনে বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা। বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা॥"

শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমনকালে একচাক্রা গ্রাম দর্শনে গিয়াছিলেন। পরে প্রভু বীরচন্দ্র মালদহ গ্রাম হইতে পিতৃদেবের জন্মভূমি দর্শনে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীবঙ্কিমদেবের সমীপে অবস্থান করিয়া উক্ত স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর (বীরচন্দ্রপুর দ্রষ্টব্য) রাখেন। একচাক্রা ধামে প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের বহু নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতিকাগৃহ, ষষ্ঠিপূজার স্থান, পদ্মা নামক পুষ্করিণী, মালাতলা, সন্ন্যাসীতলা, বিশ্বরূপতলা, সিদ্ধবকুল, হাঁটুগাড়া প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান রহিয়াছে। শ্রীবঙ্কিমদেবের প্রকট রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কোন মহাজন সপ্রমাণ তথ্য জানাইলে ধন্য হইব।

একব্বরপুর—এখানে শ্রীখণ্ড নিবাসী ঠাকুর নরহরির শিষ্য শ্রীরামদাসের শ্রীপাট। তথাহি—শ্রীনরহরির শাখা নির্ণয়ে—

"তাঁহার সেবক এক রামদাস নাম। একব্বরপুরে আছে সেবার বিধান॥"

আড়িয়াদহ আড়িয়াদহ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। বারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির নিকট নামিয়া শ্রীপাটে যাইতে হয়। এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ গদাধর দাসের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে

"খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রাম। গদাধরদাস ঠাকুরের যাহা নিজধাম॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার কার্য্যে পানিহাটী গ্রামে আগমন করেন। তথা হইতে আড়িয়াদহ গ্রামে গদাধরদাসের ভবনে পদার্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"একদিন গদাধর দাসে মন্দিরে। আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥
শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়। আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর। প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর॥
'অনন্ত' হৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল। সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল॥

প্রভু নিত্যানন্দ দাস গদাধর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া দানখণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ভাব বুঝিয়া কীর্ত্তনীয়া শ্রীমাধব ঘোষ সুমধুর স্বরে দানখণ্ড লীলাকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দাস গদাধর গোপী ভাবাবেগে ভাবিত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করিয়া কয়েক দিন গদাধর দাসের ভবনে অবস্থান করতঃ গদাধরের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। একদিন দাস গদাধর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই গ্রামবাসী চরম হিন্দুবিদ্বেষী কাজীকে দলন করতঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ করিয়াদিলেন।

এড়ুয়া—এখানে ঠাকুর নরহরি শিষ্য শ্রীকবিচন্দ্র মিশ্রের পাট।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে—

ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র কবিচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তাঁর অতিশয় যত্ন।

ক

কালনা—কালনা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অম্বিকা কালনা ষ্টেশনের প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ব্রজের সুবল সখা পণ্ডিত গৌরীদাসের শ্রীপাট॥ পণ্ডিত গৌরীদাস জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের আজ্ঞা লইয়া শালিগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়া নির্জ্জনে বাস করেন। তথায় গৌরীদাসের প্রাণধন শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিরাজিত। গৌরীদাসের প্রীতিবদ্ধ শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ নিজ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে নিজ অভিন্নতা প্রকাশ করতঃ শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ গৌরীদাস ভবনে রহিলেন। অতি মনোরম শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়। তথায় মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত গীতা ও দাঁড় রহিয়াছে। অদূরে তেঁতুলবৃক্ষ বিরাজমান। প্রভু নদীয়া লীলাকালীন হরিনদী গ্রাম হইতে নৌকা বাহিয়া অম্বিকায় আসেন। তীরে উঠিয়া তেঁতুলতলায় বিশ্রাম করেন॥ গৌরীদাস অন্তরে জানিয়া তথায় আগমন করতঃ প্রাণধন শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গকে স্ব-ভবনে লইয়া যান। তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন বিলাস করেন। সেই কালে স্বহস্তের গীতা অর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে ৭ম তরঙ্গে—

পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুরে গিয়াছিলু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥
গঙ্গাপার হেলু নৌকা বাহিয়ে বৈঠয়ে।
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়ে॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবের।

* * *

কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত॥
কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভু দত্ত গীতা পাঠ করেন করেন সদায়॥
প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ হয় তাহা কহিতে না জানি॥
প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকার দেখে ভাগ্যবানে॥

গৌরীদাসের বিগ্রহ স্থাপনলীলা পরম ঐতিহ্যপূর্ণ। প্রভু তাহার ভবনে

আসিলে গৌরীদাস বলিল, প্রভু, আমি তোমাকে ছাড়া রহিতে পারিব না। তোমাদের দুই ভাইকে আমার ভবনে রহিতেই হইবে।" প্রভু বলিলেন, "তাহা কি সম্ভব, তাহা হইলে আমার লীলাকার্য্য, করিবে কে?" এইভাবে বহুক্ষণ আলাপ হইল। গৌরীদাস ছাড়িবেন না, প্রভুও থাকিবেন না। শেষে প্রভু এক উপায় সৃষ্টি করিলেন। তখন গৌরীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার প্রতিবিম্ব নির্মাণ কর, আমি তাহাতে প্রকট হইব।" যেভাবে শ্রীমূর্ত্তি দুইটি নির্মিত হইল তাহার বর্ণনা এইরূপ—

তথাহি – শ্রীভক্তি রত্নাকরে – ১২ তরঙ্গে –

এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া।
ষষ্ঠী পূজে আই নানা উপহার দিয়া॥
এথা ছিল এক নিম্ববৃক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের সুগন্ধ বিলক্ষণ॥
অত্যন্ত নিবীড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয়॥
যতদিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রভু আজ্ঞা কৈল।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্ত্তি প্রকাশিল॥
হইলেন যৈছে দুই প্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস॥

এইভাবে শ্রীবিগ্রহ দুইটি নির্মিত হইল। এখন তাহার প্রকাশলীলা গীতছলে কবির বর্ণন। যথা— তথাহি - শ্রীপদ কল্পতরু—

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম এই দুই ভাই॥

এতেক প্রবোধ দিয়া দুই প্রতিমূর্ত্তি লৈয়া
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান॥
পুনঃ প্রভু কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় যারে
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি তোর ঠাঞি খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥
শুনিয়া পণ্ডিত রাজ করিল রন্ধন কাজ
চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মালা-বস্ত্র দিয়া তাম্বুলাদি সমর্পিয়া
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া॥
নানামতে পরতীত করাইয়া ফিরাল চিত
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি দুই ভাই খায় মাগি
দোঁহে গেলা নীলাচল পুরে॥"

এইরূপে ভক্তাধীন প্রভু বিগ্রহ স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভক্তগৃহে বিরাজ করিলেন। ভক্ত বিবিধ বিধানে সেবানন্দে মগ্ন হইলেন। পণ্ডিত বিবিধ বিধানে পাকক্রিয়া করিয়া প্রভুদ্বয়ে অর্পণ করেন। ভক্ত পরিশ্রম হয় ভাবিয়া ভকতবৎসল প্রভু এক রঙ্গ করিলেন। একদা ভোগ নিবেদন করিলে প্রভু ভোজন করিতেছেন না দেখিয়া পণ্ডিতের প্রণয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। পণ্ডিত বলিলেন, "ভোজন না করিয়া যদি সুখে থাক তবে আমার আর রন্ধনে কি প্রয়োজন?" তখন প্রভুদ্বয় সহাস্যে বলিল, "তুমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বিবিধ বিধানে পাক না করিয়া সংক্ষেপে সমাধান কর।" তখন পণ্ডিত বলিল, কল্য হইতে এক শাক ও সিদ্ধপক্ক করিয়া অর্পণ করিব।" এই মত প্রভু ভক্তের প্রেমলীলা। একদা পণ্ডিত প্রভুদ্বয়ে

অলঙ্কার পরাইতে চিত্তে বাঞ্ছা করিলেন। পরদিবস প্রাতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন প্রভু বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত, পণ্ডিত আবিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, আমার পুষ্প অলঙ্কারে বিশেষ আনন্দ। তুমি পুষ্পালঙ্কারে আমায় সাজাইয়া আনন্দলাভ কর। এইরূপে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন। তারপর এক অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ। পণ্ডিত গৌরীদাসের এক শিষ্যের নাম হৃদয়ানন্দ একদা শ্রীগৌর পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে গৌরীদাস শিষ্য হৃদয়ানন্দের উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া বলিল, "আমি শীঘ্র আসিব, তুমি লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে কোন কিছু হানি না হয়। আমি আসিয়া অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া পণ্ডিত চলিলেন। এদিকে অনুষ্ঠানের কাল আগতপ্রায়। কিন্তু প্রভু আসিতেছেন না॥ প্রভু শিষ্য পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপ করিতেছেন। এদিকে শিষ্য চিন্তিত শেষে অনন্যোপায় হইয়া হৃদয়ানন্দ চতুর্দ্দিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন, যাহাতে প্রভু আসামাত্র সমস্ত জোগাড় পান। এদিকে পণ্ডিত উৎসবের একদিন পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তখন বাহ্যক্রোধে শিষ্যকে বলিলেন, "তুমি যখন আমার বর্ত্তমানে স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিলে, তখন সমস্ত দ্রব্য লইয়া স্বতন্ত্র উৎসব কর।" হৃদয়ানন্দ সদৈন্যে নিজ পরিস্থিতি সকল জানাইলেও কিছু লাভ হইল না। অনন্যোপায় হৃদয়ানন্দ গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন। তথায় উৎসব আরম্ভ হইল। এদিকে মধ্যাহ্ন ভোগকালে অন্য এক শিষ্য ঝড়ু গঙ্গাদাসকে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের ভোগ লাগাইতে বলিলেন। গঙ্গাদাস মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াই দেখিলেন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহদ্বয় নাই। তাহা শুনিয়া পণ্ডিত প্রণয় রোষাবেগে এক যষ্ঠী হস্তে লইয়া হৃদয়ানন্দের অনুষ্ঠান স্থানে চলিলেন। তথায় এক বিচিত্র লীলার প্রকাশ ঘটিল।

তথাহি —শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সংকীর্ত্তন।
দেখে দুই প্রভু তথা করয়ে নর্ত্তন॥

দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ॥
চৈতন্য চন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস।
প্রবেশে হৃদয় হৃদে দেখে গৌরীদাস॥
হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্য চান্দে দেখি।
নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আঁখি॥
বাহ্যে ক্রোধাবেশে ছিল তাহা ভুলি গেলা।
পড়িল হাতের যষ্ঠী তাহা না জানিলা॥
প্রেমের আবেশে বাহু পাসরিয়া রয়।
হৃদয়ে করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায়॥
হৃদয়ের প্রতি কহে তুই ধন্য ধন্য।
আজি হৈতে তোর নাম হৃদয় চৈতন্য॥"

তারপর গুরুশিষ্য একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের উৎসব সমাপন করিলেন। এইভাবে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীপাট কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে প্রেমলীলারঙ্গে চিরবদ্ধ রহিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন। অদ্যাপিও শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, প্রভু দত্ত দাঁড় ও গীতাগ্রন্থ এবং তেঁতুলবৃক্ষ দর্শনে কতশত পতিত-পামর পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গদেবের সুনির্ম্মল প্রেম লাভে ধন্য হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, হৃদয় চৈতন্য, ঝড়ু গঙ্গাদাস ও গোপীরমণ প্রভৃতির বিলাসস্থান নহে ; পরবর্ত্তীকালে সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থান করেন। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মহিমা রাশি সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার শ্রীনামব্রহ্ম সেবা অদ্যাপি বিরাজিত।

এখানে উৎকল হইতে প্রভু শ্যামানন্দ আগমন করিয়া হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের পদাশ্রয় করেন এবং কতককাল সেবানন্দে অতিবাহিত করেন। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতাদি গ্রন্থমতে প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীসূর্য্য দাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে এই কালনায় বিবাহ করেন। প্রভু

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভবনে গমন করতঃ বিবাহ বাঞ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া গঙ্গার ঘাটে এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, এদিকে প্রভুর বিচ্ছেদে বসুধা মৃতপ্রায় হইলে সূর্য্যদাস পণ্ডিত ভ্রাতা গৌরীদাস সহ প্রভুর নিকটে গমন করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের বর্ণন। যথা—

"যাবটে গঙ্গার ঘাটে, বটবৃক্ষের নিকটে,
অপরূপ দোঁহে নিরখিল।
দোঁহে করি পরণাম, কন্যারত্ন দেহ দান,
করযোড়ে কহিতে লাগিল॥

প্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার অনুরোধে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভবনে আসিলে বসুধাদেবী বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তারপর বিধিমত বিবাহলীলা সংঘটিত হয়। ভক্তি রত্নাকর মতে শালিগ্রামে বিবাহলীলা ঘটে। বিবাহলীলা রহস্য শালিগ্রাম দ্রষ্টব্য।

কড়ুই—কড়ুই বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেল-পথে কৈচরষ্টেশন হইতে ৭ মাইল ও কাটোয়া হইতে ৫ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাটোয়া কড়ুই বাসে এখানে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যর শিষ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম শ্রীগোকুল কবিরাজের শ্রীপাট। তিনি পরে পঞ্চকুট সেরগড়ে আসিয়া বাস করেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—৭ম মঞ্জরী
"পূর্ব্ব বাড়ী তাহার কড়ুই মধ্যে হয়।
পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয়॥"

এখানে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ ও নূপুরসেবা রহিয়াছে। আকাই হাটের কৃষ্ণদাসের অপ্রকটের পর তাঁহার শিষ্য নবগৌরাঙ্গ দাস স্বীয় জন্মভূমি কড়ুই গ্রামে আনয়ন করেন। তদবধি এই স্থানে সেবিত হইতেছেন।

কাঞ্চনগড়িয়া—কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত॥ কাটোয়া আজিমগঞ্জ রেলপথে বাজারসাহু ষ্টেশন হইতে ১ মাইলের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কীর্ত্তনীয়া দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট বিরাজিত। দ্বিজ হরিদাসের দুই পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছয় চক্রবর্ত্তীর মধ্যে শ্রীদাস গোকুলানন্দ অন্যতম। মাঘ মাসে কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কাঞ্চন গড়িয়ায় মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যসহ তৎসাময়িক প্রকট বহু গৌরাঙ্গপার্ষদ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—
"কাঞ্চন গড়িয়া মধ্যে গোকুলদাস।
তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর শ্রীদাস॥"

কাঁচরাপাড়া—কাঁচরাপাড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া কল্যানীর ২৭নং বাসে রথ-তলা ষ্টপেজে নামিতে হয়। আর কল্যাণী ষ্টেশনে নামিয়া ঐ বাসে একই ষ্টপেজে নামিয়া শ্রীমন্দিরে যাওয়া যায়। এই স্থানকে বর্ত্তমানে "গ্রাম কাঁচরাপাড়া" বলে। কাঁচরাপাড়ার অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন এইরূপ যথা তথাহি—

"ত্রিবেণীর পার হয় কাঁচরাপাড়া গ্রাম।
কৃষ্ণরায় ঠাকুর যাঁহা শ্রবণে অনুপাম॥
শিবানন্দ সেন আর সেন শ্রীকান্ত। কবি কর্ণপুর আদি ভক্ত একান্ত॥
তাঁহার দক্ষিণেতে কুমারহট্ট গ্রাম।"

কুমারহট্ট গ্রামের শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের প্রায় এক মাইল উত্তরে শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর শ্রীমন্দির বিরাজিত। এখানে শ্রীনাথ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, তৎপুত্র চৈতন্যদাস-রামদাস-কবি কর্ণপুর, আর ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট। শ্রীবাসুদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দরের শ্রীপাটও কাঁচরাপাড়ায় বলিয়া মনে হয়। কারণ কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে শান্তিপুর হইতে সপার্ষদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিলে বাসুদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দরসহ শিবানন্দ সেন প্রভুর দর্শনে আগমন করেন। বাসুদেব দত্তের অবস্থিতির স্থান সম্পর্কে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে কবি কর্ণপুর বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়-দেশে আসিয়া কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবন হইতে নৌকারোহণে শিবানন্দের
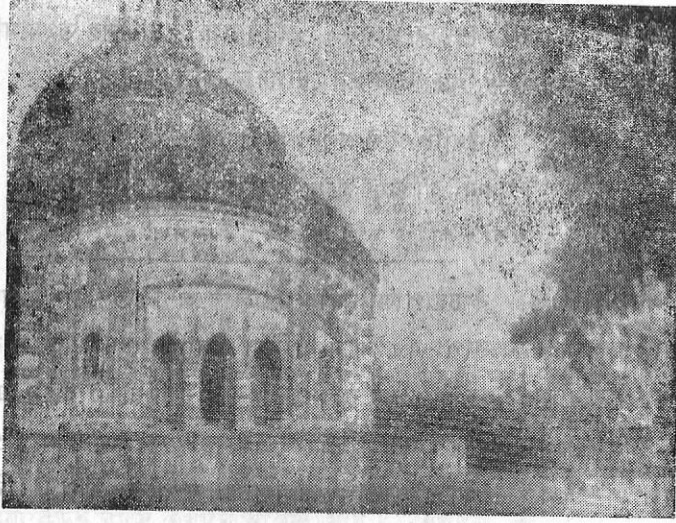
শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মন্দির, কাঁচরাপাড়া

গৃহাভিমুখে চলিলেন। ইতিপূর্ব্বে জগদানন্দ গঙ্গাতীর হইতে শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্তের গৃহ পর্য্যন্ত পথ সাজাইয়াছেন। প্রভু তীরে উঠিয়া বামে বাসুদেব দত্তের গৃহপথ ছাড়িয়া সোজা শিবানন্দ ভবনে গেলেন। মুহূর্ত্তকাল তথায় উপবেশন করিয়া বাসুদেব দত্তের ভবনে আসেন। ক্ষণ-কাল তথায় অবস্থান করিয়া নৌকারোহণে গমন করিলেন। এখানে কবি কর্ণপুরের বিদ্যাগুরু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর সেবা স্থাপন করেন। তিনি "শ্রীচৈতন্য মত মঞ্জুষা" নামক ভাগবতের টীকা রচনা করেন।

যথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—

"বাচ্যকার পারিপাট্যাদেষাভাগবত সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎকীর্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজিত॥"

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টে শিবানন্দের স্থিতি॥

শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মূর্ত্তি

এখানে তিন পুত্রসহ শিবানন্দ সেন অবস্থান করিতেন। শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণরায়ের সেবা কবি কর্ণপুর প্রাপ্তহন। শিবানন্দ সেনের শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা ছিল। একদা শ্রীনৃসিংহানন্দ নীলাচল হইতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আকর্ষণ করিয়া পৌষমাসে শিবানন্দের ভবনে ভোজন করাইয়া ছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীগৌরাঙ্গের আলাদা ভোগ সাজাইয়া নিবেদন করিলে প্রভু অলক্ষিতে আসিয়া তিনি পাত্রের নিবেদিত সকল ভোজ্য গ্রহণ করেন। এ সকল অপ্রাকৃত লীলা রহস্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত-খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বহুকাল শিবানন্দ গৃহে পাককার্য্য করিয়াছেন। এখানে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

'কাঁচরাপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গীতে বাস। ধনঞ্জয় বসুদাম জানিয়া নির্য্যাস॥'

শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায় শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে লিখিত শ্লোক যথা— স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণ দেবায় যো প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।

অনুগ্রাহান দ্বিজং কিঞ্চিৎ শ্রীল শ্রীনাথ সংজকম্॥

কাষ্ঠকাটা—কাষ্ঠকাটা ঢাকা জেলায় অবস্থিত। লক্ষণসেনের রাজধানী বিক্রমপুরের সন্নিকটে। ইহার বর্ত্তমান নাম 'কাঠাদিয়া'।

এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাসের শ্রীপাট। ১২০৯ শকাব্দের শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী তিথিতে জগন্নাথ দাস মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম দক্ষ মহর্ষির ত্রয়োদশ অধস্তনরূপে কাষ্ঠকাটায় অবতীর্ণ হন। লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ তাঁহার পিতৃপুরুষ। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি পিতৃব্যের নিকট লালিত পালিত হন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা প্রকাশে তিনি গৃহ হইতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে আগমন করতঃ সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন এবং পণ্ডিত গদাধরের সমীপে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি পিতৃ পুরুষগণের সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম না পাইয়া তত্রত্য ঘাসী পুকুরের তীরে অনশন করিলে স্বপ্নাদেশ ক্রমে শ্রীযশোমাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তিনি নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী করিতেন। নবাব সরকার তাঁর গুণে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী আড়িয়াল নামক একটি গ্রাম জায়গীর স্বরূপে প্রদান করেন। কতদিন পরে জগন্নাথ

দাস প্রভুর স্বপ্নাদেশ ক্রমে কাষ্ঠকাটা হইতে উক্ত আড়িয়াল গ্রামে গিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। এই যশোমাধব বিগ্রহ বর্ত্তমানে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর বাড়ীতে সেবিত হইতেছেন।

কাটোয়ার শ্রীগৌরাঙ্গদেব

কাটোয়া—কাটোয়া বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া জংশন। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে কাটোয়া ঘাটে গমন পথে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ উদ্দেশ্যে কাটোয়ায় আগমন করিয়া

১৪৩১ শকের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে শ্রীকেশব ভারতীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ কালে এখানে প্রভূত অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। এই লীলাভূমি অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমলীলা ঐতিহ্যের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করিতেছেন। এইস্থানে দাস গদাধর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ করেন।

শ্রীপাট কাটোয়াধামে বিরাজিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের প্রকট সম্পর্কে শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে শ্রীল গোপাল দাসের বর্ণন এইরূপ—

"বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন।
গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাজন॥
কণ্টক নগর হয় মহাপ্রভুর স্থান।
তোমা সেবা স্বীকার করিবেন চৈতন্য ভগবান॥
ঠাকুর আজ্ঞায় ঠাকুর লৈয়া আইলা।
বনের ভিতরে এক ঝুপড়ি বান্ধিলা॥
ভিক্ষার চাউল আর তোলে বন্য শাক।
তাহার ঘরণী যত্নে করে অন্নপাক॥
সেই ভোজনে তুষ্ট হন শচীর নন্দন।
আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন॥
একদিন বীরচন্দ্র গোসাঞি আইলা।
পণ্ডিতের সেবা দেখি সন্তুষ্ট হইলা॥
বিদ্যানন্দে আজ্ঞা দিল না যাহ ভিক্ষাতে।
ঘরে বসি সুসার হবে তোমার সেবাতে॥
সংক্রান্তি পূর্ণিমায় যাত্রি আইসে সকল।
তাদের ভিক্ষায় পূর্ণ হয় পণ্ডিতের ঘর॥
কেহ জলাধার দেয় সুবর্ণের ঝারি।
রত্নভূষণ কেহ কেহ ভোজনের থালি॥
কাহাকেও আজ্ঞা করেন মন্দির তুমি দেহ।
দিনে দিনে সেবা বাড়ে অপূর্ব্ব কথা দেহ॥

প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী খেতুরীর উৎসবে গমনকালে সপার্ষদ এইস্থানে আগমন করেন। সে সময় যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক ছিলেন। এইস্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম দাস গদাধরের দর্শনপ্রাপ্ত হন। কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে দাস গদাধর এই স্থানেই অপ্রকট হন। উক্ত তিথিতে দাস গদাধরের অন্তর্দ্ধান উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি যোগদান করেন এবং তৎসাময়িক প্রকট বহু গৌরাঙ্গ পার্ষদ এই উৎসবে একত্রিত হইয়াছিলেন। সপ্তমী অষ্টমী নবমী এই তিন দিবসব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীল যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে কাটোয়া ধাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন এখানে সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। পরে শ্রীখণ্ড ও খেতুরীতে বৈষ্ণব সম্মেলন সংঘটিত হয়।

শ্রীজাহ্নবাদেবী নয়ন ভাস্করের দ্বারা বৃন্দাবনস্থিত শ্রীগোপীনাথ দেবের প্রেয়সী নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীল পরমেশ্বর দাসের মাধ্যমে নৌকাযোগে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। সেই সময় নৌকা লইয়া পরমেশ্বর দাস কাটোয়ার শ্রীকেশব ভারতীর ঘাটে উপনীত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি তথায় উপনীত হইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। বিষ্ণুপুর রাজ বীরহাম্বীর সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বহু অর্থ বস্ত্র অলঙ্কারাদি অর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—
কণ্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইলা।
শ্রীকেশব ভারতী গোঁসাই ঘাটে আইলা॥
দেখেন সে ঘাটে নৌকা আইল সেইক্ষণে।
হৈল মহানন্দ পরস্পর সম্মিলনে॥

খেতুরীর উৎসবে গমনকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কাটোয়ার শ্রীপাট দর্শন করিয়া গমন করিয়াছেন। তাই কাটোয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থে কাটোয়াকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধাম বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশমুণ্ডন

স্থান, শ্রীকেশের সমাধি, প্রভুর সন্ন্যাস স্থান, কেশব ভারতীর সমাধি, শ্রীমধু নাপিতের সমাধি, শ্রীগদাধরদাসের সমাধি দর্শনীয়।

বর্ত্তমানে শ্রীকাটোয়া ধামে বিরাজিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ সেবিত। যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বসন্ত রায় শ্রীরাধামাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন।
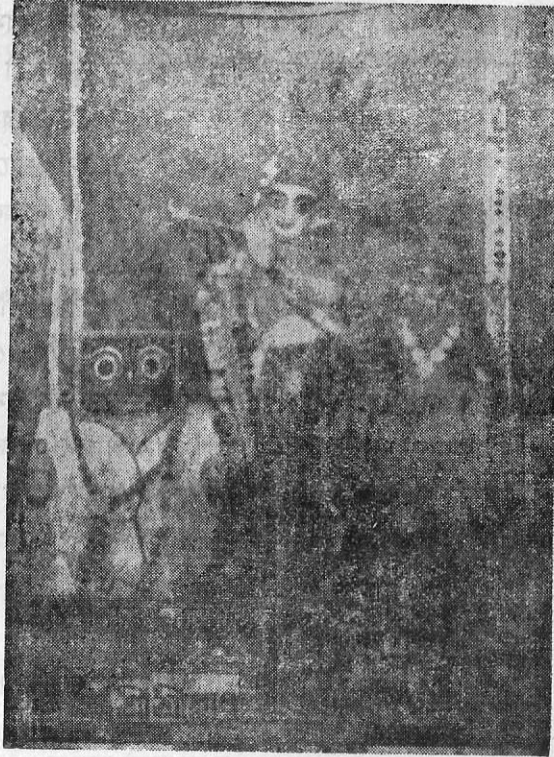
শ্রীরাধামাধবদেব

তৎপরে প্রতাপাদিত্য উক্ত মন্দিরে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহর অধিকার করতঃ শ্রীরাধামাধব ও যশোশ্বরী কালিদেবীকে লইয়া অম্বরে (জয়পুরে) প্রতিষ্ঠা

করেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিত্যানন্দের দৌহিত্র শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামী ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হন এবং প্রভুর স্বপ্নাদেশ ক্রমে শ্রীরাধামাধবকে লইয়া কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করেন। তারপর বঙ্গদেশে আসিয়া রাঢ় অঞ্চলে কাটোয়ার সন্নিকটে শাঁখাই নামক স্থানে বজরা বাঁধিলেন। শাঁখাই গ্রামবাসী এক বৈষ্ণব বিগ্রহসহ প্রেমানন্দ প্রভুকে সসম্মানে লইয়া আসিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীরাধামাধবকে স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক অপ্রকটকালে প্রভুপাদের হস্তে সেবার ভারার্পণ করিয়া যান। অদ্যাপি শ্রীরাধামাধবের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেব সেবিত হইতেছেন। প্রেমানন্দ প্রভু রাঢ় অঞ্চলের বহু স্থানে গমনাগমন করিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ৬ই আষাঢ় হইতে ১০ই আশ্বিন কাটোয়ার গৌরাঙ্গপাড়ায় শ্রীরাধামাধব বিরাজ করেন। অন্য সময় বিভিন্ন স্থানে সেবিত হন।

কুলীনগ্রাম—কুলীনগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ডলাইনে কামারকুণ্ডু-শক্তিগড় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী জৌগ্রাম ষ্টেশন। তথা হইতে তিন মাইল।

কুলীনগ্রামে অগণিত গৌরাঙ্গ পার্ষদ। সেখানকার ভক্তগণের মহিমা অতুলনীয়। ডোম শূকর চরাইতেছে তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনামও কীর্ত্তন করিতেছে। সেই স্থানের গুণরাজ খান, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রভৃতি ভক্তগণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

সত্যরাজ ও রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগন্নাথদেবের পট্ট-ডোরীর যজমান হইয়াছিলেন। তদবধি প্রতি বৎসর রথযাত্রাকালে পট্ট-ডোরী লইয়া শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিতেন। রামানন্দ বসু বৈষ্ণবসঙ্গীত লেখকগণের একজন। গুণরাজ খান "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কুলীনগ্রামের মহিমা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণন। যথা—

কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামীজন। সবেই চৈতন্য ভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন।
প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর। সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

শ্রীরাধামাধব জিউ

কুমারপুর—কুমারপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে মুর্শিদাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া জাতীয় সড়কে কাসিম বাজারের দিকে দুই/আড়াই মাইল আসিলেই শ্রীপাট অবস্থিত। বর্ত্তমানে মতিঝিলের পাড়ে এই শ্রীপাটে শ্রীরাধামাধব শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান। শুনা যায় শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীবংশীবদন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে কুমার পাড়ায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন। কুমারপুরের অবস্থিতি সম্পর্কে

শ্রীনরোত্তম বিলাসের বর্ণন যথা—"খেতুরি নিকট গ্রাম কুমারপুরেতে।"

তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"ভাগীরথী তীরে নাম কুমার নগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥

কুমারপুর কুমারনগরের নামান্তর বলিয়া মনে হয়। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গৃহত্যাগ করিয়া যাজিগ্রামে আসিলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বর্ণন যথা তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৪ বিলাস

আর কতদিন ঠাকুর কহয়ে তাঁরপ্রতি। খেতুরী হইতে কতদূর তোমার বসতি।
তেঁহ কহে চারিক্রোশ নিবেদন করি॥

খেতুরী হইতে চারিক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে এই স্থানটি অবস্থিত। এখানে শ্রীচিরঞ্জীব সেন, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীবিষ্ণুদাস কবিরাজ ও শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের বিহারভূমি।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ ঠাকুর।
বৈদ্যকুল তিলক বাস কুমার নগর॥

এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। তথাহি—নরোত্তম বিলাসে—

কুমারপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণকীর্তি॥

ঠাকুর নরোত্তমের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহ দেব পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত খেতুরী গমনপথে এখানে আসেন। রাজার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও রামচন্দ্র কবিরাজ তথায় উপনীত হন। এবং হাটে কুমার ও বারুই সাজিয়া উপবেশন করতঃ রাজ-পণ্ডিতগণের বিদ্যাগর্ব বিনাশ করেন। তথায় রাত্রে রাজা স্বপ্নে কৃপাদেশ

পাইয়া প্রভাতে ঠাকুর নরোত্তমের চরণে পতিত হন। তথায় ঐ রাত্রে অধ্যাপকদিগকে দেবী খড়্গ হস্তে দর্শন প্রদান করিয়া ঠাকুর নরোত্তমের মহিমা বর্ণন করতঃ বলিলেন, তোমরা বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নরোত্তমকে হেয় করিতে চাও। শীঘ্র গিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, নচেৎ রক্ষা নাই। তখন দেবীর আদেশক্রমে পণ্ডিতগণ রাজার সহিত খেতুরী গ্রামে গমন করতঃ ঠাকুর নরোত্তমের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কুলাই—কুলাই বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ইহা কাটোয়ার পাঁচ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অজয় নদীর তীরে বিরাজিত। কাটোয়া-আহম্মদপুর রেলপথে জ্ঞানদাস কাঁদরা ষ্টেশন। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কেতুগ্রামের দেড়ক্রোশ দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে—

"কুলাই গ্রামেতে ছিলা কবিরাজ যাদব।
দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়স্থ এ সব॥"

ইহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। গৌরপ্রিয় খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। যাদব কবিরাজ মহাপ্রভুর সেবা বাঞ্ছা করিলে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা তিন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। তিন মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ ঠাকুর নরহরির হস্তে সমর্পণ করেন। ছোট ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, মধ্যম গঙ্গানগর ও বড় ঠাকুর কুলাই গ্রামে অবস্থান করেন।

কুমারহট্ট—(হালিসহর) কুমারহট্ট গ্রাম উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট রেলপথে কাঁচরাপাড়া কিংবা নৈহাটি ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" নামক ষ্টপেজে নামিতে হয়। কুমারহট্ট গ্রামের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। এখানে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি। এখানে শ্রীবাস পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, নয়ন ভাস্কর ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খৃঃ) শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমন করতঃ পানিহাটি গ্রাম হইতে নৌকাযোগে শুভ গৌণ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী

তিথিতে কুমারহট্ট গ্রামে আগমন করেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ কারণে বিরহাক্রান্ত শ্রীবাস পণ্ডিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া কুমারহট্টে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর আগমনে কুমারহট্ট গ্রামে যে লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুরের বর্ণন এইরূপ—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিত বাটীমভ্যা যযৌ।
তত্র চ গঙ্গাতীরাদ্বাটী পর্য্যন্ত গমসে॥
যত্র যত্র পদমর্পয়তীশস্তত্র পাদরজসাং গ্রহণায়।
প্রানি পানি পতনেন স পন্থা হন্তগর্ত্তময় এব বভূব॥
প্রাচীরস্তোপরি বিটাপিনাং সর্ব্বশাখাসু দুর্গৌ।
রথ্যা রথ্যা মনু পথি পথি প্রানিষু প্রাপ্তবৎসু॥
উচ্চৈরুচ্চৈর্বদ হরিমিতি প্রৌঢ় ঘোষেষু
দৈব রাত্রিশেষে তরিমধি শিবানন্দ নীত প্রতস্তে॥"
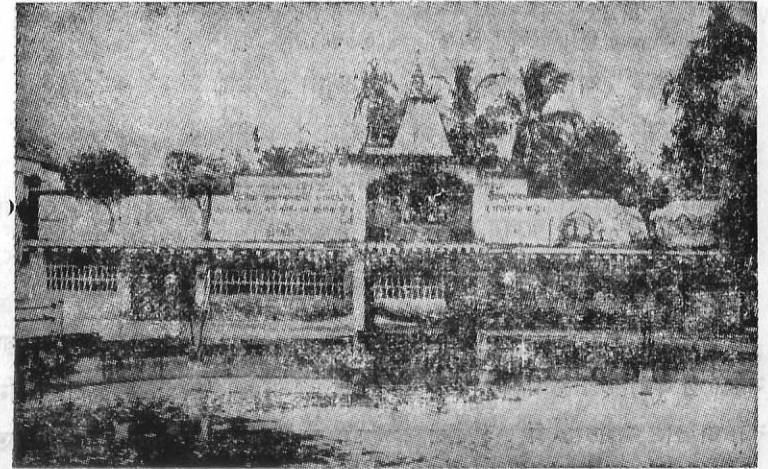
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গনোপরি বিরাজিত শ্রীমন্দির

প্রভু গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাস ভবন পর্য্যন্ত গমনকালে ভক্তগণ প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করায় সমস্ত পথ গর্ত্তময় হইয়াছিল। প্রাচীরের উপর বৃক্ষের প্রতিটি ডালে, প্রতি রাজপথে, অলিগলি, খালি জমির উপর লোকে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। জনতার হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রভু রাত্রিশেষে নৌকাতে আরোহণ করিয়া শিবানন্দ সেনের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালীন কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি যথা —

"যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে॥
আপন ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুধীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলেন, এই কুমারহট্টেরে নমস্কার।
ঈশ্বরপুরীর যেই গ্রামে অবতার।
কান্দিলেন বিস্তর শ্রীচৈতন্য সেই স্থানে।
আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহিলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগুরুভূমি দর্শনের জন্য কুমারহট্ট গ্রামে অবতরণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে কুমারহট্ট গ্রামকে নমস্কার করিলেন। তারপর শ্রীগুরুভূমি দর্শন করিয়া প্রভু অসহায় অবোধ বালকের মত 'হা গুরুদেব! হা গুরুদেব বলিতে বলিতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ এই ভূমিতে আবির্ভূত হইয়া বাল্যলীলা খেলারসে কতই বিচরণ করিয়াছেন কতই গড়াগড়ি দিয়াছেন ; তাঁহার শ্রীচরনরেণু আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া

তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। এ হেন অনুভবানুরূপ ভাবের উদ্দীপনে প্রভু উক্ত সুপবিত্র স্থানের রজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন, তিলকধারণ ও ভক্ষণাদি করিয়া পরিশেষে নিত্য নিয়মিতভাবে গ্রহণের জন্য "মম জীবন ধন প্রাণ" বলিয়া নিজ পরিধেয় বহির্বাসে এক ঝুলি মৃত্তিকা গ্রহণ করিলেন। প্রভুর অনুগামী লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পার্ষদবৃন্দ উক্ত স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করায় একটি ডোবার সৃষ্টি হইল। তাহাই কালের অমোঘ পরিবর্ত্তনের মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' নাম ধারণপূর্ব্বক বিরাজিত। এইরূপে কুমারহট্ট গ্রামে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া প্রভু কানাই-এর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করতঃ পুনঃ শান্তিপুর হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাস-ভবনে আগমন করেন। প্রভু শ্রীবাস ভবনে কতিপয় দিবস পাঠ সংকীর্ত্তন রঙ্গে অবস্থান করিয়া শ্রীবাসের অতৃপ্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করিলেন এবং লীলাভঙ্গীতে শ্রীবাসের গুপ্ত অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশি ব্যক্ত করতঃ দুইটি বর প্রদান করিলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ৫ অধ্যায় —

"যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
জরাগ্রস্থ নহিব দোঁহার কলেবর॥"

প্রভু শ্রীবাস ভবনে উপনীত হইলে আপ্তবর্গসহ শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দর প্রভৃতি প্রভুর দর্শন করিবার জন্য উপনীত হইলেন। সে সময় বাসুদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দরের ভাবের প্রভুত অভিব্যক্তি ঘটে। একদিন প্রভু শ্রীবাসের সহিত ব্যবহারিক কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কোনরূপ উপজীবিকা অবলম্বন না করিয়া দাস-দাসীসহ এই বিশাল সংসার কিভাবে পালন করিবে।" প্রভুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গের শেষভাগে শ্রীবাস বলিলেন, 'যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা আপনিই আসিয়া মিলিবে। আর তদুপরি যদি আমার তিনদিন উপবাস হয় তাহা হইলে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইব। তথাপি তোমার অভয় পদারবিন্দ স্মরণাদি ভিন্ন আমার দ্বারা অন্য কোন কর্ম্ম আচরণ সম্ভব

হইবে না।" এইভাবে প্রভু প্রিয়ভক্তের গুপ্ত গূঢ় মহিমারাশি ব্যক্ত করতঃ সানন্দে উপরোল্লিখিত বরদ্বয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া কতিপয় দিবস অবস্থান করেন।

এই কুমারহট্টের শ্রীবাস ভবনে কলি-ব্যাস অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের লেখক শ্রীল বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে ২৩ বিলাস—

"কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস।
তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেলা স্বর্গে॥
ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস॥

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠ দাস অপ্রকট হওয়ায় শ্রীবাস নিজ ভ্রাতৃকন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীকে আপনার কুমারহট্ট ভবনে আনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তথায় বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় এবং পঞ্চম বৎসর বয়ঃকাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতৃভূমি সম্পর্কে শ্রীপাট পর্য্যটনের বর্ণন যথা—

"হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত।
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত॥"

এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন এবং শ্রীশিবানন্দ পণ্ডিতের পাট সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বচন যথা—

"তাহার দক্ষিণেতে কুমারহট্ট গ্রাম।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর 'গৌরাঙ্গ রায়' নাম॥
শিবানন্দ পণ্ডিতাদি অনেকের বসতি।
মহাপ্রভুর প্রিয় স্থান 'গোপাল রায়' মূর্ত্তি॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীগোপাল রায় বিগ্রহদ্বয় এখন কুমারহট্ট গ্রামে নাই। এখানে শিল্পকার্য্য বিশারদ বিশ্বকর্ম্মার অবতার শ্রীনয়ন ভাস্করের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাস ১৯ বিলাস—

হালিসহর গ্রামে নয়ন ভাস্কর আছিলা।
রঘুনাথ আচার্য্যসহ খেতুরী আইলা॥"

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে ১০ম তরঙ্গে—

নয়ন ভাস্কর হালিশহর গ্রামে ছিলা।
পরম আনন্দে তিঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা॥"

নয়ন ভাস্কর শ্রীজাহ্নবাদেবীর সঙ্গে খেতুরী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জাহ্নবাদেবীর আদেশে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোপীনাথদেবের প্রেয়সী নির্ম্মাণ করেন। সেই বিগ্রহ বৃন্দাবন প্রেরণ করিলে শ্রীগোপীনাথ দেবের বামে প্রতিষ্ঠিত হন।

এখানে শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট সম্পর্কে শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থের বর্ণন যথা—"কোওরহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস॥"

কোগ্রাম কোগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে বলগানা ষ্টেশন হইতে বাসে ৯ মাইল বায়ুকোণে নূতন হাট। তাহার এক মাইল পশ্চিমে কোগ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম উজানি। মঙ্গলকোটের নিকট। এখানে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লেখক শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে "বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥"

শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের পিতা শ্রীকমলাকর দাস ও মাতামহ শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত একই গ্রামে বাস করিতেন। এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিষ্য

শ্রীবৈরাগী ঠাকুরের নিবাস সম্পর্কে শ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"বৈরাগী ঠাকুর তার নিবাস উজানি ॥"

কাঁদরা—কাঁদরা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কেতুগ্রাম থানার অধীন। আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলপথে 'জ্ঞানদাস' 'কাঁদরা' ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। রাঢ় দেশের এই কাঁদরা গ্রামে শ্রীমঙ্গল বৈষ্ণব ও পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের শ্রীপাট কাঁদরার 'জয়গোপাল' নামক এক শিষ্যকে প্রভু বীরচন্দ্র ত্যাগ করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥
তথায় কায়স্ত জয় গোপালের স্থিতি ॥"

কাঞ্চননগর—কাঞ্চননগর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমানের তিন ক্রোশ দূরে দামোদর নদের নিকট শ্রীগোবিন্দ কর্মকারের জন্মস্থান। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দক্ষিণ ভ্রমণলীলা কড়চা আকারে লিখেন। তাহাই "গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামে প্রসিদ্ধ।

তথাহি - শ্রীগোবিন্দ কড়চা —

"বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম ॥"

কোটরা—কোটরা হুগলী জেলার খানাকুলের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীঅচ্যুত পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান।"

কৃষ্ণনগর— কৃষ্ণনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০ বা ২০এ বাসে কৃষ্ণনগর। চুঁচুড়া হইতে চুঁচুড়া-আরামবাগ এক্সপ্রেস বাসে মায়াপুরে নামিয়া বাসে কৃষ্ণনগর। বাঁকুড়া হইতে বাসে বাসে মায়াপুর নামিয়া বাসে কৃষ্ণনগর। আরামবাগ

গড়েরহাট বাসে কৃষ্ণনগর নামিয়া শ্রীপাটে যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম গোপালের শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাপি - শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"খানাকুল কৃষ্ণনগরে ঠাকুর পভিরাম। তাহার ঘরণী মালিনী যার নাম।"

তথাহি - শ্রীপাট পর্য্যটনে—

অভিরাম পূর্ব্বে শ্রীদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥"

বর্ত্তমান খানাকুল ও কৃষ্ণনগরের ব্যবধান প্রায় দুই মাইল। কৃষ্ণনগর হইতে বাসে গোপালনগর, কোটরা, বিল্লোকের মধ্য দিয়া খানাকুলে যাইতে হয়। খানাকুলে মালিনীদেবী প্রকট লীলা, বিল্লোকে ষোলশাঙ্গের কাষ্ঠ তুলিয়া বংশীনাদ ও কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করতঃ ঠাকুর অভিরাম বহু অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন। ঠাকুর অভিরাম সঙ্কীর্ত্তন লীলা করিতে করিতে বিল্লোক গ্রাম হইতে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে বিল্লোক গ্রামে অবস্থানকালীন দুইজন ব্রজবাসী বৈষ্ণব তথায় উপনীত হইলে ঠাকুর অভিরাম তাহাদিগকে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করিলেন। তারপর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই বৈষ্ণবদ্বয় আসিয়া বলিলেন, পাষণ্ডী গণ আপনার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে॥ তখন অভিরাম পাষণ্ডীগণের উদ্ধারের জন্য চলিলেন। পথে এক রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর মৃত পুত্রকে। বাঁচাইলেন। এক দেবী সেখানে মনুষ্য ভক্ষণ করিত। অভিরাম তাহার দম্ভ বিনাশ করিলে দেবী বলিলেন, 'তুমি আমায় তোমার সমীপে রাখিবে। অভিরাম বলিল 'আমি কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিলে সে সময় তোমায় তথায় লইয়া যাইব।' এই বলিয়া অভিরাম পুনঃ বিল্লোক হইয়া কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"ষোলশাঙ্গে সেই কাষ্ঠ তুলিতে নারিলা।
সেই কাষ্ঠ লয়া তেঁহ মুরলী পূরিলা ॥

মুরলীর কাষ্ঠ শীঘ্র রাখিল পুঁতিয়া।
কাষ্ঠকে বহুত স্তুতি করেন বসিয়া॥
বকুলের বৃক্ষ হয়া থাকহ এখন।
তোমায় করিবে লোক আসিয়া পূজন॥
বৎসরে বৎসরে পুষ্প হইবে তোমার।
পুষ্প বিনা ফল কভু না হইবে আর॥
বলিতে বলিতে বৃক্ষ হইল মঞ্জরী।
মদনমোহন এবে কহেন বিচারি॥
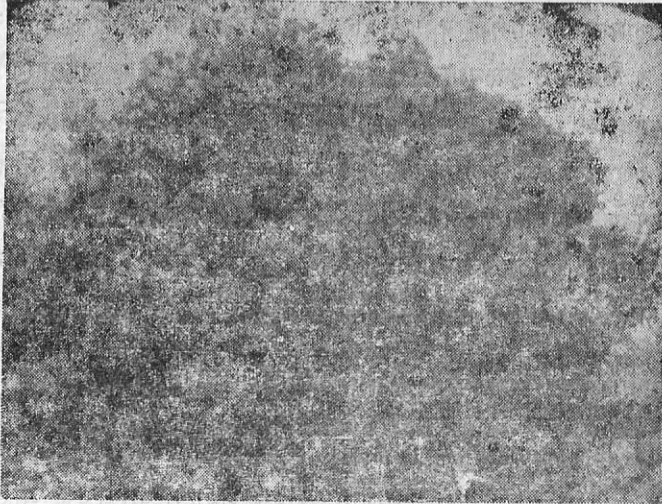
বকুল বৃক্ষ

শ্রীকৃষ্ণনগর হৈল গুপ্ত বৃন্দাবন।
বকুলের বৃক্ষ দেখি হইল স্মরণ॥
শ্রীব্রজবল্লভ বলেন শুনিয়া তখন।
বৃন্দাবন শোভা যেন কদম্ব কানন॥

এইভাবে অপ্রাকৃত বকুল বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া তাহার তলায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গ্রামবাসীগণ মিষ্টান্ন আনিলে অভিরাম ভোজন করিলেন। তারপর গোপাল দাস নামে এক সেবককে শক্তি সঞ্চার করতঃ বৃক্ষ সেবায় নিযুক্ত করিয়া চলিলেন। দৈবে অমৃতানন্দ নামক ব্রহ্মচারী তথায় আগমন করতঃ যোগপ্রভাবে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিলেন। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঠাকুর অভিরাম তথায় আগমন করতঃ যোগপ্রভাবে সেই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। শেষে সেই ব্রহ্মচারী অভিরামের শিষ্য হইলেন। ব্রহ্মচারীর দণ্ড কমণ্ডলু ও অভিরামের তিলকমালা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মচারীর দ্রব্য ভস্মীভূত হইল আর অভিরামের মালাতিলক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। এইভাবে ব্রহ্মচারী অভিরামের শিষ্য হওয়ায় গ্রামবাসী ব্রহ্মচারীর শিষ্যগণ নিন্দায় প্রমত্ত হইলেন। শাস্ত্রচর্চায় পরাভূত হইয়া ঈর্ষান্বিত বিপ্রগণ অভিরামকে বিতাড়িত করিবার জন্য মালিনী দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া নিন্দা শুরু করিলেন। তখন অভিরাম তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য এক মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন। সেই উৎসবে সপার্ষদ গৌরচন্দ্র আগমন করিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অভিরাম মালিনীর স্বরূপতা প্রকাশ করতঃ এক অপ্রাকৃত মর্জ্জার সৃষ্টি করিয়া তাহার মাধ্যমে সকলের দুর্ম্মতি বিনাশ করিলেন। তদবধি কৃষ্ণনগরবাসী অভিরামের ভক্ত হইল। মহামহোৎসবকালীন এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতেই শ্রীগোপীনাথ দেব প্রকট হইলেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"বাড়ীর পূর্ব্বেতে রামকুণ্ড খোদাইতে।
শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইল সাক্ষাতে॥
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন।
অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীবিগ্রহ সেবিতে যবে ইচ্ছা উপজিল।
স্বপ্নছলে গোপীনাথ দরশন দিল॥

এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইলা।
অভিরাম খুদি তথা বিগ্রহ পাইলা॥

এইভাবে শ্রীগোপীনাথদেব প্রকটিত হইলে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে মালিনীদেবী রন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অভিরাম স্বয়ং সকল দ্রব্য যোগান দিতে লাগিলেন। রন্ধন অন্তে শ্রীগোপীনাথদেবের ভোগ সমাপন হইলে শ্রীমন্মমহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিত্যানন্দাদি পার্ষদগণ উপবিষ্ট আছেন। প্রভু তথায় আসিয়া বলিলে নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "আমরা মালিনীর হস্তে কি প্রকারে ভোজন করিব।" প্রভু বলিলেন, "মালিনী সাধারণ নহেন, অভিরামের শক্তিরূপা। তাঁহাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করিলে কাহারও ব্রজপ্রাপ্তি হইবে না।" তারপর প্রভু নিতাই
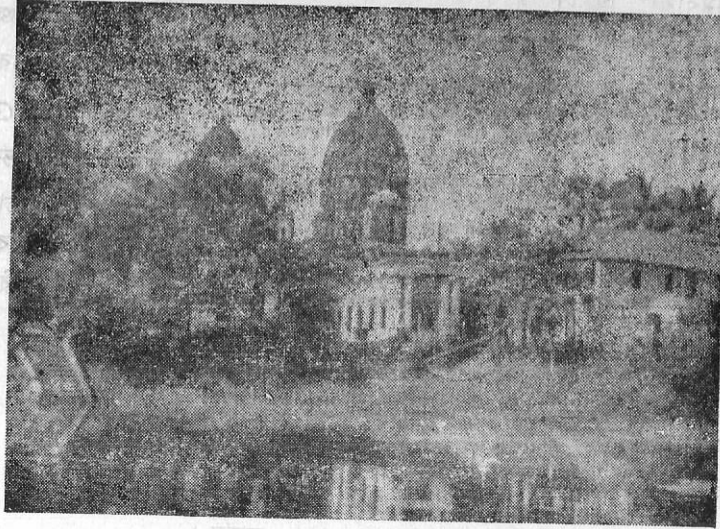
শ্রীরামকুণ্ড ও শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

একরঙ্গ প্রকাশ করিলেন। মালিনীর গুপ্ত মহিমা প্রকাশের জন্য পবনকে বলিলেন, "তুমি ভোজনকালে মালিনীর বস্ত্র উড়াইবে, তাহাতেই মালিনীর প্রকাশ ঘটিবে।" তারপর সকলে গিয়া প্রসাদ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

সেইকালে মালিনীদেবী প্রসাদ লইয়া আগমন করিলে পবন প্রভু নিত্যানন্দের আজ্ঞা পালন করিলেন।

"সুবর্ণের থালে হস্ত হইল বন্ধন।
হেনকালে পবন উঠি করিলা গমন॥
আপন স্বভাব তবে পবন ধরিলা।
শীঘ্রগতি মস্তকের বস্ত্র খসাইলা॥
বস্ত্র সহিত কেশ উড়ায় তখন।
হেনকালে অভিরামে বলেন বচন॥
শুনহ গোঁসাই জীউ হইনু লজ্জিত।
পবন আসিয়া দেখ কৈলা বিপরীত॥
দেখি অভিরাম তবে বলেন হাসিয়া।
বস্ত্র সম্বরণ কর বতুর্ভুজা হইয়া॥
দুই হস্তে থালি ধরি আছিলা তখন।
আর দুই হস্তে বস্ত্র কৈলা সম্বরণ॥
দেখিয়া সবার মনে হইল বিশ্বাস।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিলা নির্য্যাস॥

এইভাবে মালিনীদেবীর প্রকাশ ঘটিল। সকলের সঙ্গে পবনের প্রসাদ গ্রহণ হইল না দেখিয়া মালিনীদেবী করুণা প্রকাশ করিলেন।

তথাহি - তত্রৈব -

"সকয়লর সনে প্রসাদ না পাইল পবন।
শেষ প্রসাদ পাইবে সে শুনহ বচন॥
বৎসর বৎসর পবন আসি এই স্থানে।
স্বভাব প্রকাশি প্রসাদ পাইবে তখনে॥
এইত অভিশাপ আমি দিনু পবনে।
মিথ্যা না হইবে যেন আমার বচনে॥"

এইভাবে মহামহোৎসব সমাপন হইল। কিন্তু যাহাদের জন্য এই মহোৎসবের আয়োজন তাহারা কেহই আসিল না। তাহাদের উদ্ধারের জন্য ঠাকুর অভিরাম পুনঃ এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিলেন।

শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণ।

দক্ষিণে শ্রীবলরাম, বামে শ্রীঅভিরাম, মধ্যে শ্রীগোপীনাথ জিউ

তথাহি - তত্রৈব—

"দলন করিব বলি আইনু এখানে।
প্রসাদ হেলন কৈল পাষণ্ডির গণে ॥
অবিশ্বাস করি সব না কৈলা ভোজন।
মার্জ্জার সৃজিয়া সব করিব দলন ॥
এতেক বলিয়া এক মার্জ্জার সৃজিলা।
রোঙ্গা বলি নাম তার গোঁসাই রাখিলা ॥
সকল বৃত্তান্ত তারে কহেন বসিয়া।
ঘরে ঘরে যাহ রোঙ্গা প্রসাদ লইয়া ॥"

অভিরাম রোঙ্গাকে বলিলেন, 'তুমি বৈষ্ণবগণের শেষ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া নিশাভাগে সকলের অজ্ঞাতসারে পাষণ্ডগণের রন্ধনশালে গমন করতঃ হাণ্ডির মধ্যে উদগার করিয়া আসিবে। তাহারা সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলে বৈষ্ণব অধরামৃতের মহিমায় তাহাদের পাষণ্ডতা দূরীভূত হইবে। আজ্ঞানুরূপ রোঙ্গা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহাতেই কৃষ্ণনগরবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর অভিরামের একান্ত অনুগত ভক্ত হইল। এইভাবে ঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আপনার পার্ষদগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের কৃপা সঞ্চার লীলা প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরে বহু অপ্রাকৃত লীলা করিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণনগরে আগমন করিতেন। দোঁহাকার লীলা ঐতিহ্য কৃষ্ণনগর মহামহিম তীর্থভূমিতে পরিণত হইল। এই স্থানেই ঠাকুর অভিরাম অপ্রকট হন। অভিরাম নিজ শিষ্য বিপ্রসুত কানুকৃষ্ণের হস্তে শ্রীপাটের সেবা অর্পণ করিয়া যান। অদ্যাবধি কানুকৃষ্ণের বংশধরগণই শ্রীপাট কৃষ্ণনগরের সেবা পরিচালনা করিতেছেন। ঠাকুর অভিরামের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই মালিনীদেবী অন্তর্দ্ধান করেন। ঠাকুর অভিরামের অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"বলিতে বলিতে গোঁসাই সৃজিলা উপায়।
দৈবে ভাস্কর এক আইল তথায় ॥

তখন কহেন গোঁসাই ডাকিয়া ভাস্করে।
মোর প্রতিমূর্ত্তি গড়ি দেহত আমারে ॥
আজ্ঞা মাত্র ভাস্কর সে মূর্ত্তি যে গড়িলা।
গোঁসাই লইয়া তাহা কানুকুঞ্জে দিলা ॥
সন্ধ্যা হইলে গোঁসাই গিয়া নিজ ঘর।
বিশ্বছিদ্রে প্রবেশয় প্রতিমা ভিতর ॥
এই প্রত্যাবধি প্রতিমা ভিতরে।
কানুকুঞ্জে দেখাইয়া যাতায়াত করে ॥

শ্রীঅভিরাম গোপালের মূর্ত্তি

* * *

আগেতে মালিনী জীউ হৈলা সঙ্গোপন।
আশীর্ব্বাদ করি কানুকুঞ্জে বিলক্ষণ ॥
কানুকুঞ্জে গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিয়া।
মালিনী আছেন দেখ স্বর্ণকান্তি হয়া ॥
চৈত্রমাসে মধুকৃষ্ণা সপ্তমী দিবসে।
প্রতিমা ভিতরে প্রভু করিলা প্রবেশে ॥
প্রতিমূর্ত্তি প্রবেশিয়া গোঁসাই রহিলা।
অন্যদিন মত আর বাহির না হৈলা ॥
দুহাঁর শ্রীপ্রতিমূর্ত্তি রহে কৃষ্ণনগরে।
অদ্যাবধি ভক্তগণ দরশন করে ॥"

এইভাবে ব্রজের শ্রীদামসখা পূর্ব্বদেহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ অভিরাম গোপাল নাম ধারণ করিয়া কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশির সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। ষোল-শাঙ্গের কাষ্ঠদ্বারা উদ্ভূত বকুলবৃক্ষ, শ্রীরামকুণ্ড, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীবিগ্রহ ও ঠাকুর অভিরামের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে অদ্যাপিও বিদ্যমান। প্রতি বৎসর চৈত্রী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে শ্রীপাটে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গৌড়দেশে ভ্রমণকালীন ঠাকুর অভিরামের সহিত মিলন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর ঠাকুর অভিরাম যোগ্যপাত্রে চাবুক মারিয়া প্রেমদান করিতেন।

তথাহি — অনুরাগবল্লী —

"ঘোড়ার চাবুক নাম শ্রীজয়মঙ্গল।
তাহা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য আসিয়া মিলন করিলে অভিরাম তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া তিনবার জয়মঙ্গল চাবুকদ্বারা প্রহার করতঃ প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই চাবুক বর্ত্তমানে শ্রীপাটে নাই। শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীমন্দিরের সমীপে শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধাবল্লভের শ্রীমন্দির বিরাজিত। উক্ত মন্দির

শ্রীযাদবসিংহেরনির্ম্মিত। শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই যাদবসিহের মৃত্যু হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছদে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। একদা ঠাকুর অভিরাম শ্রীমলিনী দেবী সহ প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ আসিয়া দর্শন করিতে লাগিল। সেই সময় নৃত্যকালে মালিনীদেবীর কাপড়ের আঁচল এক বিপ্রের অঙ্গে লাগিল। দুর্ম্মতি বিপ্র কুপিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রকৃতি হইয়া আমায় আঁচল মারিলে, এই অপরাধে তুমি অন্ধ হইবে।" বিপ্র এই বাক্য বলিলে মালিনীদেবী নৃত্য সম্বরণ করিয়া ঠাকুর অভিরামকে ইহার প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করিলেন। বিনা দোষে মালিনী দেবীকে অভিশাপ প্রদান করায় ঠাকুর অভিরাম বিপ্রকে অভিশাপ প্রদানে বলিলেন।

যথা তথাহি—

"ক্ষুদ্র জীব হয়ে করে মালিনী নিন্দন।
গুরু শিষ্য হবে তার অপঘাত মরণ॥"

কতদিনে ঠাকুর অভিরামের প্রদত্ত অভিশাপ ফলভূত হইল। এই বিপ্র তৎদেশীশ রাজা যাদবসি হের গুরু। একদা যাদবসিংহকে ধরিয়া লইবার জন্য উজীর পাঠাইলেন। সেইকালে যাদবসিংহ পলায়ন করিল। কিন্তু তাঁহার গুরু ধরা পড়িলে উজীর তাহাকে বন্দী করিয়া লইল। গুরুদেবের বন্ধন দশা দেখিয়া গ্রামবাসীগণ যাদবসিংহকে আসিয়া বলিল যে, তোমার জন্য গুরুদেব বন্দী হইল আর তুমি সেবক হইয়া লুকাইয়া রহিলে।" তখন যাদবসিংহ নতিস্তুতি সহকারে উজীরের স্মরণাপন্ন হইলেন। উজীর গুরু-শিষ্যকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার জন্য দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন। দূতগণ আজ্ঞা পালন করিলে মত্তহস্তীর পদাঘাতে গুরু-শিষ্যের মস্তক ছিন্ন হইল। যাদবসিংহের ছিন্নমুণ্ড বলিল, "আমি শ্রীরাধাকান্ত দেবের শ্রীমন্দির এর বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছি কিন্তু অভিরামের হটে আমার মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে সুসম্পন্ন হইল না।" আর তাঁর গুরুদেবের ছিন্নমুণ্ড 'হরি' 'হরি' বলিয়া নাচিতে লাগিল। দুইজনেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

কুলনগর—কুলনগর যশোহর জেলায় অবস্থিত। এখানে বংশী-শিক্ষাদি গ্রন্থের লেখক প্রেমদাসের শ্রীপাট। প্রেমদাস কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন।

তথাহি— শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে—

"প্রভু যবে প্রকট আছিলা।

বৃদ্ধ পিতামহ, কুলনগর গ্রামে সেই, গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥

কাশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তার নাম।"

জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র কুলচন্দ্র, তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাসের পুত্র পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ। পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশের গুরুদত্ত নামই প্রেমদাস।

কানসোনা— এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য জয়রাম দাসের (চক্রবর্ত্তীর) শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"কানসোনার শ্রীজয়রাম দাস ঠাকুর"

জয়রাম দাস (চক্রবর্ত্তী) প্রেমী জয়রাম নামে খ্যাত।

তথাহি— কর্ণানন্দ

"গৌড় দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত।
তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিত॥
সেই দেশবাসী শ্যামভট্টে কৃপা কৈলা।
দুই জনার শিষ্য প্রশিষ্য জগত ব্যাপিলা॥
একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী।
প্রেমী জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি॥"

ইহাতে বুঝা যায় কানসোনা গৌড়দেশের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থান হইতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত, শ্যামভট্ট ও জয়রাম চক্রবর্ত্তী শ্রীপাট।

কৈয়ড়—কৈয়ড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর অভিরাম গোপালের শিষ্য বেদগর্ভের শ্রীপাট। বাঁকুড়া-রায়না ছোট লাইনের একটি ষ্টেশন। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে দামোদর পার হইয়া বাসে সেহারা বাজার নামিয়া ছোট ট্রেনে কৈয়ড় ষ্টেশন যাওয়া যায়। তথা হইতে শ্রীপাট সন্নিকটবর্ত্তী। এখানে শ্রীপাটে সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ"

সঙ্কীর্ত্তন বিলাসে ঠাকুর অভিরাম এখানে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"শ্রীপাট কৈয়ড় আর শ্রীকৃষ্ণনগর।
দুই স্থানেই লীলা তাঁর অতি গূঢ়তর॥"

কাঁটাবনি—এখানে রামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"ঠাকুর গোকুলানন্দ বাস কাঁটাবনি।"

শ্রীগোকুলানন্দ বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আনিয়া কাঁটাবনিতে স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে মুরলী বিলাস গ্রন্থের বর্ণনা যথা—

"প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বহু সেবা।
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে ব্রজেতে যাইয়া॥
একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি।
প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রীবিনোদ বিনোদিনী॥
সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভু পাশ।
পুন আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ॥
ভ্রমিয়া বেড়ায় তিঁহ মূর্ত্তি লয়ে সাথে।
মল্লভূমে কাঁটাবনি নিবাসে তাহাতে॥"

কুণ্ডলীতলা—কুণ্ডলীতলা বীরভূম জেলায় অবস্থিত প্রভু নিত্যানন্দের লীলাস্থলী। ব্যাণ্ডেল আসানসোল মেইন লাইনে খানা জংশন। খানা-নলহাটী রেলপথে সাঁইথিয়া ষ্টেশনে নামিয়া দুই ক্রোশ দূর এই স্থানটি অবস্থিত। এখানে প্রভু নিত্যানন্দ কুণ্ডলী দমন লীলা করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"মৌড়েশ্বরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন।
যাঁরে পূজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন॥
কুণ্ডলী দমন যথা কৈল নিত্যানন্দ।
দেখিয়া সে স্থান হৈল সবার আনন্দ॥"

তথাহি—তত্রৈব—

"তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবেদিলা।
যৈছে সর্পভয় প্রভু পরিত্রাণ কৈলা॥
কুণ্ডলী দমন স্থান দেখি শ্রীনিবাস।
প্রভু নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যখন নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি দর্শনে যান সে সময় কুণ্ডলীতলায় গমন করিয়া জনগণ মুখে 'কুণ্ডলী' নামক সর্পের পরিত্রাণ কাহিনী শ্রবণ করেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী ও প্রভু বীরচন্দ্র কুণ্ডলী দলন স্থান দর্শনে গিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—৫ম স্তবক—

"এই স্থানে বসিল নিত্যানন্দ অবধৌত।
কোথা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত॥
এই স্থানে বিষোদগার কৈল অকস্মাৎ।
মহানাগ ফণা ধরি হইল সাক্ষাৎ॥
প্রভু তার ফণা ধরিলেন নিজ করে।
অস্পষ্ট করিয়া কিবা মন্ত্র দিল তারে॥

চরণে পড়িয়া সর্প গর্ত্তে প্রবেশিল। কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার বন্ধ কিল॥
সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িছে দিনে দিনে।

শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী যখন ব্রজযাত্রা করেন সে সময় একচাক্রায় আসিয়া কুণ্ডলীতলাতে বিশ্রাম করেন। সে সময় পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া এই তীর্থের মহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রভু নিত্যানন্দ অবধৌতাশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে জন্মভূমি দর্শনে আসেন। সে সময় গ্রামবাসীগণ সর্পভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতেছেন। প্রভু সকলকে আশ্বস্ত করিয়া সর্পকে উদ্ধার করেন। তারপর গ্রামবাসীগণ গ্রামে ফিরিয়া সুখে বসবাস করিতে থাকে। প্রভু নিত্যানন্দ যেখানে কুণ্ডলী নামক সর্পকে দলন করেন সেই স্থানের নাম 'কুণ্ডলীতলা'। প্রভু বীরচন্দ্র প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে মালদহ হইয়া রাঢ়দেশের পথে একচাক্রায় আসেন। তথা হইতে কুণ্ডলীতীর্থে আগমন করেন।

কেতুগ্রাম—কেতুগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া-আহম্মদপুর রেলপথের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানদাস কাঁদরা ষ্টেশন। তারই পাশাপাশি কেতুগ্রাম অবস্থিত। কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। পাঁচুন্দী ষ্টেশন হইতে তিন মাইল। এখানে আসিয়া শ্রীখণ্ড নিবাসী রামগোপাল দাস শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী নামক গ্রন্থ লেখনের সূচনা করেন। কাটোয়া কীর্ণাহার বাসে কেতুগ্রাম নামিতে হয়।

তথাহি - শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী —
'কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে॥'

১৫৯৫ শকাব্দে বৈশাখ মাসে কেতুগ্রামে রসিয়া গ্রন্থ লিখন আরম্ভ করেন।

কেন্দুঝুরি—কেন্দুঝুরি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য শ্রীগোকুল দাসের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে —
'রসিকের বাল্যশিষ্য শ্রীগোকুল দাস।
কেন্দুঝুরি দেশে ভক্তি করিল প্রকাশ॥

কাশিয়াড়ী—কাশিয়াড়ী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। খড়গপুর ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ২৬ কিলোমিটার দূরে। মোটরে যাওয়া যায়। এখানে প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকনন্দের লীলাভূমি এবং তাঁহাদের বহু পারিষদের প্রকটভূমি॥ প্রথমে শ্যামানন্দ রসিকনন্দকে সঙ্গে করিয়া নৈহাটী গ্রাম হইতে কাশিয়াড়ীতে গমন করেন। রসিকানন্দ তথায় বহু শিষ্য করেন। ব্রজমোহন, শ্যামদাস, নারায়ণ, রাধামোহন, যাদবেন্দ্র দাস প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। পরে প্রভু শ্যামদাস নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ড রায়কে ত্রাণ করিয়া তথা হইতে শ্রীশ্যামরায়ের বিগ্রহ সঙ্গে করতঃ এখানে আসেন এবং ঠাকুরাণী প্রকাশ করিয়া শ্যামরায়ের বিবাহ দেন। তিন দিবসব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। সে সময় পুরুষোত্তম, দামোদর, নথুরাদাস, হাড়ু ঘোষ, মহাপাত্র, দ্বিজ হরিদাস প্রমুখ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দ্বাদশটি পাটের মধ্যে কাশিয়াড়ীতে শ্রীকিশোরদেব, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীদামোদর এবং শ্রীউদ্ধবের শ্রীপাট। শ্রীকিশোরদেব গোস্বামী শ্যামানন্দ প্রভুর বড় শিষ্য এবং শিষ্যদের মধ্যে 'বড় বাবা' নামে পরিচিত। তাঁহার সমাধি কাশিয়াড়ীতে বিরাজমান। প্রতি বৎসর চৈত্রী পূর্ণিমাতে তাঁহার সেবিত শ্রীগোপীনাথদেব রথ আরোহণে সমাধিস্থলে শুভ বিজয় করেন। এছাড়া শ্রীউদ্ধব - দামোদর ও পুরুষোত্তমের স্থাপিত বিগ্রহও সেবিত হন। শ্রীশ্রীগোপীনাথদেব অত্র প্রপন্নাশ্রমের শাখা শ্রীশুদ্ধ ভক্তিনিকেতন কাশিয়াড়ীতে সেবিত হইতেছেন।

খ

খড়দহ—খড়দহ উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে খড়দহ ষ্টেশন। শ্যামবাজার-বারাকপুর বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী অবস্থিত প্রভু নিত্যানন্দের বিহারভূমি। এখানে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত বীরচন্দ্র প্রভু ও গঙ্গাদেবী, প্রভু বীরচন্দ্রের পুত্র গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও

রামচন্দ্র প্রভুর প্রকটভূমি। প্রভু রামচন্দ্রের বংশধরগণই শ্রীপাটের গোস্বামী। প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম প্রচারে নীলাচল হইতে যখন গৌড়দেশে আগমন করেন : সে সময় খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের ভবনে পদার্পণ করেন।
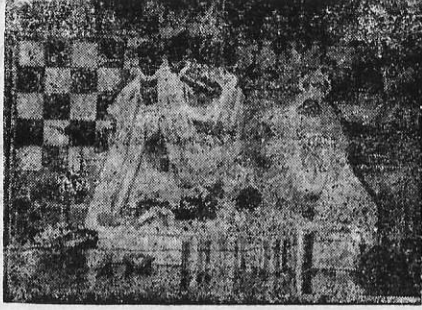
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, খড়দহ

তথাহি —শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥"

তারপর প্রভু নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে আগমন করতঃ সম্ভবতঃ পুরন্দর পণ্ডিতের ভবনেই শ্রীপাট স্থাপন করেন। প্রভু বীরচন্দ্র এখানে শ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের প্রকট সম্পর্কে প্রেমবিলাসের বর্ণন যথা — তথাহি —

"পাৎশাহ বোলে গোসাঞি ফকির প্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান॥
গোসাঞি বোলে বহু মূল্যের তেলুয়া পাথর।
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝলমল॥
গোসাঞি বোলে ইহা নিতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ॥

পাৎশাহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল।
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল॥
সেই পাথরে গড়াইল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি।
দেখিয়া সকল লোকে গেল সব আর্ত্তি॥"

বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমপ্রচারে যখন গৌড়দেশে পদার্পণ করেন তখন গৌড়ের নবাব তাঁহার বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন এবং কিছু দান লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজার দ্বারদেশে শোভমান একটি তেলুয়া পাথর ছিল। প্রভু বীরচন্দ্র তাহা চাহিয়া লইলেন। সেই পাথর খড়দহে আনয়ন করতঃ শ্রীশ্যামসুন্দর জীউর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেবা স্থাপন করেন। অবশিষ্ট পাথর শ্রীনন্দদুলাল ও শ্রীবল্লভজীউর শ্রীমূর্ত্তি নির্মিত হয়। শ্রীনন্দদুলাল সাঁইবোনায় ও শ্রীবল্লভজী বল্লভপুরে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্বপ্রথম খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহে অন্তর্দ্ধান করেন। পরে পুনঃ প্রকট হইয়া একচাক্রাধামে গমন করতঃ শ্রীবঙ্কিমদেব অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে 'গৌরমূর্ত্তি'॥
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥"

শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহে প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধান বাক্যে এক প্রশ্নের অভ্যুত্থান ঘটে। কোন সুধীব্যক্তি এই প্রশ্নের সপ্রমাণ সুযোগ্য মীমাংসা প্রদান করিলে ধন্য হইব। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দর অন্তর্দ্ধানের পরে মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণের কতদিন পর প্রেম প্রচারে বাহির হইয়া গৌড়ের নবাবকে উদ্ধার করেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া তাহাতে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নির্মাণ করান। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা

হইলে প্রভু নিত্যানন্দ কোন্ শ্যামসুন্দরে অন্তর্দ্ধান করেন। প্রভু নিত্যানন্দের সেবিত শ্রীশ্যামসুন্দর নামধারী কোন শ্রীবিগ্রহ কিংবা অবধূত বেশে গলদেশে স্থিত শ্রীগিরিধারীদেব 'শ্যামসুন্দর' নামে প্রতীয়মান হইতেছেন প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীশ্রীগিরীধারীদেবকে সঙ্গে লইয়া খড়দহে অবস্থান করিতেন। প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের পর সেই শ্রীগিরীধারীদেবকে প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন।

তথাহি শ্রীনরোত্তম বিলাসে—

প্রভু নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভু বীরচন্দ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা॥"

প্রভু নিত্যানন্দের উক্ত শিলাপ্রাপ্তির রহস্য শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বিশেষ বর্ণন রহিয়াছে। অবধূত বেশে তীর্থ পর্য্যটনকালীন প্রভু নিত্যানন্দ গিরি গোবর্দ্ধনে উপনীত হন। তথায় শ্রীবলরামদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রভু বলরামের দর্শন আকাঙ্খায় কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের দর্শন পাইলেন। তারপর নিশাভাগে স্বপ্নে বলরাম ও নিত্যানন্দ অভিন্ন কলেবর ইহা জ্ঞাত হইলেন। প্রাতে বিপ্র প্রভু নিত্যানন্দের সমীপে আসিলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—

তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এবে এ অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলায়।
স্বর্ণবদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায়॥
স্বর্ণবদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি।
রাখিলা গলায় অবধূত শিরোমণি॥"

খয়রাশোল—বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বা শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে আসানসোলগামী ট্রেনে অণ্ডাল জংশন ষ্টেশন। সেখান থেকে অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে পাঁচড়া ষ্টেশনে নেমে বাস, ট্রেকার বা রিক্সায় খয়রাশোল আসা যায়। কলিকাতা শহিদ মিনার থেকে সি, এস, টি, সি বাস কলিকাতা-সিউড়ী বাসে সিউড়ী নেমে বাসে খয়রাশোল যাওয়া যায়।

এখানে শ্রীপানুয়া গোপালের শিষ্য অনন্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। সুন্দরানন্দ গোপাল নীলাচল হইতে শ্রীবলরাম দেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রেমপ্রচারে পানিহাটি গ্রামে আসেন। প্রভু নিত্যানন্দ রাঘবভবনে অভিষিক্ত হইয়া বৈভব প্রকাশ করেন। তারপর সুন্দরানন্দ প্রিয়শিষ্য ধ্রুব গোস্বামীকে শ্রীবলরাম বিগ্রহ প্রদান করেন। ধ্রুবগোস্বামী শ্রীবলরাম বিগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে খয়রাশোলে এলেন। পানুয়া গোপালের সঙ্গে মিলন ঘটল। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ লইয়া যাইতে উদ্যোগী হইলে শ্রীবিগ্রহ উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ধ্রুবগোস্বামী চিন্তিত হইলে স্বপ্নে বলিলেন, তুমি আমাকে এখানে রেখে যাও। আমার সেবা পূজা সখ্যভাবে অনন্তই করবেন। প্রভুর আদেশে ধ্রুবগোস্বামী শ্রীবলরাম প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তদবধি শ্রীবলরাম খয়রাশোলে অবস্থান করে লীলা বিস্তার করিলেন। রথযাত্রার সময় এখানে আজও শ্রীবলরাম রথে চড়ে গোষ্ঠডাঙ্গায় অপর প্রান্তে রথমঞ্চে গমন করেন। অনুশরণকারী অগণিত ভক্ত রথের দড়ি ধারণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জমায়েত হন।

শ্রীখণ্ড—শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া জংশনে নামিয়া কাটোয়া বর্দ্ধমান রেলপথে প্রথম ষ্টেশন শ্রীপাট শ্রীখণ্ড ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। আর কাটোয়া ষ্টেশনে নামিয়া কাটোয়া দাঁইহাট বাসে শ্রীখণ্ড বাজারে নামিয়া যাওয়া যায়। শ্রীপাট শ্রীখণ্ড কবি ও সাহিত্যিকের দেশ। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার, মুকুন্দ দাস, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন, গৌরাঙ্গ দাস ঘোষাল, মধুসূদন বৈদ্য, মহানন্দ ও চক্রপাণি মজুমদার, তৎবংশধর কবি রামগোপাল ও তৎপুত্র পীতাম্বর, যশরাজখান, দামোদর মহাকবি, কবিরঞ্জন, রাঘব সের, আত্মারাম দাস তৎপুত্র নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতির প্রকটভূমি। মুকুন্দ দাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের ঐতিহ্যে শ্রীখণ্ড চিরগৌরবান্বিত এবং অন্যান্য সকলে তাঁহাদের ঐ [illegible] বমণ্ডলে চিরগৌরবের আসন অধিকার করিয়াছেন।

নরহরির শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ, মধু পুষ্করিণী, বড়ডাঙ্গি, বৃন্দাবনচন্দ্র ও চিরঞ্জীব সেনের স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়। নরহরি ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গ স্থাপন রহস্য (কুলাই দ্রষ্টব্য)।

একদা প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদ শ্রীখণ্ডে আগমন করিয়া ঠাকুর নরহরির প্রকাশ পরিস্ফুট করিলেন।

—তথাহি—

"শুনি মধুমতী নাম আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥
আনিয়া ধরিল আগে যন্থু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে গণসহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধুদান সপার্ষদ করি পান উনমত অবধূত ধায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায় উদ্ধব দাস রস গায়॥
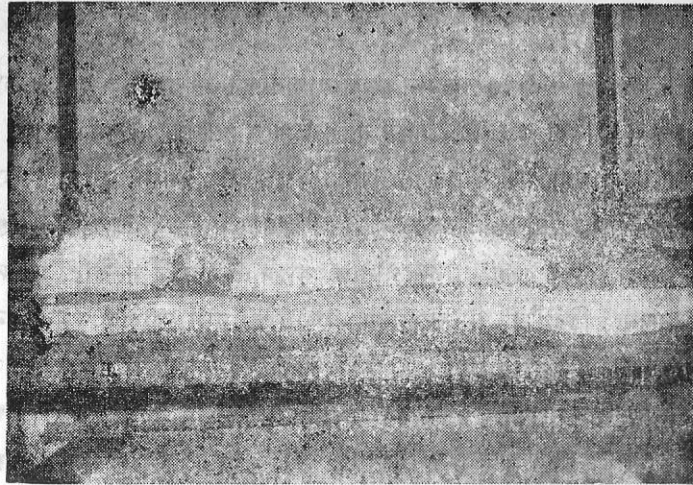
শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরের গৃহ ও আসন।

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুর নরহরির মহিমা প্রকাশ করিলেন। যে স্থান হইতে জল আনিয়া প্রভু নিত্যানন্দকে পান করাইয়াছিলেন, মন্দিরের পার্শ্বে সেই পুষ্করিণী "মধু পুষ্করিণী" নামে অদ্যাপি বিরাজিত।

বড়ডাঙ্গির মন্দির।

একদা শ্রীরঘুনন্দনের মহিমা প্রকাশের জন্য শ্রীঅভিরামগোপাল শ্রীখণ্ডে আসিয়া রঘুনন্দনকে দর্শন করিতে চাহিলেন। পিতা মুকুন্দ দাস দ্বারে কপাট দিয়া পুত্রে লুকাইয়া রাখিলেন। অভিরাম নিরাশ হইয়া কিছু দূর গমন করতঃ "বড়ডাঙ্গি" নামক স্থানে নির্জ্জনে বসিলেন। তথায় অলক্ষিতে শ্রীরঘুনন্দন গিয়া মিলিত হইলেন।

তথাহি পদং —

"বড়ডাঙ্গি নামে স্থান নিরজনে নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝে তার মন শ্রীরঘুনন্দন অলক্ষিতে মিলে আসি॥
দেখিয়া তাহারে দণ্ডবত করে ছুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দন করি আলিঙ্গন আনন্দ আবেশে মাতে॥
এবে ছুহুঁ মিলি নাচে কুতুহুলি নিজ পহুঁ গুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে নূপুর পড়িল আকাই হাটেতে যাঞা॥"

বড়ডাঙ্গি নামক স্থানে এই অপ্রাকৃত লীলায় রঘুনন্দনের মহিমা জগতে প্রকাশিত হইল। এইভাবে রঘুনন্দনের গুপ্ত মহিমা প্রকাশিত হইল। রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ সেবা সর্ব্বজন বিদিত।

তথাহি - শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে —

"রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার ঘাটের উপরে॥
কদম্বের এক বৃক্ষ ফুটে বার মাসে।
নিত্য ছুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংশে॥

একদা মুকুন্দ দাস স্বীয় গোপীনাথ সেবার ভার শিশুপুত্র রঘুনন্দনের উপর দিয়া বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলেন এবং বলিলেন, তুমি ঠাকুরকে ভালভাবে খাওয়াইবে।" আজ্ঞামত রঘুনন্দন সেবাদ্রব্য লইয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। 'খাও' 'খাও' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন। প্রভু তার প্রেমের বশে সকলি ভক্ষণ করিলেন। গৃহে ফিরিয়া মুকুন্দ দাস প্রসাদ চাহিলে রঘুনন্দন বলিলেন, ঠাকুর সকলই ভক্ষণ করিয়াছেন। শুনিয়া মুকুন্দ দাস বিস্মিত হইলেন। একদিন পূর্ব্বমত আজ্ঞা দিয়া ঘরের বাহিরে লুকাইয়া রহিলেন। তখন এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিল। তথাহি পদং -

"শ্রীরঘুনন্দন অতি, হই হরষিত মতি, গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে।
'খাও' 'খাও' বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন, সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥
যে খাইল রহে হেন, আর না খাইল পুনঃ, দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন লইয়া কোলে, গদগদ স্বরে বলে, নয়ানে বরিখে ঘন লোর।

॥ শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব ॥

অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অৰ্দ্ধ নাড়ু আছে করে, দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই, এ উদ্ধব দাস রস ভনে॥

এইভাবে রঘুনন্দনের অত্যুজ্জ্বল মহিমার প্রকাশ লীলা ঘটিল। শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে ঠাকুর নরহরির সমাধি বিরাজমান। অগ্রহায়ণ মাসের

কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির অন্তর্দ্ধান উৎসব অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে শ্রীখণ্ডকে মাতাইয়া ছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ভোগান্তে প্রসাদাদি অর্পণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। পুনঃ দ্বার উদ্ঘাটন করিতেই দেখিলেন ঠাকুর নরহরি আসনে উপবীষ্ট আছেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকয়ে—৯ম তরঙ্গে—

বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ।
সময় জানিয়া চলে দিতে আচমন॥
দ্বার ঘুচাইয়া দেখে প্রভু নরহরি।
আসনে বসিয়া আছে দিব্য রূপ ধরি॥

অদ্যাপি উক্ত তিথিতে বিরাট উৎসব সংঘটিত হইয়া থাকে। এই স্থানে শ্রীরঘুনন্দন প্রকট হন। তৎপর ঠাকুর কানাই তাঁহার অন্তর্দ্ধান উৎসব অনুষ্ঠান করেন।

এই শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেন বিবাহ করিয়া কুমারনগরে আসিয়া বাস করেন। এই শ্রীখণ্ডে মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের ভবনে পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের জন্ম হয়। এই শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরি শিষ্য শ্রীচক্রপাণি মজুমদারের শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সেবা অবস্থিত। মহানন্দ ও চক্রপাণি দুই ভাই ক্ষেত্রে গমন করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ গ্রহণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন যথা—

খণ্ড ছাড়ি গৌড়দেশে করিলা গমন।
পদ্মায় ডুবিয়া নৌকা সবে গেলা ভাসি।
বক্ষে বৃন্দাবনচন্দ্র তিন দিন উপবাসী॥
ভাসিতে ভাসিতে গেলা পোখরিয়া গ্রাম।
প্রাচীন লোক কহে তথা করিল। বিশ্রাম॥
বৃন্দাবন চন্দ্রের ঘাট সেই স্থানে হয়।
নবীন বৃন্দাবনচন্দ্র এখন তথাই আশ্রয়॥

ঠাকুর লঞা খণ্ডে আসি সেবা আরম্ভিলা।
তার ঘরণী মালিনী সেবা অনেক করিলা॥
দুগ্ধ সরভাজা আর ব্যঞ্জন পরিপাটি।
অদ্যাবধি আছে মন্দিরের ইট মাটি॥

অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচক্রপাণি মজুমদারের বংশধরগণ পালানুক্রমে ঘরে ঘরে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন। শ্রীনরহরির শাখা নির্ণয়ে শ্রীখণ্ডে চন্দ্রশেখর বৈদ্যের শ্রীরসিক রায় বিগ্রহ সেবার কাহিনী উল্লেখ রহিয়াছে।

তথাহি—

"চন্দ্রশেখর নামে বৈদ্য আছিলা খণ্ডেতে।
যার বসত বাটি খণ্ডক্ষেত্রের তলাতে॥
'রসিক রায়' বিগ্রহ তাঁর সেবা অতিশয়।
স্বর্ণ ঠাকুর বলি মোগল বেড়িল আলয়॥
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়িলা।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোঘলে কাটিলা॥
কাটামুণ্ড পুনঃ পুনঃ বোলে নরহরি।
সে সেবাতে গোপাল দাস ঠাকুর অধিকারী॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ঘোষালের ভবন সম্পর্কে বর্ণন যথা ঃ তথাহি—তত্রৈব

"গৌরাঙ্গ দাস ঘোষাল আছিলা একজনে।
তার বাটী মধুপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে॥"

শ্রীরামগোপাল দাসেব লিখিত রসকল্পবল্লী গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের পাশাপাশি কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়। যথা—

তথাহি—৭ম কোরকে—

"খণ্ড সুদপুর আর যাজিগ্রাম।
বৈষ্ণবতলা মেলা বৈষ্ণবের ধাম॥"

তৎকালীন সেই সকল স্থানে রূপঘটক, রাধাকৃষ্ণ দাস (রামগোপালের পিতৃব্য), গৌরগতি দাস, গোপাল মোহান্ত, জয়রাম দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, গিরিধর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বিরাজ করিতেন। আর রসকল্পবল্লী গ্রন্থ লিখিবার জন্য যে সকল স্থানের বৈষ্ণবগণ অনুরোধ করিয়া ছিলেন সেই সকল স্থানের নাম। যথা—

তথাহি ১ম কোরকে—

"কেতুগ্রামে ভানুগ্রামে বৈষ্ণব দুই চারি।
সভাকার উপরোধ এড়াইতে নারি॥"

এইভাবে অগণিত বৈষ্ণবের মহিমায় মহিমান্বিত মহাপাট শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহামহিম তীর্থ।

খানাকুল খানাকুল কৃষ্ণনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া ২০এ বাসযোগে খানাকুল যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরাম ঠাকুরের লীলা-ভূমি। এই খানাকুলের নাম কাজীপুর ছিল। অভিরামের পত্নী মালিনী দেবী 'খানাকুল' নাম প্রদান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশে লীলার কারণে বৃন্দাবন হইতে অভিরাম গোপাল নিজ শক্তিরূপা এক কন্যা সৃষ্টি করিয়া সিন্ধুকে আবদ্ধ করতঃ নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। সেই সিন্ধুক ভাসিতে ভাসিতে কাজীপুরের নদীতটে আসিলে এক অপ্রাকৃত লীলা ঘটিল। তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃত—

"সিন্ধুক সহিত কন্যা কাজীপুর আইলা।
তটেতে লাগিয়া সিন্ধুক তথায় রহিলা॥
প্রবেশ হইবা মাত্র দেখে তাঁর শক্তি।
ভুবনে ঘোষয়ে সব যাঁহার খিয়াতি॥
মালীর মালঞ্চ সেই তটেতে আছিলা।
পরশ করিবা মাত্র চমৎকার হৈলা॥

পুষ্প বৃক্ষ বলে সব আনন্দিত হইয়া।
দ্বাদশ বৎসর মোরা ছিলার শুকাইয়া॥
সিন্ধুক পরশে মোরা পাইনু জীবন।
সিন্ধুক ভিতরে বুঝি আছে সাধুজন॥

তথায় এক মালী আসিয়া সিন্ধুক দর্শন করতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন। মালীর বিলম্ব দেখিয়া অন্যান্য মালীগণ আসিয়া তাহাকে চেতন করতঃ সিন্ধুক উত্তোলন করিলে এক দিব্য কন্যারত্ন পাইলেন। মালীগণ কন্যারত্নে পাইয়া সযতনে গৃহে রাখিলেন। এদিকে সংবাদ শুনিয়া কাজী সেই কন্যা-রত্নে লইয়া যাইবার জন্য মালীগণকে বাঁধিয়া লইলেন। শেষে মালীগণ কাজীর হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে ছাড়া পাইলেন। তারপর মালীগন কন্যার আদেশ লইয়া পুষ্পরথারোহণে কন্যাকে কাজীর গৃহে আনিলেন। কাজী কন্যার আদেশমত স্বহস্তে গোগৃহ মার্জ্জন করতঃ কন্যাকে অধিষ্ঠান করাইলেন এবং মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। মালীগণ তথায় সেবক হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। কন্যা-শ্রীমালিনী দেবী কাজীর ভবনে রহিলেন। কতদিন পরে ঠাকুর অভিরাম ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীপুরের অপর পারে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে শ্রীমালিনীদেবী আপনার দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নানের জন্য গমন করিলেন। সে সময় ঠাকুর অভিরাম অপর পারে রহিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন মালিনীদেবী সাঁতার দিয়া পর পারে একাকী গমন করতঃ নিজ প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইলেন। তার পর ঠাকুর অভিরাম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। এইভাবে মালিনী-দেবী অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিয়া খানাকুলকে মহাতীর্থে পরিণত করিলেন।

খেতুরী—খেতুরী রাজশাহী জেলায় রামপুর বোয়লিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লালগোলা লইনে লালগোলাঘাট

নামিয়া ষ্টীমারে পার হইলেই প্রেমতলী। তথা হইতে দুই দূরে খেতুরী অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—৮ম তরঙ্গে—

"অতি বৃহৎ গ্রাম শ্রীখেতুরী পুণ্য ক্ষিতি।
মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব্ব বসতি।
রাজধানী স্থানে সে গোপালপুর হয়।
ঐছে গ্রাম নাম বহু ধনাঢ্য বৈসয়।

এই স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তমের প্রকট-ভূমি। এই স্থানে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্ররূপে ঠাকুর নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রভু নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক পদ্মা গর্ভে প্রেমসম্পদ রক্ষিত হয়। ঠাকুর নরোত্তম প্রকট হইয়া নদীতে অবগাহনকালে সেই প্রেম প্রাপ্ত হন। ১৪৩৬ শকাব্দে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসেন সে সময় কানাইর নাট্যশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফিরিবার পথে পদ্মাগর্ভে প্রেমসম্পদ রক্ষা করেন। নাট শালায় সঙ্কীর্ত্তন বিলাসকালে নরোত্তম স্মরণ হওয়ায় প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন—"আমি তাহাকে লইয়া যাইব।" তখন প্রভু বলিলেন—

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে ৮ম বিলাস—

"প্রভু কহে, গড়ের হাট বড় সুখের স্থান।
দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন।
শুন শুন শ্রীপাদ কহি বিবরিয়া।
প্রাণধন সঙ্কীর্ত্তন রাখিতে চাহি ইহা।
নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন হইল প্রকাশ।
গৌড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস।
অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন চাহি রাখিবারে।
গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে।
গড়ের হাটে প্রেম প্রভু কেমনে রাখিবা।
পাত্র কেবা আছে তাঁরে হেন প্রেম দিবা॥

প্রভু কহে যাবৎ তুমি আছ বিরাজমান।
তাবৎ আমার প্রেম নহে অন্তর্দ্ধান॥
পাত্র স্থানে এই প্রেম রাখিলে সে হয়।
অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয়॥
প্রেমে মত্ত পৃথিবী না জানে স্থানাস্থান।
হেনজনে দেহ প্রেম সবে করে পান॥
অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট।
এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট॥"

এইমত দুই প্রভু পরামর্শ করিয়া কুড়োদারপুরে এলেন। তথায় প্রাতে পদ্মাবতীতে স্নান কবিলেন। গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করতঃ 'নরোত্তম! নরোত্তম!' বলিয়া ফুৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর পদ্মাগর্ভে প্রেম রাখিলে পদ্মাবতী উথলিত হইল। জলে জনপদ প্লাবিত হইলে গ্রামবাসী-গণ ভীত হইলেন। সে সময় নিত্যানন্দ বলিলেন—

তথাহি—তত্রৈব—

শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু।
গ্রাম উজাড় হয় ইহা নাহি দেখি কভু॥
প্রভু কহে, পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ।
নরোত্তম নামে প্রেম তাঁরে তুমি দিহ॥
নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমা স্থানে।
যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥
পদ্মাবতী বলে প্রভু করো নিবেদন।
কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম।
যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা।
সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥
প্রভু কহে, এইসব যে কহিলা তুমি।
এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞা দিল আমি॥

আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে।
বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে॥"

এইরূপে প্রভু প্রেমসম্পদ রাখিয়া পদ্মা পার হইয়া নীলাচলে গমন করেন। এদিকে কতদিনে ঠাকুর নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিলেন। সহসা একদিন একাকী পদ্মা স্নানে আগমন করিলে পদ্মা নরোত্তমকে প্রভুর গচ্ছিত প্রেমসম্পদ প্রদান করিলেন। প্রেম প্রভাবে নরোত্তমের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ হইল এবং বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিলম্ব কারণে পিতামাতা অন্বেষণে আসিয়া সহসা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। বাহ্যস্মৃতি পাইয়া নরোত্তম পিতামাতাকে প্রণাম করিলে তখন সকলে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু নরোত্তমকে গৃহে রাখিতে পারিলেন না। তিনি ব্রজে যাত্রা করিলেন। তারপর কতদিনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড় দেশে আগমন করতঃ খেতুরী ধামে আগমন করেন, তদবধি এই স্থানে অবস্থান করিয়া অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করেন। খেতুরী ধামে যে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং স্বপ্নক্রমে পাঁচ মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে শ্রীজাহ্নবাদেবী সহ তৎকালীন প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এত বড় বৈষ্ণব সম্মেলন আর কোথাও সংঘটিত হয় নাই। উক্ত উৎসবে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব প্রকট হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সে সময় প্রকটাপ্রকটের অভিন্নতা প্রকাশ ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে ঠাকুর নরোত্তম যে নবতালের সৃজন করেন তাহাই "গয়নাহাটি সুর" নামে প্রসিদ্ধ। নরোত্তমের নবতাল ও গোবিন্দ কবিরাজের পদ রচনা বৈষ্ণব সমাজে নবভাবের উদ্দীপন করিয়াছিল। শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর নরোত্তম-এর শিষ্যগণ মধ্যে ভ্রাতা সন্তোষ রায়, ভ্রাতুষ্পুত্র রমাকান্ত, বলরাম ও রূপনারায়ণ পূজারী, দুর্গাদাস প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ

গোপীবল্লভপুর – গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত গৌড়ীয় মহাতীর্থ। শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্যামানন্দ ও তৎশিষ্য শ্রীরসিকানন্দের লীলাভূমি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিয়া বাসে কুটিঘাট নামিতে হয়। তথা হইতে নদীর পার (সুবর্ণরেখা) শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির। আর হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া বাসে কুটিঘাট যাওয়া যায়।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর "গুপ্ত-বৃন্দাবন" নামে খ্যাত। শ্রীল গোবিন্দ দেব স্বয়ং তথায় প্রকট বিহার করিতেছেন। প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের প্রেমলীলা ঐতিহ্যের পূর্ণ নিদর্শন। প্রাচীন মল্লভূমি পরগণায় চোর চিতা-তপা, তার মধ্যে নুয়াবসানের সমীপে এক গ্রাম। তথায় রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ 'কাশীপুর' নামে রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা অচ্যুতের অন্তর্দ্ধানে রসিকানন্দের ভ্রাতাগণ গৃহবিবাদে প্রমত্ত হন। রসিকানন্দের বৈষ্ণবসেবা ভ্রাতাগণের চরম বিষক্রিয়া হইল। ভ্রাতাগণের বৈষ্ণব নিন্দায় রসিকানন্দ গৃহসম্পদ সমস্ত বর্জন করিয়া সস্ত্রীক কাশীপুরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহাদের কুলদেবতাকে ভঞ্জরাজা বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিলেন।

রসিকানন্দ ভঞ্জরাজার সমীপে গিয়া সেই বিগ্রহ আনয়ন করেন এবং তথায় সেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবানন্দে বিভোর রহিলেন। পূর্ব্ববৎ রসিকানন্দ বৈষ্ণব সেবায় প্রমত্ত হইলেন। সহসা প্রভু শ্যামানন্দ তথায় উপনীত হইলে রসিকানন্দ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

তথাহি — শ্রীরসিক মঙ্গলে —

"শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হৈতে।
তার নাম আজ্ঞা কর সেই লয় চিতে॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
'গোপীবল্লভ রায়' বলিবে সর্ব্বজনে॥

এ গ্রামের নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর ।
ইথে সাধু কৃষ্ণ সেবা হবে পরচুর ॥
অনেক আনন্দ হবে এ গ্রাম ভিতরে ।
বৃন্দাবন সম এই হবে পরচারে ॥
এ গ্রাম মহিমা কিছু কহিতে না জানি ।
প্রকাশ হবেন এথা গোবিন্দ আপনি ॥
যেইরূপ ধ্যানেতে করিয়ে নিরীক্ষণ ।
বিদ্যমান সেইরূপ দেখিবে সর্ব্বজন ॥
কতদিনে কৃষ্ণ হেনরূপে আচম্বিতে ।
পরকাশ হবেন গোবিন্দ এ গ্রামেতে ॥
এ গ্রামের অধিকারী শ্যামদাসী মাতা ।
সেই হতে সেবায় করিল নিয়োজিতা ॥
উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গতে ।
নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্যামদাসী স্থানে ।
সাধু সেবা কৃষ্ণ সেবা কৈল সমর্পণে ॥"

এইরূপে প্রভু শ্যামানন্দ কাশীপুর গ্রামের গোপীবল্লভপুর নামকরণ করিয়া রসিকানন্দের পত্নী শ্যামাদাসীকে শ্রীগোপীবল্লভপুরে সাধু-কৃষ্ণ সেবা-কার্য্য সমর্পণ করিলেন ।

শ্যামাদাসীর সেবা নিষ্ঠায় গোপীবল্লভপুরে যে অপ্রাকৃত লীলা ঘটিয়াছে সহস্র বদনে স্বয়ং অনন্তদেবও বর্ণিতে সক্ষম নহেন ।

কিছুদিন পরে রসিকানন্দ ক্ষেত্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ।

যথা—তথাহি—তত্রৈব—

"আমার প্রকাশ তুমি করহ তথায় ।
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ শ্রীগোবিন্দ রায় ॥

তার হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ ।
ত্রিভুবন পুজিবেন আমার চরণ ॥
যেন নীলাচলে সেবা করে সর্ব্বজনে ।
তেমনই বিশ্বাস হবে তোমার সে স্থানে ॥"

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব

শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা পাইয়া রসিকানন্দ সেই বাক্য সকলকে বলিলেন । সহসা রঘু ও আনন্দ নামক দুইজন তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন । এই দুই ভাই নীলাচলবাসী ও বিশ্বকর্ম্মা সদৃশ শিল্পকার্য্যে অভিজ্ঞ । রসিকানন্দ সেই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া থুরিয়া নগরে প্রভু শ্যামানন্দ সমীপে আসিলে তিনি দুইজনকে শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণের জন্য আজ্ঞা

আগমন করিলেন এবং তথায় রহিয়া আজ্ঞানুরূপে শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুচারুরূপে শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হইল। তারপর প্রভু শ্যামানন্দ তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোবিন্দ দেবের অভিষেকাদি করতঃ মহামহোৎসব করিলেন। এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেব গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রকট হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। রসিকানন্দের তিন পুত্র রাধানন্দ, কৃষ্ণগতি ও রাধাকৃষ্ণ; এক কন্যা বৃন্দাবতী। রসিকানন্দ অন্তর্দ্ধানকালে স্বীয় পুত্র-কন্যা ও পার্ষদমণ্ডলীর সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুত্র রাধানন্দের হস্তে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রেমসেবা সমর্পণ করেন।

বর্ত্তমানে প্রভু শ্যামানন্দের সেবিত শ্রীশ্যামরায় শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্রীপাটে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে শ্যামানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্যামানন্দ প্রভুর প্রাচীন চিত্রপট এবং শ্যামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত কন্থা ও আসন পূজিত হইতেছেন।

গাম্ভীলা—গাম্ভীলা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। সম্ভবতঃ গাম্ভীলার বর্ত্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীনিত্যানন্দের প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তমের লীলাভূমি। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পাট।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে গাম্ভীলা গ্রামেতে যার স্থিতি॥"

এই গাম্ভীলা গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। ঠাকুর নরোত্তম প্রেম প্রভাবে বিপ্রাদি সর্ব্ববর্ণের লোক তাঁর চরণাশ্রয় করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিপ্রসমাজ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরম করুণ ঠাকুর মহাশয় সেই সকল নিন্দুকগণের উদ্ধারার্থে এক লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—

"প্রভুর সেবাতে সভে সাবধান করি।
কথোজন সঙ্গে শীঘ্র আইলা বুধরি॥
তথা হৈতে আইলা গাম্ভীলা গঙ্গাতীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে॥
চিতাশয্যা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া॥

* * *

ঐছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা।
লোকদৃষ্টে দেহ হৈতে পৃথক হইলা॥
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে।
চিতার উপরে রাখিলেন দিবাসনে॥

পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল।
বিপ্র শিষ্য কৈল যৈছে হৈল তার ফল॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল।
বাক্য রোধ হৈয়া নরোত্তম দাস মৈল॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তেয়াগিয়া॥
দেখিল গুরু দশা হইল যেমন।
না জানি ইহার দশা হইবে কেমন॥

ব্রাহ্মণগণ গঙ্গানারায়ণকে শুনাইয়া শুনাইয়া এইভাবে বলিতে লাগিলেন। পাষণ্ডী বিপ্রগণের দুর্ম্মতি বিনাশ করিয়া উদ্ধার করিবার জন্য গঙ্গানারায়ণের চিত্তে দয়ার উদয় হইল। তিনি চিতা সমীপে গমন করতঃ করজোড়ে স্তব সহকারে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু সদয় হইয়া পাষণ্ডীদিগকে ত্রাণ করুন। ইহারা আপনার অলৌকিক মহিমা জ্ঞাত হইতে না পারিয়া

অজ্ঞোচিত কর্ম্ম করিতেছে। আপনি ইহাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের মনতুঃখ দূর করুন। তখন গঙ্গানারায়ণের বাক্যে ঠাকুরের কৃপার প্রকাশ ঘটিল।

তথাহি—তত্রৈব—

গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেইক্ষণে॥
'রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য' বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হৈতে যেন সূর্য্যসম॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে॥
দূরে থাকি দেখি সব নিন্দুক ব্রাহ্মণ।
মহাভয় হইল স্থির নহে কোনজন॥"

এইভাবে নিন্দুক ব্রাহ্মণগণের মতিচ্ছন্নতা দূর হইল। সকলে সবিনয়ে মহাশয় অভয় পদারবিন্দে আশ্রয় লাভে শ্রীগৌরপ্রেম রসার্ণবে ভাসিতে লাগিলেন। এইভাবে গাম্ভীলা গ্রামে বহু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছে। মহাশয় মধ্যে মধ্যে খেতুরী হইতে বুধরির মধ্য দিয়া গাম্ভীলায় গঙ্গাস্নানে আসিতেন। বৈষ্ণবগণের খেতুরী গমনাগমনের এই পথ। খেতুরী উৎসবে বৈষ্ণবগণ এইস্থান দিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঠাকুর নরোত্তম এই গাম্ভীলার গঙ্গাঘাটে স্নানে আসিয়া অন্তর্দ্ধান হন। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য গঙ্গাঘাটে মহাশয়কে বসাইয়া শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিতেছেন, হঠাৎ নদীর তরঙ্গে তুগ্ধাকারে মহাশয় অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকূলে॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ তুইজনে॥

দোঁহা কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে।
তুগ্ধপ্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত তুর্জ্জেয় বুঝিব কি আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল।
দেখিয়া লোকের মহাবিস্ময় হইল॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ॥

এইভাবে ঠাকুর নরোত্তম শ্রীপাট গাম্ভীলা গ্রামে অলৌকিক লীলা করিয়া মহামহিম তীর্থে পরিণত করেন। এই শ্রীপাট গাম্ভীলায় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি - শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর সূচকে—

শ্রীগোবিন্দ, মনোহর বিগ্রহ, যজ্জীবনধন প্রাণ আধার।

গোয়াস — গোয়াস মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে লালগোলা ঘাট ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে ষ্টীমারযোগে পাতিবানা ঘাটে নামিয়া পদ্মার পশ্চিম পার্শ্বে যাইতে হয়।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

'আর শাখা রামকৃষ্ণাচার্য্য মহাশয়।
গঙ্গা পদ্মার সঙ্গমস্থল গোয়াসে আলয়॥'

তথায় শ্রীশিবাই আচার্য্যের পুত্র হরিরাম আচার্য্য ও রামকৃষ্ণ আচার্য্যের পাট। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তুই ভাই। হরিরাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ পিতার আদেশে ছাগ মহিষাদি আনিতে পদ্মাপারে যান। তথায় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের দর্শন প্রাপ্ত হন। তাহাদের প্রসাদে উভয়ে

বৈষ্ণব হইয়া কতদিন খেতুরীতে অবস্থান করতঃ গোয়াসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় আসিয়া বলরাম কবিরাজের ভবনে অবস্থান করেন। প্রাতে পিতার সহিত মিলন ঘটিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বৈষ্ণবতাকে হেয় করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। মথুরাবাসী দিগ্বিজয়ী মুরারীর সহিত বহু শাস্ত্র চর্চ্চা হইল। শেষে সকলে পরাভূত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীমন্মোহন ও শ্রীহরিরাম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা স্থাপন সম্পর্কে বচন—যথা—

তথাহি—সূচক—

"শ্রীমন্মোহন রায় সুবিগ্রহ সেবা সতত নিযুক্ত প্রধান,

এই শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা সম্ভবতঃ সৈদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। (সৈদাবাদ দ্রঃ) শ্রীহরিরাম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ রায় সেবা স্থাপন সম্পর্কে বচন। যথা— তথাহি—সূচকে—

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন ভনব কি নরহরি মহিমা অপার ॥"

এখানে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য গোপীরমণ কবিরাজ ও তৎভ্রাতা দুর্গাদাসের শ্রীপাট।

তথাহি—কর্ণানন্দে—

"গোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়।
তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয় ॥
গোয়াসে তাহার বাড়ী বড়ই রসিক।
সদা কৃষ্ণ রসকথা যাতে প্রেমাধিক ॥"

গোপীনাথপুর—গোপীনাথপুর বগুড়া জেলায় অবস্থিত। বগুড়ার সাঁড়া ষ্টীমারঘাট হইতে আলেপুর রেল ষ্টেশন। তথা হইতে ৫ মাইল পূর্ব দিকে সীতাঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীনন্দিনীর শ্রীপাট।

অদ্বৈত পত্নী সীতাঠাকুরাণীর শিষ্য ক্ষেত্রীকুলজাত নন্দরাম সীতাঠাকুরাণীর আদেশে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নন্দিনী নামে জগতে পরিচিত হন।

কতককাল সেবা করার পর একদা সীতারাণী নন্দিনীর প্রতি বলিলেন, "তুমি বনাশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভজন কর। তথায় আচম্বিতে এক কুমারীর গর্ভ হইবে। তাহাতে এক মহাপুরুষ জন্মিবে। সেই হইতে গণের প্রচার ঘটিবে। তখন নন্দিনীসীতাঠাকুরাণীর আদেশ পালন করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করতঃ এক শূদ্রালয়ে রহিলেন ॥ গৃহস্থ তাহাকে একখানি ঘর দিলেন। তপস্বিনী বেশে নন্দিনী তথায় রহিলেন। সহসা একদিন সহস্র লস্কর হস্তী ঘোড়াসহ এক নবাব ঐ গ্রামে আসিলেন। গ্রামবাসী এক বিপ্র নবাবকে বলিলেন, এই গ্রামে এক পুরুষ স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে নবাব তাহার সমীপে আগমন করতঃ তাহাকে পরীক্ষা করিলেন।

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—

"হুকুম হৈল সবার খুলিতে বসন।
নন্দিনী বলেন আজি রজঃস্বলা দিন ॥
আচম্বিতে উরু বহি নাম্বয়ে রুধির।
দেখিয়া নবাব চিত্ত হইল অস্থির ॥
স্তবন করেন সাহেব চরণে ধরিয়া।
অপরাধ ক্ষমা কর শিরে পদ দিয়া ॥
তিন গ্রাম ছাড়ি দিলাম লিখে দানপত্র।
স্থাপিলেন গোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তি তত্র ॥"

এইরূপে নন্দিনীদেবী তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা স্থাপন করিলেন। সহসা ঐ গ্রামে সপ্তম বর্ষীয়া এক কন্যা গর্ভবতী হইল। তাঁর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। প্রসবের পর সন্তান রাখিয়া কন্যা পরলোক গমন করিলে গ্রামবাসীগণ সেই সন্তানকে নন্দিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। নন্দিনী সেই সন্তানকে পালন করিতে লাগিলেন। এই পুত্র হইতেই নন্দিনীর শাখা চলিল। এইরূপে গোপীনাথপুরে নন্দিনী অপ্রাকৃত

লীলার প্রকাশ করিলেন।

গুপ্তিপাড়া—গুপ্তিপাড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্তী গুপ্তিপাড়া রেলষ্টেশন। ষ্টেশনের এক ক্রোশ পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের শ্রীমন্দির বিরাজিত। গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীসত্যানন্দ সরস্বতী এখানে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন।
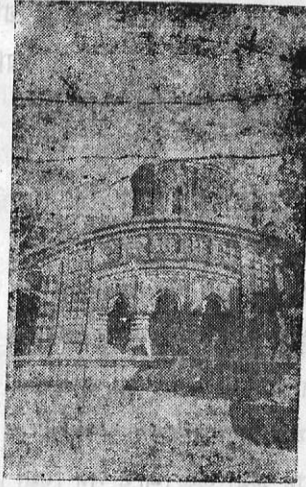
॥ শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের শ্রীমন্দির ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"গোপতি পাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবন চন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি॥

গোঘাট—এখানে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের "সূচকে—

গোঘাট নিবাসী ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী, যেহ আসি করিলা আশ্রয়।"

গোঘাট হইতে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পত্নী দুখিনী ও ভ্রাতা শ্রীমহেশ পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

গোপালপুর—গোপালপুর বর্দ্ধমান জেলায় রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়াদেবীর জন্মভূমি।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে।
ব্রাহ্মণ সমাজ তথা অশেষ বিশেষে॥
সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়।
শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নাম কেহো কয়॥"

শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী ও তৎপত্নী শ্রীমাধবীদেবী স্বপ্নে দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন।

গোপালনগর—গোপালনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর ও খানাকুলের মধ্যবর্তী স্থান। এখানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপাট। অভিরামের আদেশে হরিদাস এখানে শ্রীরাম কানাই বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করেন। একদা শ্রীপাট খানাকুলে ভাবাবেশে নৃত্যগীত করিতেন, সেই সময় একজন ভাস্কর শ্রীরামকানাই বিগ্রহদ্বয় আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তখন হরিদাস আসিয়া মিলিত হইলে তাঁহাকে বলিলেন যে "তুমি এই বিগ্রহদ্বয় লইয়া সেবা স্থাপন কর। আমা হইতে এই বিগ্রহদ্বয় ভিন্ন নহে। এই বলিয়া অভিরাম এক লীলার প্রকাশ করিলেন। যথা—

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃত—

"এক মূর্ত্তি দেখি তিনে হয় একরূপ।
এক দেহে তিন দেহ হয় রসকূপ ॥
দেখি মনে চমৎকার হৈলা হরিদাস।
কাহারে লইব মনে করিয়া বিশ্বাস ॥
বুঝিনু গোঁসাই জীউ করেন চাতুরী।
তিন এক মূর্ত্তি এই দেখি সে নির্দ্ধারী ॥"

শেষে অভিরাম গোপাল বলিলেন। যথা—

তথাহি—তত্রৈব—

"শুনিয়া তখন পুনঃ গোঁসাই কহিলা।
শ্রীরাম গোপাল লহ তোমারে দিইলা ॥
আমারে যেমন ভাব করিবে যখন।
শ্রীরাম গোপালে লয়া করিলে তেমন ॥
সাক্ষাত ব্রজের মোর শ্রীরামকানাই।
পুলীন ভোজন তিনে কৈলা এক ঠাঁই ॥
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি সে সব আচার।
গোপালনগরে কর প্রকাশ তুঁহার ॥

তখন হরিদাস শ্রীরামগোপালকে লইয়া গোপালনগরে আসিলেন। গ্রামবাসীগণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইল এবং একখানি বাসা দিয়া সেবার সুব্যবস্থা করিল। ক্ষীর সর নবনী আনিয়া সকল যোগাইতে লাগিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শ্রীরাম গোপালকে দর্শনের জন্য লোক আসিতে লাগিল। এখানে এমন প্রভাব সৃষ্টি হইল যে লোকে খানাকুলে না গিয়া গোপালনগরে দলে দলে আসিতে লাগিল। অভিরাম অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু খানাকুলের সেবা অচলপ্রায় হইল দেখিয়া কানুকৃষ্ণের দ্বারা হরিদাসকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন তাহাকে বলিলেন, "তুমি গোপালনগর হইতে শ্রীরামগোপালকে লইয়া গৌরাঙ্গপুরে

অরণ্যে বাস কর।" হরিদাস শ্রীগুরু আজ্ঞা পালনের জন্য গোপালনগর হইতে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহদ্বয় লইয়া গৌরাঙ্গপুরে আসিলেন এবং পরে তথায় সেবানন্দে রহিলেন।

গৌরাঙ্গপুর - গৌরাঙ্গপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০এ বাসে গৌরাঙ্গপুরে যাওয়া যায়। এখানে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া শ্রীবাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"বাসু ঘোষের এইখানে গৌরাঙ্গপুর হয়।
যাদব সিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময় ॥

শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে যাদব সিংহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালীন যাদব সিংহ ঐ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। ঠাকুর অভিরামের অভিশাপে গুরুদেব সহ যাদব সিংহের অপঘাত মৃত্যু হয়। এই গৌরাঙ্গপুরে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীকমলাকর দাসের শ্রীপাট। নদীর ধারে কমলাকর দাসের সমাধি রহিয়াছে।

তথাহি - শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে -

"গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান ॥"

শ্রীগুরু আদেশে হরিদাস গোপালনগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে —

"গোপালনগর হৈতে যাহত উঠিয়া।
গোপালপুরেতে রহ নগর ছাড়িয়া ॥"

খানাকুলে হরিদাসকে ডাকিয়া অভিরাম এই বাক্য বলিলে হরিদাস গোপালপুরে আসিয়া শ্রীরামগোপালকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন প্রভুদ্বয় হরিদাসকে বলিলেন। যথা—

তথাহি - তত্রৈব

"পূর্ব্বাপর তাঁর লীলা কহনে না যায়।
নিজগুণ প্রকাশিবে হইবে সহায়॥
গৌরাঙ্গপুরেতে রহ বনাশ্রয় করি।
ইহাকে লইয়া চল কহি যে নির্দ্ধারি॥"

তখন হরিদাস প্রভুদ্বয় ও শ্রীগুরু আদেশক্রমে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহদ্বয় লইয়া গৌরাঙ্গপুরে বনাশ্রয়ে রহিলেন। গ্রামবাসীগণ আনন্দে প্রভুদ্বয়ের সেবার সুব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বনে অতিথি না পাওয়ায় হরিদাস দানী হইয়া পথে বসিয়া থাকিতেন। কোনক্রমে অতিথি পাইলে মহা সমাদরে আশ্রমে আনিয়া যথাযোগ্য সেবা করিতেন। এইরূপে কতদিন গৌরাঙ্গপুরে সেবা করিয়া পুনরাদেশে গৌরহাটিতে সেবা স্থাপন করিলেন।

গৌরহাটি—গৌরহাটি হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ তথা হইতে বাসে গৌরহাটি যাওয়া যায়। ঠাকুর অভিরামের আদেশে হরিদাস শ্রীরামগোপাল বিগ্রহদ্বয়ে লইয়া গৌরাঙ্গপুর হইতে গৌরহাটিতে আগমন করেন। গৌরাঙ্গপুরে বনাশ্রয়ে হরিদাসের কষ্ট দেখিয়া ঠাকুর অভিরাম পুনরাদেশ করিলেন। যথা—
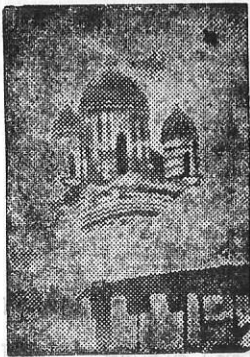
শ্রীরামগোপালদেবের মন্দির

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"আসনে বসিয়া তিঁহ বলেন বচন।
বনাশ্রম দেখি মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
শীঘ্রগতি হরিদাস শুনহ আসিয়া।
শ্রীরামগোপালে সেব নগরে যাইয়া॥
গৌরহাট গ্রাম এই নিকটে দেখিয়ে।
দুটি ভাই লয়ে চল সেবা নিয়োজিয়ে॥"

ঠাকুর অভিরাম শ্রীরামগোপালসহ হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং গৌরহাটি গ্রামে আগমন করিলেন। গ্রামবাসীগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা স্বজন জ্ঞানে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ দুইটিকে সেবা করিবে।" গ্রামবাসীগণ তখন বলিলেন, "আপনি সেবক রাখিয়া সেবা স্থাপন করুন, আমরা সেবার সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিব।" তখন ঠাকুর অভিরাম পুলীন ভোজন লীলারঙ্গে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহদ্বয়কে স্থাপন করিয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। তদবধি হরিদাস গৌরহাটি গ্রামে অবস্থান করিয়া সেবানন্দে মগ্ন রহিলেন। এখানে এখনও শ্রীপাট ও সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

গোমাঞি—গোমাঞি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীবল্লভ দাসের শ্রীপাট।

তথাহি - শ্রীকর্ণানন্দে—

"শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার।
গোমাঞি নিবাসী তিহো অনুরাগ সার॥"

গড়বেতা—গড়বেতা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিয়া বিষ্ণুপুর লাইনে মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুরের মধ্যবর্তী গড়বেতা ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও পুরুষোত্তম পণ্ডিতের পুত্র ঠাকুর কানাইর লীলাভূমি। ঠাকুর কানাই বোধখানা হইতে শেষ জীবনে আত্মীয় স্বজনগণের অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসীর বেশে গড়বেতায় আগমন করেন। সঙ্গে মাত্র ছয়-সাত মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি তথায় নির্জ্জনে একটি কুটীর নির্ম্মান করিয়া সেবানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দৈবে একদিন শিলাবতী নদীতে স্নান করিতে গমন করিলে জলমধ্যে কি যেন পাদস্পর্শ হইল। উত্তোলন করিয়া দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ কুমারের মৃতদেহ

তখন ঠাকুর কানাই করুণা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দান করিলেন। সংবাদ পাইয়া সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পিতামাতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পুত্রকে ঘরে লইবার জন্য বহু যত্ন করিলে পুত্র পিতামাতায় বলিলেন "যিনি আমার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, আমি তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিব।" তখন পিতামাতা অনন্যোপায় হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। এইভাবে বিপ্রসুত ঠাকুর কানাইর সেবক হইলেন। ঠাকুর কানাই তাহার নাম 'রামচন্দ্র' রাখিলেন। এই রামচন্দ্রের বংশধরগণ বর্ত্তমানে শ্রীপাটের গোস্বামী। ঠাকুর কানাই লীলারঙ্গে কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলেন। একদা রাসপূর্ণিমা দিবসে মহামহোৎসব করিয়া সযতনে বৈষ্ণবগণে সেবা করিলেন। উৎসবান্তে বৈষ্ণবগণকে বলিলেন, "আপনারা

॥ শ্রীকানু ঠাকুরের সমাধি মন্দির ॥

কি ভোজন করিতে বাঞ্ছা করেন।" কয়েকজন বৈষ্ণব আম্র ও কাঁঠাল ভক্ষণের বাঞ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর কানাই সেবক রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শিলাবতী নদীর তীরে গমন করিলেন। তখন শিলাবতীকে তরঙ্গে দুকূল প্লাবিত দেখিয়া নিজ উত্তরীয় নদীজলে ভাসাইলেন এবং তদুপরি আরোহণ করিয়া পরপারে গমন করতঃ এক আম্র বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অসময় হইলেও ঠাকুরের প্রভাবে বৃক্ষসকল ফলে পরিপূর্ণ। ঠাকুর তথা হইতে আম্র ও কাঁঠাল লইয়া স্বগৃহে আগমন করতঃ বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইলেন। তারপর আপনি সমাধিতে বসিলেন। এদিকে পরদিবস

॥ শ্রীকানু ঠাকুরের খুন্তি ॥

'ধাদকিয়া' গ্রামে বটবৃক্ষতলে এক গোপ ঠাকুর কানাইর দর্শন পাইলেন। ঠাকুর গোপের নিকট দধি দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন, আমার কুটীরে গিয়া শিষ্যের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বলিবে যে, আমি সমাধি লাভ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলাম আমার জন্য কেহ যেন শোক না করে। আমি যে স্থানে সমাধিস্থ আছি সেখানেই যেন আমায় সমাধি প্রদান করে।" এই বলিয়া ঠাকুর কানাই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তারপর গোপ ঠাকুরের কুটীরে আসিয়া শিষ্যগণ সমীপে সবিশেষ বলিলে শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করিতেই বুঝিলেন—ঠাকুর লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজ্ঞানুরূপ সেই স্থানে ঠাকুরের সমাধি অর্পণ করিলেন। অদ্যাপি সেই সমাধি বিরাজমান। তথায় তাঁহার সেবিত শালগ্রাম শিলাগুলিও 'আউশা বাড়ি' নামক ৩/৪ হস্ত পরিমিত হস্তের যষ্ঠি রহিয়াছে। যে স্থান হইতে আম্র কাঁঠাল আনয়ন করিয়াছিলেন সেই স্থানের "কীর্ত্তন মেলার বাগান" ও কানাই ঠাকুরের বাগান" নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সমাধি মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ

ঘোড়াঘাট—ঘোড়াঘাট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীবনমালী কবিরাজের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে—

"বনমালী কবিরাজ আর শাখা হয়।
ঘোড়াঘাটে করিলা তিঁহ সেবার আশ্রয়॥
একদিন মহোৎসবে দেখি অনুসার।
রঘুনন্দন বলি নারিকেল করিলা সুসার॥
হোরকী ঠাকুরাণী শাখা তাহার ঘরণী।
অভিশাপে সেবকে ভূত করিলা আপনি॥
গোপাল দাস সেবক তাঁর ভূতযোনি পাইয়া।
খণ্ডের বাড়িতে খরচ দিতেন আনিয়া॥

মহাপ্রসাদ খাইয়া বিদায় হইয়া যায়।
খণ্ডের সকল লোক সাক্ষাৎ দেখে তায়॥

রামচন্দ্র নামে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের এক শিষ্য ছিল। তিনি অজ্ঞাতসারে স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া পরে জ্ঞাত হন। তখন লজ্জাভিমানে সাত দিন লঙ্ঘন করিয়া ঠাকুর বাটীতে উচ্ছিষ্ট পাত চাটিলে ঠাকুর তাহাকে প্রহার করিলেন। মার খাইয়া রামচন্দ্র ঘোড়াঘাটে গমন করেন। তাঁহার স্পর্শে অনেকেই বৈষ্ণব হইল।

চ

চক্রশাল—চক্রশাল চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট। শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া, শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্তের প্রকট ভূমি।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

'চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

'চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে।
সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে॥

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশাল গ্রামের জমিদার ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অত্যদ্ভুত প্রেমগুণে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং 'প্রেমনিধি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্তের প্রকটভূমি সম্পর্কে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন। যথা—

'চাটিগ্রাম দেশে চক্রশাল গ্রাম হয়। সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়॥

যেই বংশে জনমিলা তুই ভাগবত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥'

চাতরাবল্লভপুর — চাতরাবল্লভপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ব্যাণ্ডেল রেলপথে শ্রীরামপুর ষ্টেশন। তথা হইতে দেড় মাইলের মধ্যে ও খড়দহের অপর পারে শ্রীপাট বিরাজিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত ও রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট। বঙ্গদেশ বিখ্যাত মাহেশের রথযাত্রা এই অঞ্চলে অবস্থিত। বারাকপুর হইতে কেষ্ট মুখুজ্জ্যের ঘাট পার হইলেই শ্রীরাধাবল্লভের ঘাট। শ্রীরাধাবল্লভেরই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের সেবিত।

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে —

'চাতরাবল্লভপুর খড়দহের পার।
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত আর॥
রুদ্র পণ্ডিতের সেবা রাধাবল্লভ নাম।
ভুবনমোহন রূপ অভিনব কাম॥'

বল্লভপুরের খেয়াঘাটের পার্শ্বেই শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের শ্রীরাধাবল্লভদেব ও চৌধুরীপাড়ায় শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের দেবালয় বিরাজিত। প্রভু বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক গৌড়ের রাজপ্রাসাদ হইতে আনীত তেলুয়া প্রস্তরখণ্ডে শ্রীরাধাবল্লভ দেব নির্ম্মিত হন।

চাকুন্দী—চাকুন্দী নদীয়া জেলায় অবস্থিত। অগ্রদ্বীপের দেড়ক্রোশ উত্তরে বিরাজিত। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী পাটুলী ষ্টেশন। তথা হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মভূমি। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কাটোয়াতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালীন প্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শ্রবণ করিয়া প্রেমে অভিভূত হন এবং প্রেমাবেশে পাগলের মত গঙ্গার তীরে তীরে 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' নাম বলিতে বলিতে চাকুন্দী গ্রামে

প্রবিষ্ট হন। গ্রামবাসীগণ তাঁহার গৌরনিষ্ঠা দর্শনে 'চৈতন্য দাস' নাম অর্পণ করেন। কতদিন পর চৈতন্য দাস পুত্র কামনায় সপত্নীক ক্ষেত্রধামে গমন করেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বর গ্রহণ করিয়া চাকুন্দীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাপ্রভু পৃথিবীর দ্বারা নিজ প্রেমশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়াতে সঞ্চার করেন। এইভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয়।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীচাকুন্দি নামে গ্রাম সুরধুনী তীরে।
তথাহি জন্মিলা বিপ্র চৈতন্যের ঘরে॥

চুনাখালি এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীনন্দকিশোর দাসের শ্রীপাট।

তথাহি — শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

চুণাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর॥"

জ

জলাপন্থ — জলাপন্থ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হরিশচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি। হরিশচন্দ্র রায় জলাপন্থের জমিদার ছিলেন। প্রথমে দস্যুকার্য্য করিতেন। শেষে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হইয়া জমিদারী ত্যাগ করতঃ উদাসী বৈষ্ণব হইলেন। ঠাকুর নরোত্তম তাহার নাম হরিদাস রাখিলেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
দুই পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুটি খায়॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা।
পরে 'হরিদাস' নাম তাহার হইলা॥

জাগেশ্বর— এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপ্পলাইর পাট।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপ্পলাই এই যে লিখিত॥"

জলুন্দী— শ্রীপাট জলুন্দী বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান বারাকরের মধ্যবর্তী খানা ষ্টেশন। খানা সাঁইথিয়ার মধ্যবর্তী বোলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে পালিতপুর রোড গামী বাসে বঙ্গচক্র (বেংচাতরা) নামিয়া ২ মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় গোপালের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

কাঁচরাপাড়া জন্মভূমি জলুন্দীতে বাস।
ধনঞ্জয় বসুদাম জানিবা নির্য্যাস॥

শ্রীধনঞ্জয় গোপাল এখানে শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীনৃসিংহ দেবের সেবা স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে তৎপৌত্র শ্রীকানুরামদাসের বর্ণন। যথা—

"অপূর্ব্ব জলুন্দীগ্রাম দেখিতে সুন্দর।
রাধাবিনোদের সেবা অতি মনোহর॥
প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যার।

*　　*　　*

*　　*　　*

জলুন্দীতে স্থাপেন বিনোদ নৃসিংহদেব॥
প্রভু নিত্যানন্দশীলা নৃসিংহদেবে।
ধনঞ্জয়ে সমর্পিলা দণ্ড মহোৎসবে॥"

প্রভু নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে দণ্ড মহোৎসবে নৃসিংহ শালগ্রাম শিলা ধনঞ্জয় পণ্ডিতকে অর্পণ করেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিত জলুন্দী গ্রামে শ্রীরাধাবিনোদ সেবা স্থাপন করিয়া তথায় নৃসিংহ শালগ্রামে স্থাপন করতঃ পুত্র

যদু চৈতন্য ঠাকুরকে সেই সেবা অর্পণ করেন। এবং তৎসঙ্গে সেবার বিধান প্রদান করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"জয় জয় রাধাবিনোদ গায় ভক্তগণ।
জলুন্দী হইল সাক্ষাৎ নব বৃন্দাবন॥
প্রভুর আদেশে সেবার বিধান করিল।
প্রেমেতে করিয়ে সেবা পুত্রে জানাইল॥
চৌদ্দ পোয়া উষ্ণ অন্ন মধ্যাহ্ন কালেতে।
সাধ্যমত ব্যঞ্জনাদি পায়স করিবে॥
বৈকালে শীতল দিবে ভিজান কলাই।
বারটি করিয়া খণ্ড সমর্পিবে তাই॥
নিশাকালে দুগ্ধসহ বার খণ্ড দিবে।
বিচিত্র শয্যায় বিনোদে শয়ন করাবে॥
প্রভাতে অর্চ্চনা সারি ফলাদির ভোগ।
চন্দন তুলসী দিবে মন্ত্রে মনযোগ॥
অতিথি সেবিবে সদা কায়বাক্য মনে।
অতিথি সেবনে ভক্তি লভে সর্ব্বজনে॥
কাঙ্গাল ভক্তের সেবা শুন বাছাধন।
জলুন্দীতে বিনোদ সেবা সর্ব্বজন॥"

এই জলুন্দী পাটে শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি সেবিত হইতেছিল। পরবর্ত্তীকালে যদুচৈতন্য ঠাকুরের চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন-কেদারে গিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। সেই সময় এই শ্রীনামব্রহ্ম শিলা-লিপি জলুন্দী পাট হইতে তথায় লইয়া যান। অদ্যাবধি পুরুলিয়ার বেগুন কেদারে শ্রীল প্রফুল্লকমল ঠাকুরের ভবনে সেবিত হইতেছেন। শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরের শ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি প্রাপ্তি বিষয়ে যদুচৈতন্য ঠাকুরের পুত্র

পদকর্ত্তা কানুরামের বর্ণন। যথা—

"ধনঞ্জয় সুত ঠাকুর শ্রীযত্নচৈতন্য।
নাম প্রেমদানে যিনি সর্ব্ব অগ্রগণ্য॥
কাঁদারা গ্রামেতে আইলা প্রভু বীরচন্দ্র।
শুনি দরশনে গেলা শ্রীযত্নচৈতন্য॥
মঙ্গল ঠাকুর আদি কবি জ্ঞানদাস।
যত্নরে পাইয়া সবার পরম উল্লাস॥
প্রভু বীরচন্দ্র যত্নরে করি আলিঙ্গন।
'এস এস' বলি কহেন মধুর বচন॥
রাঢ় দেশে উগ্র ক্ষত্রিয়গণের নিবাস।
নাম প্রেম দিয়া কর ভক্তির প্রকাশ॥

এত বলি খুলিলেন সম্পুট আপনি।
শিলালিপি নামব্রহ্ম দিয়া জয়ধ্বনি॥
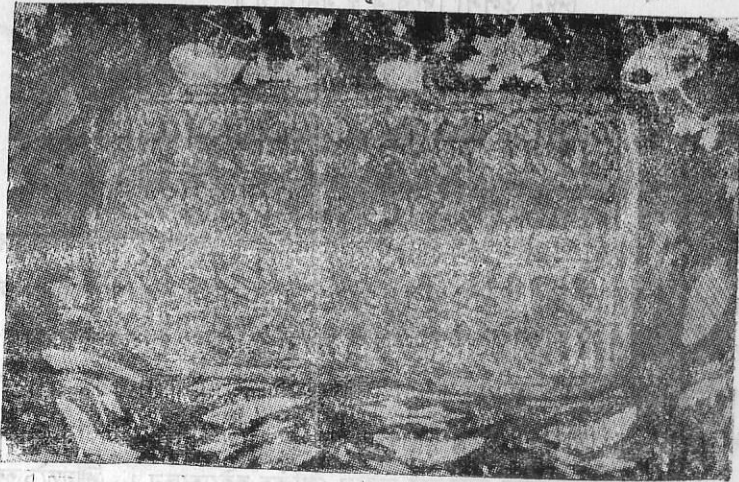
॥ শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ধর বাপ নামব্রহ্ম করহ প্রচার।
কলিহত জনগণে করহ উদ্ধার।
প্রভু বীরচন্দ্র কৃপা পাইয়া চৈতন্য।
কানুরাম গুণ গায় নিজে মানি ধন্য॥"

শ্রীপাট জলুন্দীর মন্দির সংলগ্ন পদকর্ত্তা শ্রীবিশ্বম্ভর ঠাকুরের সিদ্ধস্থান ও বিনোদ চুয়া পুকুর। গ্রামের প্রান্তভাগে বিনোদভাঙ্গা। সেখানে প্রতি বৎসর বিনোদের মেলা হয়।

জিরাট—জিরাট বলাগড় হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী জিরাট ষ্টেশন। এখানে প্রভু নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর শ্রীপাট। নন্যাপুরবাসী শ্রীমাধব আচার্য্যকে প্রভু নিত্যানন্দ নিজকন্যা শ্রীগঙ্গাদেবীকে সম্প্রদান করেন। তিনি জিরাট বলাগড় শ্রীপাট স্থাপন করেন। ষ্টেশন হইতে এক মাইল গঙ্গার দিকে শ্রীপাট বিরাজিত। তথায় শ্রীরাধা গোপীনাথ জীউর সেবা বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

জিরাট বলাগড় মাধব করে অবস্থান।

শ্রীরাধাগোপীনাথদেবের সেবা স্থাপন সম্পর্কে গোবর্দ্ধন দাসের পদের বর্ণনা—

শুভদিনে শুভক্ষণে, জামাতা কন্যার সনে,
বসুধা জাহ্নবা মাতা আইল।
হয়ে স্নেহ বশীভূত, নিজসেবা গোপীনাথে,
কন্যাস্থানে সমর্পণ কৈল॥
সুখসাগর গ্রামে স্থিতি, সেবা করে নিতি নিতি,
সুখের নাহি পারাবার।

গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নয়ন প্রেম গোপাল সূত্র,
এইরূপে করিলা নির্দ্ধার ॥

* * *

গোপাল বল্লভ স্থানে, জগদীশ কন্যাদানে,
বৈবাহিক সূত্রেতে গ্রথিলা।
গোপালের পুত্র চারি, রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি,
নামে যাঁর গঙ্গা পার কৈল ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ

দামোদর গোপীনাথ, দণ্ডেতে করিয়া সাথ,
তেঁতুলতলায় বাস কৈল।
কল্পবৃক্ষ বর্ত্তমান, প্রভুপাশ বিদ্যমান,
জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল ॥
সেই হতে এ পর্য্যন্ত, সেবা চলে গুণবন্ত,
ত্রিভুবনময় যার খ্যাতি ॥

জঙ্গলীটোটা—জঙ্গলীটোটা মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-বারহারওয়া রেলপথে ফারাক্কা হইয়া মালদহ লাইনে যাইতে হয়। মালদহ

ষ্টেশনে নামিয়া মালদহ টাউন হইতে তিন ক্রোশ দূরে শ্রীজঙ্গলীর শ্রীপাট বিরাজিত। অদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যোগেশ্বর পণ্ডিত স্ত্রীবেশ ধারণ করেন এবং 'জঙ্গলী' নামে খ্যাত হন। কতক দিবস শান্তিপুরে সীতাদ্বৈতের সেবা করার পর একদিন সীতা ঠাকুরাণী জঙ্গলীকে বলিলেন, তুমি অরণ্যে গিয়ে 'শ্রীচৈতন্য' নাম জপ কর। তথায় হরিদাস নামে এক গৃহস্থের পুত্র গোচারণে আসিয়া তোমার শরণ লইবে। তাহার মাধ্যমে তোমার গণের প্রচার হইবে। সীতাদেবীর আজ্ঞা পালনের জন্য জঙ্গলী অরণ্যবাসী হইলেন।

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—

"গৌড় নিকট হএ নির্জ্জন এক বন।
ব্যাঘ্র ভালুক রহে বড়ই দুষ্টজন ॥
মনুষ্য না যায় তথা দশ বিশ জনে।
এথা গেলে পুন না আইসে ভুবনে ॥
সেই বনে রহেন যাইয়া এক কোঠা করি।
নির্জ্জনে করে সেবা মনেতে আচরি ॥"

এইরূপে জঙ্গলী অরণ্যে স্ত্রীবেশে অবস্থান করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। সহসা কয়েকজন ব্যাধ শিকার করিতে আসিয়া দেখিল যে একটি স্ত্রীলোক গভীর অরণ্যে বৃক্ষ আবর্ত্তন করিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে বৈরাগী বেশে দর্শন করিয়া ব্যাধগণ অত্যাশ্চর্য্য মনে জঙ্গলীর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। তাহারা গৌড়ের পাতসাহ সমীপে এই সংবাদ দিলেন। পাতসাহ শিকার ছলে আসিয়া পিপাসার্ত্ত অবস্থায় জঙ্গলীর সমীপে উপনীত হইলেন এবং জঙ্গলীর সমীপে জল প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গলী এক করেয়া জলে সকলকে তৃপ্ত করিলেন। তখন পাতসাহ তাহার স্ত্রীত্ব নিরূপণ করিবার জন্য গ্রাম হইতে একটি স্ত্রীলোককে আনয়ন করিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি জঙ্গলীর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ঋতু অবস্থা নিরীক্ষণ করিল। পুনর্ব্বার তাঁহার পুরুষ দেহ দেখিয়া পাতসাহ সবিস্ময়ে চরণে

পড়িলেন এবং বলিলেন, আপনি আমার সমীপে যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন। তখন জঙ্গলী বলিলেন —

তথাহি — শ্রীপ্রেম বিলাসে—

"জঙ্গলী কহে এই বন মোরে কর দান।
শুনিয়া পাতসাহ হৈল প্রফুল্লিত মন॥
লোক লাগাইয়া রাজপুরী নির্ম্মাইল।
'জঙ্গলী কোঠা' নাম স্থান প্রসিদ্ধ হইল॥"

এইভাবে জঙ্গলী দেবী তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

কিছুদিন গত হইলে এক গৃহস্থের পুত্র গোচারণে আসিয়া জঙ্গলীর শরণ লইলেন। সেই পুত্র জঙ্গলী সদৃশ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া রহিল। জঙ্গলী তাহার নাম 'হরিপ্রিয়া' রাখিলেন। গৃহস্থ বহু চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে গৃহে লইতে পারিলেন না। সহসা সসৈন্য সুবা তথায় উপনীত হইলে গ্রামবাসীগণ অভিযোগ করিল যে জঙ্গলী কি মন্ত্র দিয়া এই গৃহস্থের পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তখন সুবা জঙ্গলীকে উলঙ্গ করিবার জন্য খাদিমকে হুকুম করিল॥ খাদিম যতই বস্ত্র টানে ততই বস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। সুবা উলঙ্গ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইলেন। অমনি সুবার মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সুবা জঙ্গলী চরণে ক্ষমা চাহিয়া অব্যাহতি পাইলেন। তখন জঙ্গলীর মহিমা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। পাণ্ডুয়া মোকাম হইতে এক ফকির দেওয়ানকে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া নিজে রাঙ্গা ছড়ি হস্তে ধারণ করতঃ জঙ্গলী সমীপে উপনীত হইলেন। সঙ্গে বহুত ফকির আসিল। জঙ্গলী সবাইকে বিছানা ও খাদ্য অর্পণ করিয়া যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। দেওয়ান জঙ্গলীকে বলিল আপনি ব্যাঘ্র ধরুন, আমি গিয়া আসনে বসিব। জঙ্গলী শিষ্য হরিপ্রিয়াকে আদেশ করিল "তুমি ব্যাঘ্রটিকে কর্ণে ধরিয়া রাখ।" হরিপ্রিয়া ব্যাঘ্রের কর্ণ ধরিয়া অতি উচ্চ করতঃ দ্বাদশ পাক ঘুরাইলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। এইরূপে জঙ্গলীটোটা পাটে সশিষ্য জঙ্গলী অপ্রাকৃত লীলার

প্রকাশ করিয়া উক্ত স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করিলেন।

ঝ

ঝামটপুর—ঝামটপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়ার এক ষ্টেশন পরে ঝামটপুর বহরান ষ্টেশন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সালার লোকালে ব্যাণ্ডেল হইয়া ঝামটপুর বহরান নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে দেড় মাইলের মধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট। একদা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনে মীনকেতন রামদাস আগমন করিলে তাহার ভ্রাতা তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন না। কারণ প্রভু নিত্যানন্দের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। এই বার্ত্তা শুনিয়া মীনকেতন ক্রোধে বংশী ভাঙ্গিয়া গমন করিলে কবিরাজের ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইল। সেই রাত্রের প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে ভুবনমোহন রূপে দর্শন দিয়া বৃন্দাবন গমনের নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিল নিত্যানন্দ রাম॥"

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে গমন করতঃ রাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীর সমীপে অবস্থান করিলেন।

অদ্যাপি শ্রীপাট ঝামটপুরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, কুলাদি দেবতা মদনমোহন, হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রভৃতি স্মৃতি বজায় রহিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অত্যুজ্জ্বল মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

ট

টেঞা বৈদ্যপুর—টেঞা বৈদ্যপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত।

কাটোয়ার নিকট ঝামটপুরের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত পদকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণবদাসের শ্রীপাট।

টগরা — মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে C-S-T-C পাঁচথুপী বাসে আসিতে হইবে। শিয়ালদা ষ্টেশন হইতে বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে নামিয়া বহরমপুর—পাঁচথুপী বাসে টগরা ষ্টপেজে নামিতে হইবে। বর্দ্ধমান-পাঁচথুপী বাসে টগরা ষ্টপেজে নামিলেই শ্রীপাট। মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপীর অতি সন্নিকটে টগরা নামক এক পল্লীতে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ছোট হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশীয় ঘোষ নামে এক রাজা ভূম্যাধিকারী 'টগর' ফুলের বন কাটিয়া পুরা সম্পদে সমৃদ্ধ এক পল্লীর পত্তন করেন। পূর্ব্বনাম ছিল শঙ্করপুর। ছোট হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট স্থানটি যে স্থানে ছিল, তাহা এতদঞ্চলে 'বাগান বাড়ীর ঠাকুর বাড়ী' নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে শ্রীপাট স্থান সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ছোট হরিদাস ঠাকুর ভরদ্বাজ গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রজের হাবকণ্ঠি সখীই গৌরাঙ্গ লীলায় ছোট হরিদাস নামে অবতীর্ণ হন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশেই ছোট হরিদাস ঠাকুর বর্ত্তমনে 'শ্রীখোল' যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তাঁহার শ্রীপাট স্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে এই বিগ্রহ মুর্শিদাবাদে টেঁয়া গ্রামের ঠাকুরের বংশধরদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়া ক্রমে মন্দির নির্ম্মানকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ত

তড়া আঁটপুর—হুগলী জেলার অবস্থিত। হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল ষ্টেশনে নামিয়া ২০নং বাসে আঁটপুর সাইকেলের দোকান ষ্টপেজে নামিতে হয়। ধর্ম্মতলা হইতে আঁটপুর ষ্টেটবাসে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীপরমেশ্বর দাসের শ্রীপাট। শ্রীজাহ্নবাদেবীর আদেশে শ্রীনয়ন ভাস্কর নির্মিত শ্রীরাধারাণীর শ্রীমূর্ত্তি লইয়া পরমেশ্বর দাস বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ দেবের বামে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া খড়দহে আসিলে জাহ্নবাদেবী বলিলেন "তুমি তড়া আঁটপুরে গমন করিয়া শ্রীরাধা-গোপীনাথ মূর্ত্তি স্থাপন কর।" তখন জাহ্নবার আদেশে পরমেশ্বর দাস তথায় সেবার প্রকাশ করিয়া সেবানন্দে অবস্থান করেন। স্বয়ং জাহ্নবাদেবী গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

তথাহি—ভক্তি রত্নাকরে—

"ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বর দাসে কহে ধীরে ধীরে॥
তড়া আঁটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥
শ্রীঈশ্বরী আগমন করিলা সেই গ্রামে।
হৈল যে উৎসব তা দেখিল ভাগ্যবানে॥"

তমলুক—তমলুক মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া-খড়গপুরের মধ্যবর্তী মেছদা কিংবা পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে তমলুকে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তা শ্রীমাধব ঘোষের শ্রীপাট। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের কিছুকাল পরে শ্রীমাধব ঘোষ এখানে আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"তমলুকে মাধব ঘোষের দেবালয়।
হরিবিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল গমন পথে তমলুকে পদার্পণ করেন।

তথাহি — শ্রীমুরারি গুপ্ত কড়চা—

"তমোলিপ্তে মহপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদগুরুঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নানো দদর্শ মধুসূদনম্॥"

তথাহি — শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—মধ্য খণ্ড—

"তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
তমলুকে উত্তরিল মহাপুণ্য ক্ষেত্রে॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত কন॥

তমলুক সহরেই অদ্যাপি শ্রীমাধব ঘোষের দেবালয় বিদ্যমান। কিন্তু শ্যামানন্দ প্রকাশ মতে তমলুকে বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন করে। শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের অষ্টম দশায় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন বিষয়ক বর্ণন—

পূর্ব্বে মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথে গেলা।
বাসুদেব ঘোষ শুনি মহাদুঃখী হৈলা॥
পত্নীরে লইয়া ঘোষ নেত্রে পট্ট বাঁধি।
হা হা প্রভু কোথা গেল, বলে কাঁদি কাঁদি॥
আর প্রাণ না রাখিব তাঁরে না পাইয়া।
শ্রীক্ষেত্রে মহোদধিতে ঝাঁপি দিব গিয়া॥
এত বলি পতি পত্নী উপবাস কৈল।
মহাপ্রভু তাঁর মন অন্তরে জানিল॥

বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরগত প্রাণ।
গৌরলীলা বর্ণিয়াছে তাহার প্রমাণ॥
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে।
মাটি খোঁড়ে নিজ দেহ দিবে বিসর্জ্জনে॥
অদ্যাপিহ নরপোতা সর্ব্বলোকে কয়।
অভয় বরদ গিয়া মহাপ্রভু রয়॥

বাসুদেব ঘোষের সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ।

তবে রাত্রে বালরূপ হইয়া আইলা।
পট খুলি দেখ মোরে বলি আজ্ঞা কৈলা॥

ঘোষ কহে কহো তুমি তোমা নাম কোন।
তবে কহে প্রভু মোর নিমাই নাম॥
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে।
নিশ্চয় মানব আপে পট খুলি যাবে॥
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা।
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিলা॥
বলে কোথা ছিলে আমায় ছাড়িয়া।
দরিদ্র ধন পায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া॥
এত বলি ক্রোড়ে ধরি হৃদে লাগাইলা।
প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিলা॥
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে সুদয়া।
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা।
এত শুনি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈলা॥
সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিলা॥

এই শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসুদেব ঘোষের স্নেহবদ্ধ হয়ে তমলুকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্যামানন্দ যখন তথায় গেলেন সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ এক সন্ন্যাসীর অত্যাচারের ভয়ে মির্জ্জাপুরে এক ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু শ্যামানন্দ তমলুকের রাজায় কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া সন্ন্যাসীকে ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া মির্জ্জাপুর হইতে শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করতঃ তমলুকে স্থাপন করেন।

প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ শ্রীগুরু আদেশে গৌরাঙ্গের সন্ধান করিতে করিতে মির্জ্জাপুরে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের সন্ধান পাইলেন।

কন্যা বলে এই কুঁড়িয়াতে আছে রয্যা।
হেঁসের ভিতরে সুস্থে আছেন শুইয়া॥
শ্যামরসিক মুরারী কুঁড়িয়াতে গেলা।
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞা হেঁস খুলাইলা॥

নবচৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল।
বিনীত করিয়া বহু প্রণতি করিল॥

এইভাবে রসিকানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধান পাইয়া প্রভু শ্যামানন্দে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। শ্যামানন্দ রাজাকে কহিলে রাজা সসৈন্যে মির্জ্জাপুরে গিয়া শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করতঃ তমলুকে নরপোতায় স্থাপন করেন এবং খেতুরীর মহোৎসবের ন্যায় মহামহোৎসব করেন।

"খেতুরীর মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথা করিল আলয়॥
নরোত্তম আজ্ঞাতে রসিক মুরারী।
তৈছে আয়োজিল তেঁহ সাক্ষাৎ অবতরি॥
তাম্রলিপ্ত নরপোতায় তৈছে মহোৎসব।
শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূর্ব্ব॥"

তকিপুর—তকিপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়ার নিকট বেলগ্রামের সমীপে। এখানে খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের শিষ্য গোপাল দাসের পাট। তাঁহার শ্রীখণ্ডে বাড়ী ছিল। তকিপুর গিয়া অবস্থান করেন। ব্রহ্মদৈত্য ভয়ে সে বাড়ীতে কেহ থাকিত না। তিনি প্রসাদ প্রদানে সেই ব্রহ্মদৈত্যকে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসীগণ তাহা দর্শন পায়।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে—
"গোপালিকা নামে সখী ছিল গোপকুলে।
গোপাল দাস ঠাকুর সব খণ্ডে বলে॥
* * *
খণ্ডে বাটি তকিপুর গ্রামেতে আশ্রয়।
কেহ ব্রহ্মদৈত্য ভয়ে সে বাটিতে নাহি রয়॥
সেই দৈত্যে প্রসাদ দিয়া মুক্ত করিলা।
গ্রামের সকল লোক প্রত্যক্ষ দেখিলা॥

এখানে এখন শ্রীগোপাল সেবা রহিয়াছে। রামনবমীতে উৎসব হয়।

তালখড়ি – তালখড়ি বর্ত্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় মাগুরার অন্তর্গত। যশোহর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে সীমাখালি। তথা হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে তালখড়ি গ্রাম। অথবা যশোহর ঝিনাইদহ লাইট রেলে শিবনগর ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ছয় ক্রোশ। এখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও তৎপুত্র শ্রীলোকনাথ প্রভুর প্রকট ভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বঙ্গদেশে গিয়া শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর ভবনে পদার্পণ করেন।

তথাহি – ভক্তিরত্নাকরে—

"যশোর দেশেতে তালখেড়া গ্রামে স্থিতি।
মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥

দ

দণ্ডেশ্বর—দণ্ডেশ্বর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ধারেন্দার সমীপস্থ গ্রাম। এখানে প্রভু শ্যামানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের আবাস ছিল। পরে উৎকলে গিয়া বাস করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে –

"গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।
যথা পূর্ব্বে কৃষ্ণ মণ্ডলের বাসস্থান॥
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।
কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস॥
যেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন।
শ্যামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন॥"

ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ উৎকলের পথে প্রভু শ্যামানন্দ দণ্ডেশ্বরের গ্রামে আগমন করেন। গৃহত্যাগ কালে প্রভু শ্যামানন্দ গঙ্গাস্নান যাত্রীগণের সঙ্গে দণ্ডেশ্বর হইতে অম্বিকাতে আগমন করেন।

তথাহি তত্রৈব—

"দণ্ডেশ্বর গ্রামে পিতামাতার সাক্ষাতে।
বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা গ্রামেতে॥

দ্বীপাগ্রাম—দ্বারহাটা বা দ্বীপাগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে শেওড়াফুলী হইয়া তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল ষ্টেশন। তথা হইতে ৯ বা ১০নং রুটে বাস (বেনারস রোড়) অহল্যাবাঈ রোড়ে গঙ্গার মোড় নেমে বাস পরিবর্ত্তন করতঃ ১৬নং দক্ষিণেশ্বর-চাপাডাঙ্গা দ্বীপা রথতলা নেমেই শ্রীমন্দির। ধর্ম্মতলা বিষ্ণুপুর বাসে যাওয়া যায়। এখানে সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানে শ্রীপাট প্রকাশ উৎসব উপলক্ষ্যে রথযাত্রার দিন হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত ৯ দিন যাবৎ লীলাগান ও বিরাট মেলা হয়। দোলের পর দ্বিতীয়াতে দোল উৎসব হয় ঐ সময় অপ্রাকৃত কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ইহার দর্শনে বহুলোক সমাগম হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য কৃষ্ণানন্দ অবধূতের শ্রীপাট বিরাজিত। অভিরামের আদেশে কৃষ্ণানন্দ দ্বীপাগ্রামে শ্রীগোপাল সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি – শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"দ্বীপাদ্বারহাটা ইবে করহ গমন।
সেখানে গোপাল সেবা করহ স্থাপন॥
তাঁহা হৈতে পাইবা তুমি অমূল্য রতন।
স্থাপন করি গোপালে করহ সেবন॥"

অভিরাম এই বাক্য বলিলে কৃষ্ণানন্দ বলিলেন, আপনি তথায় গমন করিয়া সেবা স্থাপন করুন। তখন ঠাকুর অভিরাম আসিয়া গ্রামবাসী-দিগকে আহ্বান করিলেন এবং সবার সহযোগিতাক্রমে শ্রীগোপাল মূর্ত্তি স্থাপন করতঃ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। পর দিবস প্রভাতে কৃষ্ণানন্দ নিবেদন করিলেন যে প্রভু আমার মত অস্পর্শীকে যখন নিজগুণে করুণা করিলেন তখন কৃপাশক্তির এক নিদর্শন রাখুন। তখন অভিরাম ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"তখন শিষ্যের মর্ম্ম জানিয়া গোঁসাই।
সে দন্ত ধারণ কাটি পুতিলেন তথাই॥
দিব্য আম্রতরুবর দুই শাখা হৈলা।
দেখিতে দেখিতে শাখা বাড়িতে লাগিলা।
ইহা দেখি সবাকার হইল বিস্ময়।
কৃষ্ণানন্দ অবধূত আনন্দ হৃদয়॥

এইভাবে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া ঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণানন্দ অবধূতকে দ্বারহাটায় শ্রীগোপালদেবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

দেউলি দেউলি বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বল্লভের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দেউলি গ্রাম নিবাসী।

শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ও শ্যামানন্দসহ ব্রজধাম হইতে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিলে রাজচরগণ গ্রন্থ অপহরণ করে। আচার্য্য বিরহে বিহ্বল হইয়া গ্রন্থ অন্বেষণে দশদিন নগর ভ্রমণ করিলেন। একদা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন। সেই সময় এক ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আচার্য্য তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয়।
নদী পারে অর্দ্ধ ক্রোশ মোর বাসা হয়॥"

তারপর তিনি বলিলেন আমার নাম কৃষ্ণবল্লভ। নদীপারে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দেউলি গ্রামে আমার বাস। কৃষ্ণবল্লভ রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন।

আচার্য্য তাহার মুখে গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া, তাহার আহ্বানে তাহার ভবনে গমন করিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণবল্লভকে শিষ্য করেন এবং দেউলি গ্রামে কৃষ্ণবল্লভ ভবনে অবস্থান করিয়া ভক্তিগ্রন্থ উদ্ধার করেন।

দেনুড়—দেনুড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—বর্দ্ধমান মেইন লাইনে মেমারি ষ্টেশনে নামিয়া পুটশুড়ি বাসে আসিয়া, পুটশুড়ি হইতে শ্রীপাট দেড় মাইল। বর্দ্ধমান-পুটশুড়ি, কালনা পুটশুড়ি, কাটোয়া-পুটশুড়ি নবদ্বীপ পুটশুড়ি বাস পাওয়া যায়। এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এই স্থানে বসিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৪৯৫ শকাব্দে "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দেনুড় অবস্থান সম্পর্কে শ্রীপাট দেনুড় হইতে ১৩৭১ সাল ২৪শে জৈষ্ঠ তারিখে প্রচারিত পুঁথি উদ্ধৃত বচন। যথা—

"রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইলা শেষে দেনুড়া আসিয়া॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্যলীলা।
শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন এখন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলাম যখন॥
গোপীনাথ আর ভক্ত রাম হরিদাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভু পাশ॥
ভক্তি করি প্রভুরে সবে প্রণাম করিলা।
হরিনাম গাহি তবে নাচিতে লাগিলা॥
ভোজনাদি শেষ করি মুখ শুদ্ধি তরে।
হরিতকী মাগিলেন নিত্যানন্দ মোরে॥

পূর্ব্বের সঞ্চিত এক হরিতকি লৈয়া।
প্রভুর শ্রীকরে মুঞি দিলাম ভাঙ্গিয়া॥
হাসি প্রভু বলে তুমি রহ এই স্থান।
এথা রহি গাও তুমি চৈতন্য গুণগান॥
প্রভুরে দেখিবে হেথা না হইও চঞ্চল।
এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল॥
প্রভুর বিগ্রহ এই করহ স্থাপন।
বিগ্রহে প্রভুরে সদা পাবে দরশন॥
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞি অল্পজ্ঞান।
লিখিলা এ গ্রন্থ তাঁর পদ করি ধ্যান॥
চৌদ্দ শত সাতান্ন শকের গণন।
নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈলা সমাপন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ পঁহুজান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।

১৪৫৭ শকাব্দের পূর্ব্বেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেনুড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

দেবগ্রাম দেবগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। নলহাটি আজিম গঞ্জ রেলপথে সাগরদীঘি ষ্টেশন হইতে হিরোলা যাজিগ্রামের নিকট দেবগ্রাম অবস্থিত। কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী খাগড়াঘাট ষ্টেশন হইতে বাসে বহরমপুর। তথা হইতে ২/৩ মাইল পথ। এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের জন্মস্থান।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ে—

তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।
যাঁর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময়॥
জন্ম ঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির সমান।
ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হৈল অন্তর্দ্ধান॥

বালক দেখিয়া সুখ বাড়িল সবার।
মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার॥
দেবগ্রামবাসী লোক সতত আসিয়া।
বক্ষে করি রাখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া॥

দোগাছিয়া—দোগাছিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে মুড়াগাছা ষ্টেশন। তথা হইল তুই মাইল দূরে বড়গাছির নিকট অবস্থিত। কৃষ্ণনগর শহর হইতে তুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অঞ্জনা নদীর তীরে অরস্থিত। কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে কিছু পাকা ও কিছু কাঁচা পথে রিক্সাযোগে যাওয়া যায়। এখানে প্রভু নিত্যানন্দ পার্ষদ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাসের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"দোগাছিয়া গ্রামেতে বলরাম দ্বিজবর"

ইহা প্রভু নিত্যানন্দের বিহারভূমি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দ দোগাছিয়া গ্রামে বহু লীলা করেন।

ধ

ধারেন্দা বাহাদুরপুর—ধারেন্দা বাহাতুরপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে বাসে কলাইকুণ্ডায় নামিয়া এক মাইল রিক্সায় যাইতে হয়। এখানে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দের জন্মভূমি।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"ধারেন্দা বাহাতুরপুর পূর্ব্বা স্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি॥"

এখানে বহু শ্যামানন্দ পরিকরের বিহারভূমি। ভীমশীরিকর, রসময়, বংশী, মথুর, রসিক মঙ্গল গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপীজনবল্লভ প্রভৃতির প্রকট-ভূমি। প্রভু শ্যামানন্দের আদেশে রসিকানন্দ প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধারেন্দায় রসময়ের ভবনে পদার্পণ করেন। তথায় চার মাস অবস্থান করিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাসের মাধ্যমে ধারেন্দাবাসীগণকে ধন্য করেন এবং বহু ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়া পরম বৈষ্ণব করেন। রসিকানন্দ কুড়ি বৎসর বয়সে ধারেন্দার প্রতাপী রাজা ভীমশীরিকরকে ত্রাণ করেন। ভীমশীরিকর রসময়ের মাতামহ।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"একদিন সভা করি ভীমশীরিকর।
বসিলেন আপনার গৃহের ভিতর॥
সেইখানে রসিক সগোষ্ঠি করি সঙ্গে।
ভীমশীরিকরে গিয়া সম্ভাষিল রঙ্গে॥

ভীমশীরিকর চরম বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব বেশধারী রসিকানন্দকে দেখিয়া তিনি অগ্নিসম জ্বলিয়া উঠিলেন। বহু বাকবিতণ্ডার পর রাজসভায় রাজপণ্ডিতগণের সঙ্গে রসিকানন্দ শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে রাজপণ্ডিতগণ পরাভূত হইলে রাজা রসিকের চরণে শরণ লইলেন। রসিকের কৃপা প্রভাবে দস্যুরাজ মহাভাগবত হইলেন। তারপর রসিকানন্দ রসময়ের গৃহে স্বসেবিত শ্রীগোপীবল্লভদেবের বিবাহ অনুষ্ঠান করিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"আপনার নিজালয়ে, শ্রীগোপীবল্লভ রায়ে,
মন কৈল বিভার কারণ॥
কারিগর আনাইয়া, ঠাকুরাণী প্রকাশিয়া,
বিভার সামগ্রী কৈল তথা॥
রসময় বংশী ঘরে, কৈল দ্রব্য উপহারে,
সবাকারে কহে বিভা কথা॥"

রসময়ের ঘরে তিনদিন মহোৎসব হইল। রসময় অধিবাস করাইয়া ঠাকুর গৃহে আনিলেন। রসিকানন্দ বিবাহকার্য্য সমাপন করতঃ শ্রীগোপী-বল্লভদেবকে প্রেয়সীসহ স্বভবনে লইয়া গেলেন। সকলেই যুগল মূরতি দর্শনে মোহিত হইল। ধারেন্দায় প্রভু শ্যামানন্দের শ্রীশ্যামরায় বিরাজিত। প্রকট বিহারকালীন প্রভু শ্যামানন্দ যে সকল স্থানে মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীশ্যামরায়কে লইয়া গিয়াছেন। অম্বিকা হইতে ঠাকুর হৃদয়ানন্দ স্বশিষ্য শ্যামানন্দের প্রভাব শুনিয়া ধারেন্দায় আগমন করেন এবং শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দকে অশেষ কৃপাশীষ প্রদান করেন।

ধামাশ—ধামাশ বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বর্দ্ধমান রেল-পথে শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া বড়শুল বাসে বড়শুল নামিবে। বড়শুল হইতে দামোদর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। বড়শুল হইতে ধামাশ ৫/৬ কিঃ মিঃ পথ হবে। এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"ধামাশের রামচন্দ্র তপোবনে বাস॥"

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে—

"ধামাশে নিবাস বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর।
রামচন্দ্র নামে খ্যাত অতি সুকুমার॥"

রামচন্দ্র ধামাশ হইতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীরামাই পণ্ডিতের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর রামাই পণ্ডিতের আদেশে রামচন্দ্র উদাসীন হইয়া পশ্চিম দিকে গমন করতঃ দামোদর পার মল্লভূমিতে এক তপোবনে উপনীত হইলেন। সেই বনে অবস্থানকারী তাঁহার মাতুল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তাহাকে বিবাহ করাইলেন। রামচন্দ্র তথায় বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ—শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে শিয়ালদহ হইতে কৃষ্ণনগর নামিয়া ছোট গাড়ীতে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে নদী পার হইয়া শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ। হাওড়া হইতে বারহাওয়া লাইনে নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিতে হয়।

এখানে কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটভূমি। কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রজরাজ নন্দন মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধামময় নবদ্বীপস্থ মায়াপুর নামক স্থানে বিপ্ররাজ জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবীর উদরে ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমাযোগে প্রকট হন।

তথাহি—শ্রীজৈমিনী ভারতে—

স্বর্গ নদী তীরস্থিত নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজাত্মরূপে জন্মিষ্যামি দ্বিজালয়ে॥

তথাহি শ্রীউদ্ধাম্নায় তন্ত্রে—

অবতারং বিদং কৃত্বা জীব নিস্তার হেতুনা।
কলৌ মায়া পুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুত॥

এই নবদ্বীপ মহিমা শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনরহরিদাস বর্ণন করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১২ তরঙ্গে—

"ভারতবর্ষ ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়।
বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণু পুরাণে নিরূপয়॥"

তথাহি—শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—(২/৩/৬-৭)

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশায়ম।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণ গভস্তিমান॥
নাগদ্বীপ স্তথা সৌম্যে গন্ধর্ব্বস্তথা বারুণং।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপ সাগরসম্ভূতঃ।
যোজনানাং সহস্রস্তু দীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।
সাগরসমভৃত ইতি সমুদ্র প্রান্ত বর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যা।
নবমস্যাস্য পৃথঙনানাকথনাং নাম্নাপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে॥

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণু পুরাণে প্রচার।
সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ায়॥

* * *

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে॥
শ্রবন কীর্ত্তন আদি নববিধ ভক্তি।
দেখহ শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্দে প্রহ্লাদের উক্তি॥

— — —

কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে॥
দ্বীপনাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্য দ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভুপ্রিয় শিব শক্ত্যাদি শোভে সদায়॥

তথাহি—প্রাচীনৈরুক্তং—

ধোয়ৎ মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিতাং বিভ্রাজজ্জাহ্নবী তটে॥
শিরপঞ্চ স্থিতং শক্তি সহিতং ভক্তিভূষিতং।
তন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপ দিব্যমনোহরং॥
তৎপঞ্চ রোজনং কেচিদদন্তি ক্রোশ ষোড়শং।
মারাপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদগৃহঃ॥

* * *

পূর্ব্বাবতারে যে ধামে যে যে লীলা।
গুপ্ত নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপ ধামে যে বিহার।
সেরূপ বিহারে সদা শচীর কুমার॥
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ লীলা।
যারে জানাইল প্রভু সেই সে জানিলা॥
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্র বদনে তার অন্ত নাহি পায়॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে॥
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥
নবদ্বীপ ধাম পদ্ম পুষ্পপ্রায় রীত।
ক্ষণেক সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তারে দূর নাহি স্ফুরে॥
আনয়ে অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন তানে।
অল্প স্থান বিস্তার তা কেহো নাহি জানে॥
সর্ব্ব প্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয়॥"
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায়॥

যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর॥

নবদ্বীপের নামকরণ ঈশান ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজকে দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত রহিয়াছে। তদনুকরণে উল্লেখিত হইল।

অন্তদ্বীপ—শ্রীঈশান দাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র সমভিব্যাহারে মায়াপুর হইতে অন্তদ্বীপে প্রবেশ করিলেন। ব্রজে গোবৎস্য হরণে অপরাধী ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিলেও আত্মগ্লানি পরবশ হইয়া ব্রহ্মা আপনার মোচন উদ্দেশ্যে আগত চৈতন্য অবতার চিন্তা করিয়া নবদ্বীপে আতোপুর নামক স্থানে গৌরাঙ্গ চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু গৌরাঙ্গ দর্শন প্রদান করিতে ব্রহ্মা স্তব আরম্ভ করিয়া বলিলেন; "তোমার অবতারকালে আমায় নীচকুলে জন্মাইয়া তোমার নামগানে প্রমত্ত রাখিবে। পূর্ববৎ মায়াবদ্ধ করিবে না। পরিশেষে চৈতন্যতত্ত্ব জানিতে চাহিলে গৌরাঙ্গদেব সমস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি এই স্থানের নাম অন্তদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সীমন্তদ্বীপ—তারপর সিমুলিয়া গ্রামে যান। তাহাই সীমন্তদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একদা কৈলাসে শঙ্কর গৌরাঙ্গ চিন্তা করিয়া তাঁহার পার্ষদ বর্গের নাম উচ্চারণ করতঃ নৃত্যাবিষ্ট হইলে কম্পিত কৈলাস গিরি পার্বতী সমীপে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। বার্ত্তা শুনিয়া পার্বতী শঙ্কর সমীপে আসিলেন। শঙ্করের ভাবে শঙ্করীও ভাবিত হইলেন। নৃত্যাবসরে ব্যাঘ্রচর্মাসনোপরি একাসনে উপবীষ্ট হইয়া পার্বতী নৃত্যরহস্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর সমস্ত বর্ণন করিয়া প্রসঙ্গে বলিলেন এই অবতারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সবার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া সর্ব অবতারের ভক্তগণকে প্রেম প্রদানে অভিলাষ পুর্ণ করিবেন। এই বার্ত্তা শুনিয়া পার্বতী লোভাকৃষ্ট মনে নবদ্বীপের এই স্থানে আসিয়া গৌরাঙ্গদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর প্রেমবশে প্রভু গৌরাঙ্গ স্বরূপে দর্শন প্রদান করিলেন।

অভূতপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শনে ভাবাবিষ্ট পার্বতী স্তব সহকারে বলিলেন, পূর্বে তোমার ভক্ত চিত্রকেতু রাজাকে অযথা অভিশাপ প্রদান করিলেও সে আমার স্তব করিল। কিন্তু আমার এই অপরাধের ক্ষমা কি উপায়ে পাইতে পারি তাহার বিধান করুন।" প্রভু বলিলেন, "তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" গৌরাঙ্গ অন্তর্ধানে দেবী প্রভুর পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিলেন। সেই হেতু এই স্থান সীমন্ত দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

গোদ্রুম – তারপর গাদিগাছা গ্রামে এলেন। গাদিগাছা গ্রামই গোদ্রুমদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। একদা দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আপনার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা বাক্য স্মরণ করিয়াও মন প্রসন্ন করিলেন না। ভাবিলেন পুনঃ যদি দণ্ড প্রদান করিয়া আমায় দাস করেন তবেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তখন এই কথা শুনিয়া সুরভি বলিল, চিন্তা কি! আগত কলিতে গৌরাঙ্গ অবতারে সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এই বাক্য বলিয়া সুরভি ইন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ নবদ্বীপ শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। সুরভি গৌরাঙ্গ আরাধনা করিলে প্রভু তাহাকে দর্শন দিলেন এবং অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। সে সময় ইন্দ্র প্রভুর সমীপে আসিয়া সবিনয়ে বহুত মিনতি করিলেন। প্রভুও ইন্দ্রের অভিলষিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সুরভি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বিলাস করিয়াছিল সেজন্য সে স্থানের নাম 'গোদ্রুম' বলিয়া খ্যাত হইল।

মধ্যদ্বীপ – তারপর মাজিতা গ্রামে এলেন। মাজিতা গ্রামই মধ্যদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে সপ্তঋষি গৌর আরাধনা করিলে মধ্যাহ্ন সূর্য্যসম মধ্যাহ্নকালে প্রভু দর্শন প্রদান করিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য্য সদৃশ মধ্যাহ্নকালে দর্শন করায় তদবধি মধ্যদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

তারপর বামনপৌখেরা গ্রামে এলেন। তথায় এক বিপ্রের পুষ্করতীর্থ দর্শন করিবার প্রবল অভিলাষ জন্মিল। দৈহিক অসমর্থতা হেতু চিন্তায় আকুল হইলেন। বিপ্রর আকুলতা দর্শনে অন্তর্য্যামী তীর্থরাজ পুষ্কর এক কুণ্ড সৃষ্টি করিয়া সলিলরূপে বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্রকে বলিল, "আমি পুষ্কর জলরূপে এই কুণ্ডে বিরাজমান। তুমি অবগাহন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" তীর্থরাজকে দর্শন করিয়া বিপ্র বহু স্তব করতঃ শেষে বলিল, "আপনি আমার জন্য এখানে আসিয়াছেন।" তীর্থরাজ বলিলেন- "এই নবদ্বীপেই সর্ব্বতীর্থ বিরাজ করে।" তৎপরে গৌর অবতার তত্ত্ব সকলই বলিলেন। শুনিয়া বিপ্র সেই গৌরাঙ্গ অবতার মূর্ত্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। পুষ্করতীর্থ অন্তর্দ্ধান করিলে দৈববাণীতে প্রভু বলিলেন, "অবশ্য তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" সেই বিপ্র 'পুষ্কর ব্রাহ্মণ' নামে খ্যাত হইল।

তারপর হাটডাঙ্গা গ্রামে আসিলেন। এখানে উচ্চ স্থানোপরি পূর্ব্বে আসিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ অভিলাষ উদঘাটন করতঃ গৌরভক্ত গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন। এই উচ্চ স্থানোপরি নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন বলিয়া 'উচ্চহট্ট' নাম হইল।

কোলদ্বীপ – তারপর কুলিয়া পাহাড়পুরে উপনীত হইলেন। কোলাদ্বীপ পার্ব্বতাখ্য ইহার নাম। এখানে কোলদেবের এক ভক্ত নিরন্তর আরাধনা করিতেন। ইষ্ট দর্শনে ব্যাকুল হইলে প্রভু বরাহরূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিলেন। বিপ্র স্তবাদি করিলে বলিলেন, "কলি-গোরা অবতারে সব দর্শন হইবে। বিপ্র ভাগবত পুরাণাদি বাক্য স্মরণ করতঃ নিশ্চিন্ত হইয়া তৎকালে নিজ জন্ম চিন্তা করিলে দৈববাণীতে প্রভু বলিলেন, "তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" পর্ব্বতপ্রমাণ কোলদেবকে এই স্থানে দর্শন করায় এই স্থান "কোলদ্বীপ" নামে খ্যাত হইল।

তারপর সমুদ্রগতি গেলেন॥ সমুদ্র এখানে আসিয়া গঙ্গার ভাগ্য প্রশংসা করিলে সমুদ্রের ভাগ্য বর্ণনা করিল। সমুদ্র বলিল, "আমায় সন্ন্যাসীরূপ দেখিতে হইবে তাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া নদীয়ায় গৌর-কিশোরের রূপলীলা মাধুরী দর্শন করিব। কতদিন পরে গৌরাঙ্গ প্রকট

হইয়া সুরধনী নীরে লীলাকালে সমুদ্র সেই লীলারূপ মাধুরী অবলোকন করতঃ নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। গঙ্গাসহ সমুদ্রগতির একত্র মিলন "সমুদ্রগতি" নাম কথিত হয়।

তারপর চাঁপাহাটী গ্রামে এলেন। ইহা পূর্ব্ব নাম 'চম্পক হট্ট'। এখানে চম্পক পুষ্পের কানন ছিল। মালীগণ পুষ্প চয়ন করিয়া এখানে হাট বসাইতেন। ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ এই পুষ্প ক্রয় করিয়া দেবার্চ্চনা করিতেন। এই গ্রামে এক বিপ্র ছিলেন তিনি চম্পকপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করিতেন। একদা বহু পুষ্পে অর্চ্চনা করিয়া শ্যামল সুন্দররূপ চিন্তা করিতেই শ্যামল সুন্দররূপে গৌরাঙ্গ-বরণ দর্শন পাইলেন। চম্পকপুষ্প সম গৌরাঙ্গ-বরণ দর্শন করিয়া বিপ্র বিহ্বল হইলেন। শাস্ত্রবিচারে উপলব্ধি করিলেন কলি-যুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন। অবতারে বিলম্ব জানিয়া বিপ্র দর্শন মানসে ব্যাকুল হইলেন। সহসা বিপ্রের নিদ্রাকর্ষণ হইলে স্বপ্নে গৌরচন্দ্র দর্শন দিলেন। চম্পক কুসুম সমরূপ মাধুরী দর্শনে বিপ্র প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চম্পকপুষ্পে দেখিয়া বিপ্র বলিল 'তুমি আমার গৌরাঙ্গ স্ফুরণ করাইলে।' এইরূপ ভাবাবেশে বিপ্র কালাতিপাত করিলেন। তদবধি 'চম্পকহট্ট' নাম খ্যাত হইল।

ঋতুদ্বীপ—তারপর রাতুপুরে গেলেন। ইহাকে ঋতুদ্বীপ বলে। ষড়ঋতু এখানে গৌর আরাধনা করেন। সেজন্য এ স্থান 'ঋতুদ্বীপ' নামে খ্যাত হয়। তারপর বিদ্যানগরে গেলেন। বৃহস্পতি এখানে গৌর আরাধনা করেন। তাহাকে গৌরাঙ্গ দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি সপার্ষদে প্রকট হইব। তুমি বিদ্যার প্রচার কর। বৃহস্পতি গৌরাঙ্গের বিদ্যাবিলাস কারণে বিদ্যা প্রচার করায় 'বিদ্যানগর' নাম হয়।

জাহ্নদ্বীপ—তারপর জাহ্নুনগরে প্রবেশ করিলেন। ইহার নাম পূর্বে 'জাহ্নদ্বীপ' ছিল। এখানে জহ্নুমুনি আগমন করিয়া গৌর আরাধনা

করেন। প্রভু সন্ন্যাসীরূপে তাঁকে দর্শন প্রদান করেন। প্রভু অভিলষিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে ধূলিধূসরিত অঙ্গে মুনি তথায় রহিলেন। সে কারণে জাহ্নদ্বীপ নাম হইল।

মোদদ্রুমদ্বীপ—তারপর মাউগাছি গ্রামে উপনীত হইলেন। 'মোদ দ্রুম' দ্বীপ ইহার পূর্বনাম ছিল। রাম অবতারে সীতা লক্ষ্মণসহ পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনভ্রমণ করিতে করিতে নবদ্বীপে আসিয়া নিজ লীলাস্থলী স্মরণ করতঃ ঈষৎ হাস্য করিলেন। জানকী হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামচন্দ্র সমস্ত গৌরাঙ্গলীলা তত্ত্ব বর্ণন করিলেন, বৃহদ্বট বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন। সীতা নবদ্বীপলীলা দর্শন করিতে বাঞ্ছা করিলে রাম তাঁহাকে নয়ন মুদিত করিতে বলিলেন। নয়ন মুদিয়া সীতা সমস্ত গৌরাঙ্গলীলা দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণও অন্তরে সমস্ত অনুভব করিলেন। এইভাবে সকলের হৃদয়ামোদ বৃদ্ধি হওয়ায় এই স্থান 'মোদদ্রুম দ্বীপ' আখ্যা হইল।

তথা হইতে বৈকুণ্ঠপুরে চলিলেন। একদা নারদ বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাসে শঙ্কর সমীপে গেলেন। শঙ্কর আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিল, "বৈকুণ্ঠনাথ সমীপে নদীয়া লীলা রহস্য শুনিয়া আপনার সমীপে আসিলাম।" তারপর তথা হইতে নারদ নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই স্থানে দাঁড়াইয়া আরাধনা করতঃ গণসহ বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিয়া দ্বারকায় গেলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ মুনির অভিপ্রায়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ দেখাইয়া পুনঃ কৃষ্ণরূপ ধরিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া কৈলাসাদি সর্ব্বস্থানে সকলের ধরায় প্রকটবার্ত্তা প্রচার করিলেন। তারপর পুনঃ নবদ্বীপে আসিয়া দ্বারকাসম দর্শন বাঞ্ছা করিলেন। চতুর্দিকে দেখিতেই মুনি দ্বারকার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করিলেন এবং অভিলষিত বর লাভ করিলেন। এই স্থানে নারদমুনি নারায়ণের দর্শন লাভ করেন, সেজন্য এইস্থানের 'বৈকুণ্ঠপুর' নাম হয়। তথা হইতে

মাতাপুরে এলেন। ইহার পূর্বনাম মহৎপুর ছিল। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে একচাক্রায় আসিলে বলরাম তাহাদিগকে নবদ্বীপের তত্ব বলিয়া নবদ্বীপে পাঠাইলেন। পাণ্ডবগণ নবদ্বীপে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। তাহাদের মহতত্বে 'মহৎপুর' আখ্যান বয়।

রুদ্রদ্বীপ তারপর রাহুপুরে গেলেন। গণসহ রুদ্র এখানে আসিয়া গৌরাঙ্গলীলা স্মরণ করতঃ সঙ্কীর্ত্তন করেন। তখন দেবগণ পুষ্প বরিষণ করিতে লাগিল। প্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দিলেন। রুদ্রের বিলাস কারণে 'রুদ্রদ্বীপ' নাম হইল।

তথা হইতে বেলপৌখেরা গ্রামে এলেন। ইহার পূর্ব্বনাম বিল্বপক্ষ ছিল। এখানে পঞ্চবক্ত্র নামে এক শিবমূর্ত্তি ছিল। তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক আর্ত্তি পূরণ করিতেন। একদা বহু তপস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া মনোরথ কারণ এক পক্ষকাল বিল্বদলে তাঁহার অর্চন করিলেন। তুষ্ট হইয়া আশুতোষ বর দিতে চাহিলে বিপ্রগণ যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই বর প্রার্থনা করিলেন। শম্ভু কৃষ্ণসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহিল। বিপ্রগণ কহিল, "কি প্রকারে তাহা লাভ হইবে।" শম্ভু বলিলেন, "অনায়াসেই তাহা লাভ হইবে।" নবদ্বীপে কৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলে তাহার সমীপে অধ্যয়নরত হইয়া সেবাসুখ লাভ করিবে। বিপ্রগণ কৃতার্থ হইল। এক পক্ষ বিল্বদলে শিবার্চন কারণে 'বিল্বপক্ষ' নাম হইল।

তারপর ভারুইডাঙ্গা চলিলেন। এখানে ভরদ্বাজ মুনি তপস্যা করেন। সমুদ্রাদি তীর্থ ও চাকদহ হইয়া মুনি নবদ্বীপে আসেন। এই টিলা উপরে গৌর আরাধনা করিলে ভুবনমোহন রূপে গৌর দর্শন দিলেন এবং মুনি নদীয়ালীলা দর্শন বাঞ্ছা জানাইলে সেই বর সমর্পণ করিলেন। টিলাপরি ভরদ্বাজ তপস্যা কারণে "ভরদ্বাজ টিলা" নামে খ্যাত হইল।

তারপর সুবর্ণবিহার গ্রামে এলেন। এখানে পূর্বে নারদমুনির শিষ্য

প্রশিষ্যের অন্তর্ভুক্ত এক রাজা ছিলেন। সহসা তাঁহার ঘরে এক মহাজন আসিলে রাজা সসম্মানে বসাইলেন। তারপর রাজা প্রভুর অবতার তত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নদীয়ায় কলিতে পীতবর্ণ অবতারের তত্ব কহিলেন। শুনিয়া রাজা ব্যাকুলচিত্তে পুনরায় নবদ্বীপে জন্ম এবং প্রভুর লীলা দর্শন করিতে পারেন এই আশায় পুনঃ পুনঃ নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কৃপাময় প্রভু রাজার ব্যাকুলতায় স্বপ্নে গীতবাদ্য মুখরিত শ্যামল সুন্দররূপে দেখা দিলেন। তারপর সুবর্ণ বরণ ধারণে সঙ্কীর্ত্তন বিহার করিতে দেখিয়া রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজা নিজ ভাগ্য প্রশংসা করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার কারণে "সুবর্ণ বিহার" নাম হইল। তথা হইতে দর্শনকার্য্য সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তম, শ্যামানন্দসহ ঈশান ঠাকুর পুনঃ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে আসিলেন।

কুলিয়া পাহাড়পুর— শ্রীপাট কুলিয়া পাহাড়পুর নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের একটি গ্রাম। এখানে বংশীবদন, কবি দত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর, কেশব ভারতী, মাধব দাস, চৈতন্য দাস, রামাই, শচীনন্দন প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের লীলাভূমি। কুলিয়া পাহাড়পুর সম্পর্কে পাট পর্য্যটনের বর্ণন এইরূপ। যথা—

"কুলিয়া পাহাড়পুর" তুইত নির্দ্ধার।
বংশীবদন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর॥
এই তুই গ্রামে তিনে সতত থাকয়।
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয়॥

তথাহি— পাট নির্ণয়ে—

"নবদ্বীপ পার কুলিয়া পাহাড়পুর।
বংশীবদন দাস যাঁহা বংশীরসপুর॥
কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারঙ্গ।
মহাপ্রভুর স্থান লীলা-খেলার তরঙ্গ॥

বংশীবদনের পিতা শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলী গ্রাম হইতে কুলিয়ায় আসিয়া অবস্থান করেন। ১৪১৬ শকাব্দে এখানে বংশীবদনের জন্ম হয়।

তথাহি— বংশীশিক্ষা ১ম উল্লাস

"ভাগীরথী তটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে।
কুলীয়ায়া শুভে শাকে রসেন্দু বেদ চন্দ্র মে॥
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটাঽভুদদ্বিজালয়ে।
সর্বসদ্গুণ পূর্ণা তাং বন্দেঽহং মধু পূর্ণিমাং॥

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে বংশীবদন প্রভুর সমীপে আসিয়া রাত্রি অবস্থান করেন। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গের পর প্রভু শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহাকে অর্পণ করেন এবং বলিলেন যে, 'তোমার অন্তর্দ্ধানের পর তুমি পুনঃ প্রকট হইলে কোন এক স্থানে তোমার সহিত শ্রীরাম কানাইরূপে বিহার করিব। বংশী আগমনের তুই দিন পরে প্রভুর সন্ন্যাস ঘটিলে বংশী প্রভুর ভবনে অবস্থান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। কতদিনে অন্তর্দ্ধান হইলে পুনঃ রামাই পণ্ডিতরূপে প্রকট হইয়া জাহ্নবা কর্তৃক পালিত হন এবং বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। এখানে বংশীর তুই পুত্র চৈতন্যদাস ও নিত্যানন্দের জন্ম হয় এবং চৈতন্য দাসের পুত্র রামাই ও শচীনন্দনের জন্ম হয়।

এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুতো ভ্রাতা পরাশরের পুত্র মাধব দাসের পাট। শ্রীবাসাঙ্গনে গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ দর্শনে মাধবের দিব্যভাবের উদয় হয়। তদবধি তিনি সংসার বিরাগে কুলিয়ায় আসিয়া অবস্থান করেন। এবং কুলিয়ায় অবস্থান করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসিয়া বাচষ্পতি ভবন হইতে লোক ভিড়ের কারণে গোপনে কুলিয়ায় মাধব দাসের ভবনে আগমন করেন। ৭ দিন মাধব ভবনে অবস্থান করিয়া জীবোদ্ধার করেন। এখানে শচীমাতাদি আসিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

'কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেই ক্ষণে সর্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়।'

নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গ দর্শনার্থে এত লোক আসিল যে, অগণিত নৌকা ব্যবস্থায় সমাধান হইল না।

আবালবৃদ্ধবনিতা নদী সাঁতার দিয়া আসিতে লাগিল। লোক পারের জন্য রাত্রিতে স্থুল দৃঢ়তর বংশ দ্বারা যে সেতুবন্ধন করিয়া রাখিলেন—তাহা প্রাতঃকালেই চূর্ণ হইত। এত লোক হইল যে প্রভু গঙ্গাস্নানে যাইতে সমর্থ হইতেন না এইভাবে প্রভু সাতদিন তথায় অবস্থান করিয়া দেবানন্দ ও চাঁপাল গোপালাদি অপরাধীগণকে ত্রাণ করেন।

তথাহি - চৈতন্য চরিতামৃতে—

'কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥'

প্রভু বৃন্দাবন গমনের জন্য নৃসিংহানন্দ কুলিয়া হইতে নাটশালা পর্য্যন্ত পথসজ্জা করেন।

কুলিয়া গ্রামে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে —

'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস।
'কেশব ভারতী' নামে জগতে প্রকাশ॥'

কল্যাণী ষ্টেশনের সমীপে যে কুলিয়াপাট রহিয়াছে তাঁহার বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ গ্রন্থের বর্ণন। যথা -৮০/৯০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক

গোস্বামী ঐ সেবা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ স্থানের জমিদার মাধব চাঁদ বাবু খড়দহে গোস্বামী প্রভুকে সেবাচ্যুত করিয়া বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীকে সেবা প্রদান করেন। ইহার পরে কলিকাতা মলঙ্গা লেন নিবাসী কিষাণ দয়াল ধর মহাশয় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

চম্পহট্ট – চম্পহট্ট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। নবদ্বীপ হইতে দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্রগড় ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত স্থান। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা –

"বাণীনাথ দ্বিজশ্চম্পহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥"

বেলপুখরিয়া – নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থান। প্রাচীন গঙ্গার গুড়গুড়ে খালের উত্তর তীরে রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত। এখানে গৌরাঙ্গের মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। শ্রীহট্ট হইতে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সেবিত বিগ্রহ।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে – ৭ম বিলাস –

"শচীর পিতার গৃহ বেল পুখরিয়া।"

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও রত্নগর্ভ পণ্ডিত। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র এই তিনজন রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নদীয়া লীলায় রত্নগর্ভ আচার্য্য ভবনে গিয়া কৃপাছলে বহু লীলা করেন। শ্রীলোকনাথ নামক শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্যের আর এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়। যিনি গৌরাঙ্গদেবের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপের সঙ্গে সন্ন্যাসে গমন করেন।

মামগাছি – শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মামগাছি (মাউগাছি) একটি স্থান। ইহা নবদ্বীপের পশ্চিম ভাগে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত। নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনের পরে ভাণ্ডার টিকুরী ষ্টেশন হইতে ৫/৬ মিনিটের পথ। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্ত সেবা স্থাপন করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী দেবী পুত্র বৃন্দাবন দাসসহ কতককাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজনা মাতাসহ বৃন্দাবনের করে ভরণপোষণ॥
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পঞ্চম বর্ষ বয়সে কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবন হইতে মাতা শ্রীনারায়ণী দেবীর সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করতঃ শ্রীল বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রকট রহস্য :

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অন্তর্দ্ধান করিলে বিরাহাক্রান্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীবংশীবদন অন্ন-জল ত্যাগ করিলেন ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়কে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

তথাহি – শ্রীবংশী শিক্ষা –

"তবে প্রভু স্বপ্নযোগে বলে দুইজনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিমতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারুমূর্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি॥

প্রভুর একথা স্বপ্নে শ্রবন করিয়া।
দুই ঘরে দুইজনে উঠেন কাঁদিয়া॥
রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার।
সেই নিম্ববৃক্ষ কাটে চটের কুমার॥

তবে ডাক দিয়া প্রভু কহেন ভাস্করে।
তৈরী করি গৌরাঙ্গ মূর্তি এই কাষ্ঠে দাও মোরে॥

ভাস্কর কাঁদিয়া কয় মোর শক্তি নাই।
প্রভু কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই॥

তবেত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ॥
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাস্কর যাইয়া॥
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে॥

তবে বস্ত্র সেবা আদি করিয়া ভাস্কর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
গৌরাঙ্গে দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেইত প্রাণনাথে পাইনু দরশনে॥"

এইভাবে শ্রীমূর্তি নির্মিত হইল। দিন স্থির করিয়া শ্রীমূর্তি স্থাপন করতঃ শ্রীবংশীবদন শ্রীযাদব মিশ্রের পুত্রকে সেবার ভার অর্পণ করেন॥

তথাহি তত্রৈব -

"তবে প্রভু শ্রীযাদব মিশ্রের নন্দনে।
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে॥
ভাগ্যবান যাদব নন্দন মহাশয়।
প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য়॥"

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থলী—নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুর নিত্যবিহার।

তথাহি – শ্রীচৈঃ চঃ অন্তে ২য় পরিচ্ছেদ –

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥

এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব ॥
প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভুর সহজ স্বভাব ॥"

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় এক ঝাড় কুন্দপুষ্পবৃক্ষ ছিল। ভক্তগণ নিত্য সেই পুষ্প চয়ন করিয়া অর্চ্চন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেমের বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সংবাদ 'শ্রীমান পণ্ডিত' বাসাদির সমীপে জ্ঞাপন করেন।

তথাহি—

"এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে ॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে ॥
ঊষাকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন ॥

তারপর শ্রীবাস গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ লীলা ॥

—তথাহি—

"এই মতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
কি করিস শ্রীবাস আসিয়া বলে অহঙ্কারে ॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে ॥
কাহারে পূজিয়ে, করিস কার ধেয়ান।
যাহারে পূজিস তারে দেখ বিদ্যমান ॥
জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারিভিত ॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর ॥

গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত সিংহ সার।
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার ॥

এইভাবে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রিয়ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য শ্রীবাসের চতুর্থ বর্ষীয়া ভ্রাতৃকন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীকে প্রেম-দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীবাস পণ্ডিত সহ অন্যান্য ভক্তগণ নিজ আরাধ্য দেবতাকে চিনিতে পারিলেন। শ্রীবাস ভবনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশকালে সর্ব্ব অবতারের ভক্তগণ প্রভুর মধ্যে স্বীয় অভীষ্টের দর্শন লাভ করিলেন ॥ প্রভু বাসগৃহে অভিষিক্ত হইয়া প্রেম প্রচারের সূচনা করেন। ব্রজের রাস-বিলাসের ন্যায় এক বৎসরকাল শ্রীবাস গৃহে নামকীর্ত্তন লীলা প্রকট করিয়া পার্ষদবৃন্দে আকর্ষণ ও শক্তি সঞ্চার করেন।

তথাহি - শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে পাইসে না পায় প্রবেশে ॥"

শ্রীবাস গৃহে প্রভু নিত্যানন্দের অবস্থান, স্বীয় দণ্ডকমণ্ডলু ভঞ্জন, ব্যাস পূজা, মালিনীর স্তন পান ও কাকের নিকট হইতে ঘৃতের বাটী আনয়নাদি প্রভৃত অপ্রাকৃত লীলা সংঘটিত হইয়াছে। একদা প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন লীলা-কালে শ্রীবাসের পুত্র পরলোক গমন করিলে প্রভু মৃতপুত্রের মুখে বাক্য বলাইয়া ছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে - মধ্যে—২৫ অধ্যায়—

"মৃতশিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ ॥
শিশু বলে, প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥

মৃতশিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।

পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥

চন্দ্রশেখর ভবন— শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় মেসো শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে দেবীভাবে নৃত্য করিয়া এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। গদাধর—রুক্মিনী, ব্রহ্মানন্দ—বুড়ি, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস—কতোয়ল, শ্রীবাস—নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত—স্নাতক ও শ্রীমান পণ্ডিত—দিউড়িয়া হাঁড়ি ইত্যাদি সাজেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।

যঁহি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥

নাচিল জননী ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।

সবার পুরিলা আশ স্তন পিয়াইয়া॥

সাতদিন শ্রীআচার্য্যারত্নের মন্দিরে।

পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥

চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্রে যেন জ্বলে।

দেখয়ে সুকৃতি সব মহাকুতূহলে॥

যতেক আইসে লোক আচার্য্য মন্দিরে।

দুই চক্ষু মেলিতে ফটিয়া যেন পড়ে॥

* * *

হেন সে চৈতন্য মায়া পরম মোহন।

তথাপিহ কোহো কিছু না বুঝে কারণ॥

মুরারী গুপ্তের ভবন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া লীলাকালে শ্রীবাস গৃহে বরাহ ভাবের শ্লোক পড়িতে পড়িতে মুরারীগুপ্তের গৃহে গমন করতঃ বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রভৃত অপ্রাকৃত লীলা করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যে ৩য় অধ্যায়

"মুরারীর ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।

সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥

'শূকর শূকর' বলি প্রভু ঘরে যায়।

স্তম্ভিত মুরারী গুপ্ত এই মত চায়॥

বিষ্ণু গৃহে প্রবীষ্ট হইল বিশ্বম্ভর।

সম্মুখে দেখেন জল-ভাজন সুন্দর॥

'বরাহ আকার' প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।

স্বানুভবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥

গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি।

প্রভু বলে মোর স্তুতি করহ মুরারী॥

মুরারী প্রেমানন্দে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রভু মুরারী গুপ্তের গৃহে প্রভুত অপ্রাকৃত লীলা করিয়াছেন। ভাবাবেশে মুরারী প্রদত্ত অন্নে প্রভুর অজীর্ণ রোগ, মুরারীর গৃহে মুরারীর প্রদত্ত জল পান করিয়া অজীর্ণ নিবারণ, প্রভুর বিচ্ছেদ চিন্তায় মুরারী আত্মহত্যার বাঞ্ছা করিলে অন্তর্য্যামী প্রভু তাহার ভবনে আসিয়া তাহাকে নিবারণ ও উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বহু লীলা সংঘটিত হইয়াছে।

অদ্বৈত আচার্য্যের ভবন- নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রভুর ভবন ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বাভাষে অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া টোল খুলিয়া অবস্থান করেন।

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে ১০ম অধ্যায়—

"হেথা অদ্বৈতাচার্য্য মনে বিচারিয়া।

নবদ্বীপে টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া॥

সেই নদীয়ায় যত পণ্ডিত সজ্জন।

প্রভুরে প্রধান বলি করিলা গমন॥

গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভায় আসিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন।

তথাহি - শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
"উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শৈশবে মায়ের আদেশে অদ্বৈত সভা হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া লইয়া আসিতেন।

তথাহি তত্রৈব -
'মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে লবার আশায়॥'

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিজ প্রাণনাথের দর্শন পাইয়া প্রেমে বিভাবিত হইতেন। এখানেই অদ্বৈত প্রভুর সহিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন ঘটে।

তথাহি—তত্রৈব -
'হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥

*　*　*

দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সন্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হইয়া।

অদ্বৈত প্রভু মুকুন্দাদি ভক্তগণ পরিবৃত অবস্থায় উপবীষ্ট ছিলেন। সেই সময় অলক্ষিত বেশে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তথায় উপনীত হন। উভয়ের মিলনে অদৃশ্যপূর্ব্ব প্রেমলীলা বৈভবের প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের ভবন—শ্রীগোপীনাথ আচার্য মহেশ্বর বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নিপতি। ইহার নবদ্বীপে বাড়ী ছিল। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্বে নীলাচলে গিয়া বাস করেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন করতঃ কিছুদিন গোপীনাথ আচার্যের গৃহে বাস করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে ৯ম অধ্যায় —
'মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে॥'

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গোপীনাথ আচার্য্যের ভবনে অবস্থান করিয়া আপনার কৃত শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থখানি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের মাধ্যমে পড়াইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আগমন করিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেন। সেইকালে একদা উক্ত গ্রন্থের বিচারের উপলক্ষ্যে প্রচণ্ড বিদ্যাগর্বে গর্বিত প্রভু প্রিয়ভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সমীপে আপনার বিদ্যাগর্ব খর্ব করাইয়া বিদ্যাগর্ব সঙ্কোচন লীলা করেন।

শ্রীল নন্দন আচার্য্যের গৃহ—নন্দন আচার্য্য নবদ্বীপবাসী। শ্রীশ্রী নিতাই-গৌর-সীতানাথ লীলাচক্রে ইহার গৃহে আত্মগোপন করেন। প্রভু নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
"জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।"

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে এখানে আগমন করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের সহিত সর্ব্বপ্রথম মিলন করেন।

শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্য্যকে আনয়নের জন্য রামাই পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন। অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—মধ্যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়—
"গুপ্ত থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে॥"

অদ্বৈতের নির্দ্দেশ অনুরূপ রামাই প্রভুকে বলিলেন অদ্বৈত আসেন নাই। তখন প্রভু বলিলেন -

তথাহি তত্রৈব—

"এথাই রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥

লীলারঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘরে গোপনে অবস্থান করেন।

তথাহি—তত্রৈব মধ্যে ২৭ অধ্যায়—

"ঠাকুক আইলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণু খট্টার উপরে॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল॥

* * *

প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন॥

প্রভু সারারাত্রি কৃষ্ণকথা রঙ্গে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ভক্তগণ সহিত মিলন করেন।

মুকুন্দ সঞ্জয় ভবন—শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দ সঞ্জয়ের ভবনে টোল খুলিয়া বিদ্যা বিলাস করিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি—১০ম অধ্যায়

পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ পুরে।
মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে॥
পক্ষ প্রতিপক্ষ সূত্র খণ্ডন স্থাপন।
বাখানে অশেষ রূপে শচীর নন্দন॥

গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে আন॥"

তথাহি - তত্রৈব -

"মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥"

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবন—প্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বাগ্রে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবনে প্রেম বৈভবের প্রকাশ করেন।

তথাহি —শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

"শ্রীমান চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তাঁহার মন্দিরে॥
সবেই হইলা কৃষ্ণ আনন্দে মূৰ্চ্ছিত।
গঙ্গার কুলেতে ঘর জাহ্নবী বিস্মিত॥"

প্রভু শুক্লাম্বরের হস্তে ভোজন বাঞ্ছা করিলে শুক্লাম্বর আলগোছে পাকপাত্রে দ্রব্য প্রদান করিয়া রন্ধন করেন। প্রভু সপার্ষদে ভোজন করেন।

তথাহি - তত্রৈব -

"গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥"

প্রভু গঙ্গাস্নান সারিয়া আদ্রবস্ত্র ত্যাগ করতঃ শুক্লাম্বরের ভবনে ভোজন বিলাস করেন। তারপর শয়নকালে স্বপ্নে বিজয় দাসকে ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়া প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন।

চাঁদকাজী ভবন— চাঁদকাজী নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন বারণ করিয়া খোল ভঙ্গ করিলে প্রভু কাজীর ভবনে সংকীর্ত্তন বিলাসের জন্য সদলবলে চলিলেন। গোধূলি সময়ে স্বগৃহ হইতে রওনা হইলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—মধ্যে ২৩ অধ্যায়—

"গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ার।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাই ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া গিয়া।
গঙ্গানগর দিয়া গেলা শিমুলিয়া॥

* * *

নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥

* * *

গৌরাঙ্গ সুন্দর যায় যে দিকে নাচিয়া।
সেই দিকে সর্ব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।

* * *॥

সর্বলোক চূড়ামনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিতে যথা কাজীর নগর॥"

এইভাবে প্রভু কাজীর ভবনে আসিয়া সপার্ষদে কীর্ত্তন বিলাস করতঃ কাজীকে উদ্ধার করেন।

শ্রীধর পণ্ডিতের ভবন—শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার করিয়া শঙ্খবণিক নগর তন্তুবায় নগর হইয়া শ্রীধর পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ২৩ অধ্যায়

"ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার॥
সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরে না হরে॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।
লৌহ পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥
জলপিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার॥

* * *

লৌহময় জলপাত্র, বাহিরের জল।
পরম আদরে পান কৈলেন সকল॥"

প্রভু শ্রীধরে ধন্য করিয়া গাদিগাছা, পায়রাডাঙ্গা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বভবনে গমন করেন। প্রভু বিদ্যাবিলাস কালে নগর ভ্রমণলীলায় তন্ত্ররায় নগর, গোয়ালাপাড়া, গন্ধবনিক মালাকার, তাম্বুলীগৃহ, শঙ্খবণিক সর্ব্বজ্ঞের গৃহ হইয়া শ্রীধরের ভবনে আগমন করেন। তথায় শ্রীধরের সহিত থোর কলা মোচা লইয়া কলহ লীলা করতঃ স্বভবনে আগমন করেন।

তথাহি—তত্রৈব—আদি ১০ম অধ্যায়

"এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভবন—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামবাসী হইলেও নবদ্বীপে তাহার ভবন ছিল। মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুণ্ডরীকের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন।

তথাহি শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ৭ম অধ্যায়—

"চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি, দেখিবা কিছু পাছে॥

বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলে গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে বিদ্যানিধির ভবনেগমন করতঃ তাহার প্রেমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাহার নিকট

দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তথাহি — তত্রৈব —

"বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টু হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্টনেত বালিশ শোভয়ে চারিপাশে॥

ইত্যাদি ভোগৈশ্বর্য্য মণ্ডিত বৈষ্ণব দর্শন করিয়া আজন্ম বিরক্ত গদাধর পণ্ডিতের মনে সংশয় জন্মিলে মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্লোক পাঠ করতঃ পুণ্ডরীকের গুপ্ত প্রেমৈশ্বর্য্যের বৈভব প্রকাশ করেন। তাহাতে গদাধর পণ্ডিতের সংশয় দূরীভূত হয় এবং নিজকৃত অপরাধের মোচনের জন্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে গুরুরূপে বরণ করেন।

মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গাল — নবদ্বীপে মহেশ্বর বিশারদের ভবন ছিল। যবন অত্যাচারে মহেশ্বর বিশারদ পুত্রদ্বয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যাবাচস্পতি সহ নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। এখানে দেবানন্দ পণ্ডিত অবস্থান করিতেন।

তথাহি শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ১২ অধ্যায় —

সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস॥

প্রভু নগর ভ্রমণকালে তথায় গমন করিয়া ভাগবত ব্যাখ্যাকারী দেবানন্দের ভক্তিহীনতার কারণে বহুত তিরস্কার করেন।

জগাইমাধাই উদ্ধার স্থান — জগাই মাধাই মদ্যপের বিক্ষেপে প্রভুর

বাড়ীর সমীপে আসিয়া আস্তানা গাড়িলেন।

তথাহি — শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ১৩ অধ্যায়

"সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা॥

* * *

প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্বরাত্রির প্রভু কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥

এইভাবে মদ্যপদ্বয় অবস্থান করিতেছে। একদা প্রভু নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া প্রভুর ভবনে আগমনকালে দোঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে সময় মাধাই তাহার অঙ্গে আঘাত করিলে —

তথাহি — তত্রৈব —

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আর বারে মারিতে ধরিল তার হাতে॥

* * *

নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র চক্র চক্র' প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥

আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥

দয়াল নিতাই চক্র নিবারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রসন্ন করতঃ জগাই মাধাই-এর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়া দুইজনকে পরম ভাগবত করিলেন।

শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের ভবন— শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্য চাপল্য লীলায় একাদশী দিনে হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আসিয়া নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের ভবনে আগমন করতঃ প্রভূত প্রেমলীলা বৈভব প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়—

'হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা অকিঞ্চন ॥
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিল বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥'

বলরাম ভাবাবীষ্ট প্রভু নিত্যানন্দের অঙ্গে প্রভূত স্বর্ণালঙ্কার ছিল। নবদ্বীপবাসী কতিপয় চোর সেই অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য দুই দিন চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। শেষে তৃতীয় দিবসে প্রভূত লাঞ্ছনা ভোগ করতঃ শেষে প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভে ধন্য হন। দিবসত্রয়ে প্রভু নিত্যানন্দের অত্যদ্ভুত আশ্চর্য্য লীলা দর্শন করিয়া চোরগণের ভাবান্তর ঘটে এবং পরিশেষে নিত্যানন্দ প্রসাদে পরম ভাগবত হন। তৃতীয় দিবসে হিরণ্য পণ্ডিতের ভবনে প্রবেশ মাত্র চোরগণ অন্ধ হইয়া পথভ্রষ্ট অবস্থায় খানা ডোবা কণ্টকাদির মধ্যে পতিত হইল। জোঁকপোকা ডাঁসের কামড়ে অস্থির হইলেন, সেই সঙ্গে প্রবল বর্ষা হওয়ায় চোরদের দুর্গতির শেষ রহিল না। তখন চোরদের মনে প্রভু নিত্যানন্দের কৃপার প্রকাশ ঘটিল।

তথাহি - তত্রৈব —

"কতক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥

মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেহো ঈশ্বর মনুষ্যে সত্য কহে ॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায় ॥
আরদিন তদভূত পদাতিক গণ।
দেখাইল কভু মোর নহিল চেতন ॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্টের এসব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈল মতি ॥
এ মহা সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর ॥

এইভাবে দস্যুগণ হিরণ্য পণ্ডিতের ভবনে নিত্যানন্দ কৃপা প্রভাবে ধন্য হইলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর ॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥
সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে লইলেন চৈতন্য শরণ ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে হইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥

গাদিগাছা গ্রাম— শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার করিয়া নগর ভ্রমণ-রঙ্গে শ্রীধরের গৃহ হইতে গাদিগাছা গ্রামে গমন করেন।

তথাহি — শ্রীচৈঃ ভাঃ—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায় ॥"

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে গাদিগাছা গ্রামে এক অপ্রাকৃত লীলার উল্লেখ রহিয়াছে।

তথাহি

গাদিগাছা গ্রামে আসি, গোপপল্লী মাঝে পশি,
গোরা বলে শুন ভক্তগণ।
দহকূলে বিচরণ, আসি মোদের বিচরণ,
বৃক্ষমূলে করিব শয়ন ॥
এই বট বৃক্ষতলে, গাভী আছে কুতূহলে,
গোপসহ করিব বিহার।
বহু গোপগণ আইল, দধি ছানা ননী দিল,
পথশ্রম না রহিল আর।

সেখানে ভীম নামে এক গোপ সমাদরে প্রভুকে স্বভবনে লইয়া গেলেন। ভীমের মাতা শ্যামা গোয়ালিনী গঙ্গানগরবাসী স্যধু গোয়ালার কন্যা ও শচীমাতাকে মা বলিয়া বহুত সেবা করেন। ভীম মাতুল বলিয়া প্রভুকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে গৃহে আনিলে শ্যামা গোয়ালিনী প্রভুকে কদলীপত্রে ক্ষীর সর নবনী অর্পণ করিয়া সযতনে ভোজন করাইলেন। প্রভু ভোজন সমাপন করিয়া দহ সমীপে উপনীত হইলে রামদাস নামক এক গোপ প্রভুকে আসিয়া বলিল, এক নক্রের ভয়ে গাভীসকল জলপান করিতে পারিতেছে না। তখন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন সহকারে সেই নক্রকে উদ্ধার করিলেন।

তথাহি—

"নক্র এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দহের জলে।
জল না খাইয়া গাভী ডাকে হাম্বা বোলে ॥
তাহা শুনি গোরা করে শ্রীনাম কীর্ত্তন।
কীর্ত্তন আকৃষ্ট হইল নক্র ততক্ষণ ॥

শীঘ্র করি উঠিয়া আইল গোরা পায়।
পাদস্পর্শে দেবশিশু পরিদৃশ্য হয় ॥
কাঁদি সেই দেবশিশু করেন স্তবন।
নিজ দুঃখ কথা বলে আর করয় রোদন ॥
দেবশিশু বলে প্রভু দুর্ব্বাসার শাপে।
নক্ররূপে ভ্রমি আমি সর্ব্বলোকে কাঁপে ॥
কাম্যবনে মুনিবর শুতিয়া আছিল।
চঞ্চলতা করি তার জটা কাটি নিল ॥
ক্রোধে মুনি কহে, "তুমি পাঞা নক্ররূপ।
চারিযুগ থাক কর্ম্মফল অনুরূপ ॥
তবে কাঁদিলাম আমি মিনতি করিয়া।
দয়া করি মুনি মোরে কহিল ডাকিয়া ॥
ওরে দেবশিশু, যবে শ্রীনন্দ নন্দন।
নবদ্বীপে হইবেন শচী প্রাণধন ॥
তাঁহার কীর্ত্তনে তোমার পাপ ক্ষয় হবে।
দিব্যদেহ পেয়ে তবে ত্রিপিষ্টপ যাবে ॥

ললিতপুর গ্রাম—শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভু নিত্যানন্দের সহিত নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর গমন পথে এখানে আসেন।

তথাহি শ্রীচৈঃ ভাঃ—

"মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মল্লুকের কাছে সে ললিতপুর নাম ॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে ॥

প্রভু তাঁর ঘরে আতিথ্য লইয়া ফলমূলাদি গ্রহণ করেন। শেষে মদ্য আনিতে চাহিলে দুইজনে আচমন করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন।

তথাহি —

"তুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ।
চলিলা আচার্য্য গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া ॥
স্নেন মণ্ডপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে ॥"

॥ বৈষ্ণবাচার দর্পণধৃত নবদ্বীপের বিবরণ ॥

"সীমন্ত-গোদ্রুম-মধ্য আর কোলদ্বীপ ।
ঋতু-জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্র অন্তরদ্বীপ ॥
এই নয় নবদ্বীপে যথাক্রমে ।
ষোল ক্রোশ পরিধি সেই নব ভক্তিধামে ॥
কমল আকার তার অষ্টদল হয় ।
মধ্যে কর্ণিকায় জগন্নাথ মিশ্রের আলয় ॥
মহাযোগ পীঠ যথায় মিশ্রের গৃহিণী ।
শচী হইলেন বিশ্বম্ভরের জননী ॥
সীমন্ত দ্বীপে বহুগ্রাম, নষ্টপ্রায় ।
ত্রিপথগা-বেগে চড়া কোথা ভাঙ্গি যায় ॥
অদ্যাপি যে আছে উত্তর রোকুনপুর ।
তদ্দক্ষিণে বন পড়ে আছে বেলপুর ॥
তাহার দক্ষিণে গঙ্গা বার্ত্তাকু আকার ।
প্রবাহিনী মধ্যে আছে সিমুলিয়া চর ॥
দক্ষিণে শরডাঙ্গা যাহা বিশ্রামের স্থল ।
ছাড়ি গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী পূজারস্থল ।
দ্বীপচন্দ্রপুর হয় পূর্ব্বোত্তর সীমা ।
ধুবুলিয়া তার নিম্নে গ্রামের গণনা ॥
শোনডাঙ্গা গ্রামমাত্র কেবল পূর্ব্বসীমা ।
জলঙ্গীর তীরে বল্লাল দীঘির গণনা ॥

গোদ্রুমেতে গাদিগাছা, দে-পাড়া হরিশপুর ।
ইহা পূর্ব্বসীমা পশ্চিমে মিয়াপুর ॥
উত্তরে বামন পুকুরিয়া পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা ।
তার নীচে গঙ্গানগর জলঙ্গী গঙ্গায় ঘূর্ণা ॥
সুবর্ণ-বিহার আমঘাটা পূর্ব্বসীমা ।
উত্তরে জলঙ্গীখণ্ডে নৈর্ঋতে ভীষ্মের মা ॥
দে-পাড়া অরণ্য মধ্যে শ্রীনৃসিংহ ক্ষেত্র ।
বিখ্যাত প্রহ্লাদের রক্ষিতা আছেন মাত্র ॥
অদ্যাপিহ যাঁর পূজায় গোয়ালা সকল ।
গো-দুগ্ধ বিক্রয়ে যাতে নাহি দেয় জল ॥
শ্রীনৃসিংহ পূজায় দুগ্ধে যেবা জল দেয় ।
তার দুগ্ধভাণ্ড সব ভেঙ্গে চূর্ণ হয় ॥
জলঙ্গী অলকানন্দা তীরে কাশীধাম ।
হরিহর ক্ষেত্র গোদ্রুমেতে অন্তর্ধান ॥ ২
মধ্যদ্বীপে মজিদা গ্রাম, নিম্ন বামনপুরা ।
তন্নিম্নে পর্ণশিলা দক্ষিণে ভালুকপাড়া ॥
নৈর্ঋতে হল্‌ট্‌ ডেঙ্গা গঙ্গা বড় প্রবাহিনী ।
বায়ুকোণ হইতে বহতা ভীষ্মজননী ॥ ৩
কুলিয়া পাহাড় আর সমুদ্রগড় গ্রাম ।
চম্পাহাটি প্রভৃতি পশ্চিম সীমা স্থান ॥ ৪
ঋতুদ্বীপ রাহুৎপুর বিদ্যানগর নাম ।
বর্ষার পুরুর গায়ে গঙ্গা প্রবহমান । ৫
তার উত্তরে জহ্নুদ্বীপ জান্নগর বিদ্যমান ।
তন্মধ্যে আছে অনেক গণ্ডগ্রাম । ৬
তদুত্তরে মোদাদ্রুম মাওগাছি আকৃডালা ।
সূর্য্যক্ষেত্র বলি যার নাম অর্কটিলা ॥

মাতাপুর পাণ্ডবের নিবাস যথা।
নানাস্রোতে বিহরেন ত্রিস্রোতা গঙ্গা যথা ॥ ৭
তদুত্তরে রুদ্রপাড়া আর পূর্ব্বস্থলী।
চুপীমেড় আতার মধ্যে কোক্‌শেয়ালী ॥
গঙ্গার পশ্চিমতীরে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গণসহ রুদ্র যাঁহা করে নৃত্যগান ॥ ৮
এই সব মধ্যে অন্তর্দ্বীপের অবস্থান।
সুরনদী যার চারিদিকে বিদ্যমান।
সমুদয়ের মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকা আখ্যান।
মায়াপুরে মহাযোগপীঠের অবস্থান।
জগন্নাথ মিশ্ররূপ যথা অধিষ্ঠান।
বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরের প্রাদুর্ভাব স্থান ॥"

নবগ্রাম—নবগ্রাম শ্রীহট্ট জেলায় লাউড়ের অন্তর্গত স্থান। এখানে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রকটভূমি। অদ্বৈত প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীনরসিংহ আড়িয়াল শান্তিপুর হইতে লাউড়ে গিয়া অবস্থান করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে

প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ আড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী ঘোষে সর্ব্বকাল ॥
শান্তিপুরে তাঁর আছিল বসতি।
তাঁর কন্যার বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি।
শ্রীহট্টে লাউড়ে গিয়া করিলা বসতি।
মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবস্থিতি ॥

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

যাহার মন্ত্রনা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥

যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কোপের উৎপত্তি।
লাউড় প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি।

* * *

লাউড়েতে নবগ্রাম ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার যাহা রাজত্ব বিলাস ॥
তবে কুবের ভার্য্যাসহ নবগ্রামে গেলা।"

লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ১৩৫৫ শকাব্দে শ্রীল অদ্বৈত প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। একদা অদ্বৈত প্রভু বাল্যকালে দিব্যসিংহ রাজার পুত্রসহ ভ্রমণ করিতে করিতে দেবীমন্দিরে গমন করেন। সে সময় দেবীকে প্রণাম না করায় রাজপুত্র প্রতিবাদ করিলে অদ্বৈত প্রভু প্রচণ্ডভাবে হুঙ্কার করেন। হুঙ্কারের শব্দে রাজপুত্র মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইলে অদ্বৈত প্রভু সম্মুখস্থ উই-পোতায় লুকাইলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা দিব্যসিংহ কুবের পণ্ডিতসহ ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। তাঁহারা অদ্বৈত প্রভুকে আহ্বান করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। অদ্বৈত প্রভু রাজার দুঃখ নিবারণের জন্য বিষ্ণুপাদোদক প্রদান করতঃ রাজপুত্রকে জীবিত করিলেন।

একদা দীপান্বিতা দিবসে রাজা সপার্ষদে উপবিষ্ট আছেন। সে সময় অদ্বৈত প্রভু তথায় আগমন করিয়া দেবীকে প্রণাম না করিলে তাঁহার পিতা কুবের পণ্ডিত প্রতিবাদ করিলেন। পিতাপুত্রে বহুক্ষণ শাস্ত্রচর্চ্চা হইল। শেষে পিতার সম্মান রক্ষার্থে অদ্বৈত প্রভু দেবীকে প্রণাম করিলে দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিদীর্ণ হইল। সভাসদ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া রাজা অদ্বৈতের শরণ লইলেন। অদ্বৈত প্রভু রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন উপদেশ প্রদান করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে নবগ্রাম হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। কত দিন পরে রাজা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া উদাসীনবেশে শান্তিপুরে আগমন করেন এবং অদ্বৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

এই নবগ্রামে অদ্বৈত প্রভু মাতামহ শ্রীমহানন্দ বিপ্র তথা বিজয়পুরীর শ্রীপাট। বিজয়পুরী অদ্বৈত প্রভুর মাতামহের পুরোহিতের পুত্র ও অদ্বৈত প্রভুর জীবনী লেখকগণের সর্ব্ব আদি। তাঁহার গৃহাশ্রমের নাম মহানন্দ পুরোহিত।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আলয়॥
তাঁর কন্যা লাভাদেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্য্য সহ বিয়ে হৈল তারি॥
মহানন্দ পুরোহিত একটি ব্রাহ্মণ।
লাভাদেবী যারে ভাই বোলে সর্ব্বক্ষন॥

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"সেই গ্রামবাসী আমি ছিলাম পূর্বনামে।
মহানন্দের পুরোহিত পিতা গুরুতুল্য মানে॥"

অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে আগমন করিলে মহানন্দ পুরোহিত অদ্বৈত বিরহে গৃহত্যাগ করতঃ লক্ষ্মীপতি পুরীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'বিজয়পুরী' নাম ধারণ করেন। এই লাউড় ধামে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর গৃহপালিত ভৃত্য ও শিষ্য ঈশানের প্রকটভূমি। ১৪১৪ শকে লাউড় ধামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে তিনি প্রকট হন। পিতৃকার্য্যে সহায় সম্বল সকলি নিঃশেষ হইলে অসহায় মাতা পঞ্চম বর্ষীয় বালকপুত্রকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আগমন করেন। তদবধি ঈশান নাগর অদ্বৈত গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আজীবন সেবা করিয়া অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর অদ্বৈতাদেশ পালনের জন্য দার পরিগ্রহ করতঃ লাউড় ধামে অবস্থান করেন এবং তথায় অবস্থান করিয়া অদ্বৈতের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন।

১৪৯০ শকাব্দে লাউড় ধামে বসিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥"

নারায়ণগড়—নারায়ণগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-ওয়ালটেয়ার রেলপথে খড়গপুর-জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণগড় রেলষ্টেশন। ইহার পনের মাইল দূরে বাসে কাশীয়াড়ী যাওয়া যায়। কাশীয়াড়ী প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রাপথে প্রভু মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে পদার্পণ করেন। সঙ্গী গোবিন্দ কর্ম্মকার সঙ্গে তথায় ধনেশ্বরের মন্দিরে আগমন করিয়া প্রভৃত লীলা করেন।

তথাহি—শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চা—

নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই।
সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥
আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা।
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে পঁহুছিনু মোরা।
নারায়ণগড়ে আছে শিব ধলেশ্বর।
তাঁর দরশনে ধায় হইয়া সত্বর॥
নারায়ণগড়ের তেঁহ গ্রাম্যদেব হয়।
কান্দিতে লাগিল প্রভু অশ্রুধারা বয়॥
'হর হর' বলি প্রভু উচ্চরব করি।
আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥
প্রেমে গদ গদ হয়ে গড়াগড়ি যায়।
বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায়।

মহা সাত্ত্বিকের ভাব আসি উপজিল।
প্রেমে লোমকূপ দিয়া শোণিত ছুটিল।
বহির্ব্বাস কৌপীন খসিয়া গেল কতি।
সে ভাব হেরিতে সেথা আইলা কত যতি॥

বহুলোক প্রভুর দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইল। বীরেশ্বর সেন ও ভবানীশঙ্কর নামক ধনী তুইজন চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিয়া হস্তী ও অশ্ব বহু যানবাহন ও সঙ্গীসহ প্রভুর দর্শনে আগমন করতঃ প্রভুর কৃপালাভে ধন্য হন।

নন্যাপুর—নন্যাপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী সালার ষ্টেশনের নিকট নবহট্ট গ্রাম। নবহট্ট বা নৈহাটী ও উদ্ধারণপুরের মধ্যবর্ত্তী নন্যাপুর গ্রাম। এখানে প্রভু নিত্যানন্দের জামাতা শ্রীমাধব আচার্য্যের জন্মস্থান। মাধব আচার্য্য নন্যাপুরবাসী বিশ্বেশ্বর ও ভগীরথ উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। বিশ্বেশ্বরের পত্নী মহালক্ষ্মী পুত্র প্রসব করিয়া অল্পদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে ভগীরথ পত্নী জয়তুর্গার উপর উক্ত পুত্রের পালনের ভার পড়ে। মহালক্ষ্মী মৃত্যুর পূর্ব্বে জয়তুর্গার উপর পুত্রের পালনের ভার অর্পণ করেন। পত্নী বিয়োগ ঘটিলে বিশ্বেশ্বর আচার্য্য সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জয়তুর্গা উক্ত পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি নিত্যানন্দ জামাতা শ্রীমাধব আচার্য্য নামে পরিচিত হন। এইভাবে মাধব আচার্য্য ভগীরথ আচার্য্যের পালিত পুত্ররূপে নান্যাপুর গ্রামে বর্দ্ধিষ্ট হন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে

নন্যাপুর ভগীরথ চট্টের আলয়।
মাধব আচার্য্য নিয়া নন্যাপুরে রয়।

নৈহাটী—নৈহাটী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৈহাটীতে আগমন করতঃ অর্জ্জুনীর বাটীতে মহোৎসব করেন।

তথাহি শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"জগন্নাথ, দামোদর আর বধুগণে।
অর্জ্জুনীর পুত্র শ্যামদাস আদি করি।"

প্রভু শ্যামানন্দ নৈহাটীতে আগমন করিয়া ইহাদিগকে শিষ্য করেন।

নৈহাটী—নৈহাটী বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী সালার ষ্টেশনের নিকট ও কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নৈহাটী বা নবহট্ট গ্রাম অবস্থিত। এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান। সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমারদেব জ্ঞাতি-বিরোধে এ স্থান ত্যাগ করিয়া বাকলা-চন্দ্র দ্বীপে গিয়া বাস করেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"পদ্মনাভ জগন্নাথ চরণে স্মরণ।
শিখরভূমি হোতে গঙ্গাতীরে আগমন।
নবহট্ট গ্রামে আসি গড়িল আলয়।
নৈহাটী বলি নাম যার সবে কয়।
পুরুষোত্তম মূর্ত্তি সদা করয়ে পূজন।
মহামহোৎসব করে পরমানন্দ মন॥"

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"নৈহাটীতে রূপ সনাতন আছিলা নির্য্যাস॥"

নান্নুর—বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখানে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের শ্রীপাট। হাওড়া হইতে বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া বোলপুর-কিন্নাহার বাসে

নান্নুরে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীবাসুলী দেবীর মন্দির বিরাজিত। নান্নুর হইতে বাসে কিন্নাহার যাওয়া যায়। এখানে চণ্ডীদাসের সমাধি বিদ্যমান। কিন্নাহার হইতে বাসে উদ্ধারণপুর যাওয়া যায়। কাটোয়া-আহমদপুর রেলপথে কিন্নাহার ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে চণ্ডীদাসের সমাধি ৭/৮ মিনিটের পথ।

নৃসিংহপুর—নৃসিংহপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। এখানে প্রভু শ্যামানন্দ কিছুদিন অবস্থান করেন।

তথাহি - ভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীরসিকানন্দ আদি মহাহর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা॥

এখানে প্রভু শ্যামানন্দ শিষ্য উদ্দণ্ডরায়ের শ্রীপাট। তিনি প্রথমে বৈষ্ণব বিদ্বেষী ও মহাদস্যু ছিলেন। পরে শ্যামানন্দের কৃপা প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হইলেন।

তথাহি - শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"নৃসিংহপুরে ভুঞা উদ্দণ্ড সে রায়।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হিংসা করেন সদায়॥
দ্রব্য লোভে বৈষ্ণবে মারে মত্ত হয়া॥"

এইভাবে কিছুকাল যাপনের পর সহসা একদিন উদ্দণ্ড রায় স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন।

তথাহি তত্রৈব—

"সেই রাত্রে রাজা উদ্দণ্ড শুইয়া ছিলা।
শয়ন করিয়া মাত্র জাগ্রত আছিলা॥
হেনকালে এক মহাপুরুষ প্রধান।
ভুঞার সাক্ষাতে আসি হৈল উপসন॥
শ্যামানন্দ আশ্রয় কয় হৈয়া দৃঢ়চিতে॥"

সহসা রাজা এরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া চমকিত হইলেন। এদিকে প্রভু শ্যামানন্দ তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিলেন। শ্যামানন্দের আগমনে রাজার পরম সৌভাগ্যোদয় হইল। প্রভু শ্যামানন্দ তাঁহাকে দীক্ষার্পণ করতঃ ধারেন্দা হইতে শ্যামরায়কে আনয়ন করিয়া তিন দিনব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। শেষে উদ্দণ্ড রায় নিজ দুষ্কর্ম্মের কাহিনী সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। পূর্ব্বে কত বৈষ্ণবকে হিংসা করিয়া তাহাদের দ্রব্য অপহরন করিয়াছেন তাহা দেখাইলেন। লোকদ্বারা গণনা করায় সার্দ্ধশত অষ্টাদশটি গুধড়ি হইল তাহা তিনি বৈষ্ণবদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। এইভাবে দস্যুরাজ উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তারপর কতক কাল প্রেম প্রচার বরিয়া প্রভু শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ড রায়ের গৃহে অন্তর্দ্ধান হন। প্রভু শ্যামানন্দ চারি মাস তথায় অসুস্থ ছিলেন। রসিকানন্দ বিবিধ বিধানে সেবা ও চিকিৎসাদি করিলেন, তাহাতে কিছু ফল হইল না। ১৫৫২ শকাব্দে প্রভু শ্যামানন্দ তথায় অদর্শন হন। সেই সময় রসিকানন্দের উপর প্রভু শ্যামানন্দের গণ পরিচালনার ভার ন্যাস্ত করিয়া যান।

প

পানিহাটী—পানিহাটি চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে শ্রীপাট বিরাজিত। বারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী দেবীর মহিমত্বে এই পানিহাটি গ্রাম চির গৌরবান্বিত। যাঁহার গৃহে রন্ধনকার্য্যে শ্রীমতী রাধারাণী সর্বদা বিরাজ করেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

"রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী॥

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সেবিত শ্রীবিগ্রহ

বৈষ্ণবজগতে 'রাঘবের' ঝালি সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্ম্মাস্য উদযাপনের জন্য নীলাচলে গমন করিলে সেই সময় রাঘব পণ্ডিত তিনটি ঝালি লইয়া যাইতেন। এই ঝালির দ্রব্য মহাপ্রভু সারা বৎসর ভক্ষণ করিতেন। ঝালির ভক্ষ্য সামগ্রীর ক্রম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত খণ্ডে ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজন উপযোগী সমগ্র ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে পূর্ণ করতঃ সাজাইয়া দিতেন। আর সেবক মকরধ্বজ করমুন্সি হইয়া নীলাচলে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন।

প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম প্রচারের জন্য ক্ষেত্র হইতে গৌড়দেশে আগমন করতঃ সর্ব্বাগ্রে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে প্রভু নিত্যানন্দ গৌরপ্রেম প্রচারের বিজয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ন্যায় রাঘব পণ্ডিত কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন হরি হরি॥
সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্রগীত।
পরম আনন্দে সবে হৈল আনন্দিত॥"

তারপর দিব্য বসনাদি পরাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে খট্টায় উপবেশন করাইলেন। আপনি শ্রীরাঘব পণ্ডিত ছত্র হস্তে লইয়া প্রভুর শিরোদেশে ধারণ করিলেন। তখন প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন, 'আমায় কদম্ব পুষ্পের মালা অর্পণ কর।' রাঘব বলিলেন, 'প্রভু অসময়ে কদম্ব পুষ্প কোথায় পাইব?' প্রভু বলিলেন, 'ভালভাবে বাগানে গিয়া অন্বেষণ কর, যদি কোথাও পাও।' তারপর রাঘব প্রভুর আদেশে বাগানে অন্বেষণ করিতে জাম্বীর বৃক্ষে অসংখ্য কদম্ব পুষ্প দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। তখন প্রভুর অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের মহিমা দেখিয়া আনন্দে কদম্ব পুষ্পের মালা গাঁথিলেন এবং প্রভুর গলায় সেই মালা অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। সেই সময় সহসা দমনক পুষ্পের গন্ধে সর্ব্বদিক আমোদিত হইল। সকলে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহাস্যে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন, 'শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন শ্রবণ উদ্দেশে ক্ষেত্র হইতে আগমন করিয়া এই বৃক্ষাশ্রয়ে রহিয়াছেন। প্রভুর গলায় দমনক পুষ্পের মালা থাকায় তোমরা সেই পুষ্পের গন্ধ পাইতেছ।' প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিবিধ লীলাবিলাস রঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু তিন মাস রাঘব ভবনে অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমনকালে
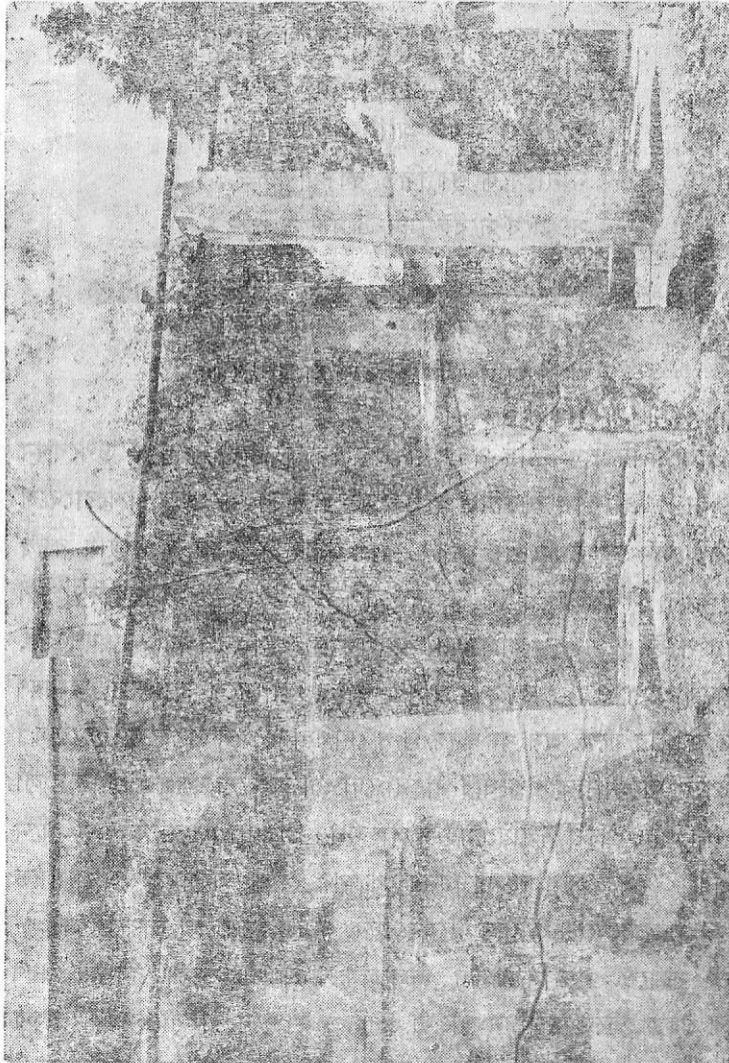
॥ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাধি ॥

১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খৃঃ) নৌকাযোগে পানিহাটি গ্রামে পদার্পণ করেন। গঙ্গার ঘাট হইতে রাঘব পণ্ডিত সপার্ষদ প্রভুকে আপনার গৃহে আনয়ন করতঃ বিবিধ প্রকারে সেবাদি করিলেন। কত দিনে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা ভঙ্গ করিয়া ফিরিবার পথে পুনঃ পানিহাটি গ্রামে রাঘবের গৃহে পদার্পণ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপাছলে প্রভু নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে ব্রজের পুলীন ভোজন লীলার অনুকরণে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু নিত্যানন্দের দর্শন তৎসঙ্গে নিত্যানন্দ কৃপায় আপনার বিষয় বন্ধন ছিন্ন করিবার পথ প্রশস্তের জন্য পানিহাটি গ্রামে উপনীত হইলেন।

তথাহি — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে —

"পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥

রঘুনাথ প্রভুকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলে প্রভু করুণা প্রকাশ করতঃ তাহার শিরে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। তারপর সস্নেহে বলিলেন "চোরা নিকটে না আসিয়া দূরে দূরে পলাইতেছে, এখন ধরা পাইয়াছি, তোমায় দণ্ড করিব। তুমি আমার পারিষদগণকে দধি চিড়া ভক্ষণ করাও।" প্রভুর বাক্য শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে গ্রামে লোক পাঠাইয়া ভোগের দ্রব্যাদি আনাইলেন। চিড়া, দধি, চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূরাদি সহ কুণ্ডিতে ভিজাইয়া প্রত্যেকের সম্মুখে দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা ধরিলেন। অগণিত লোকের সমাগম হইল। নিতাই বিচিত্র লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

"একেক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল॥
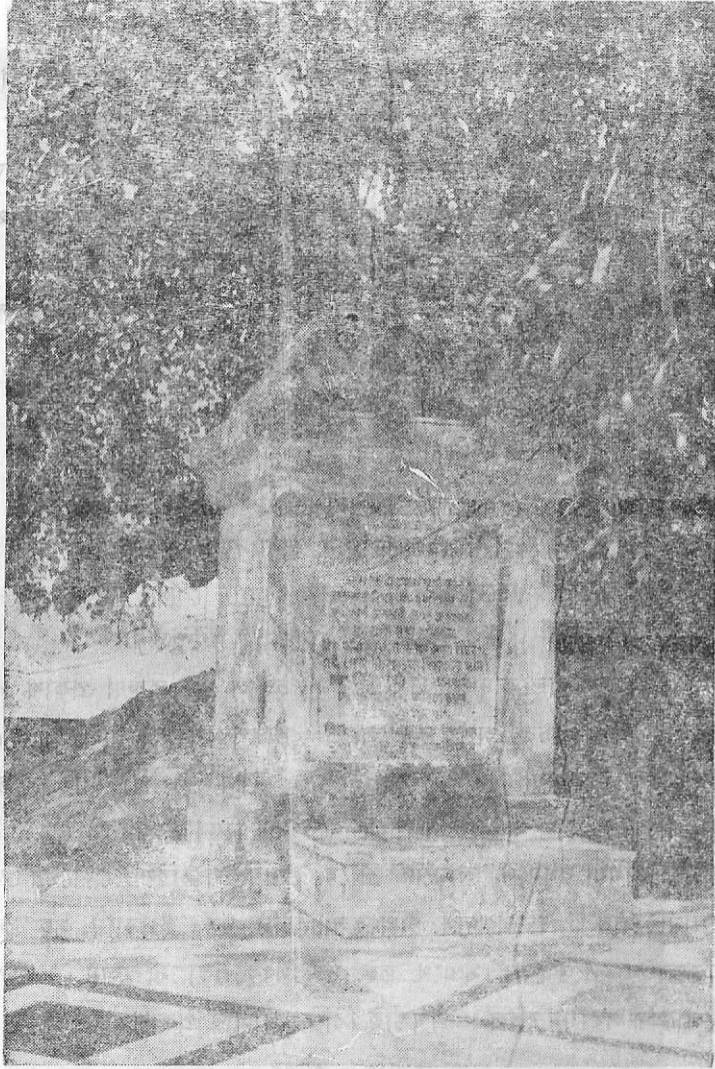
॥ শ্রীদণ্ড মহোৎসব স্থান ॥

কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীর গিয়া ॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কতজন।
জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥"

পরিবেশন সমাপ্ত হইলে প্রভু নিত্যানন্দ ধ্যানাযাগে ক্ষেত্র হইতে মহাপ্রভুকে আনয়ন করিলেন।

তথাহি - তত্রৈব —

"সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লয়া।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া ॥
এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥
তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিল ডাহিনে।
আসম দিয়া মহাপ্রভু তাহে বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥

দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা ।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন ।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন ।
পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ ।

* * *

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা ।
আপনার গণসহ খাইল বাঁটিয়া ।
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার ।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যার ॥

এইমত মহোৎসব অন্তে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যায় প্রভু রাঘব পণ্ডিতের দেবালয়ে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রাঘবের গৃহে প্রভুদ্বয়ের লীলা ও রাঘবের সেবা পরিপাটির ঐতিহ্য বৈষ্ণব জগতের চিরস্মরণীয় বিষয়। যে বটবৃক্ষমূলে এই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল, সেই বটবৃক্ষ অদ্যাপি শ্রীপাট পানিহাটি গ্রামে বিরাজমান রহিয়া প্রভু নিত্যানন্দের প্রেম বিলাসের সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছেন। বর্ত্তমানে সেই স্থান "বৈষ্ণবতলা" নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ব্বলীলার স্মরণে চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সেবক মকরধ্বজ করের শ্রীপাট। পানিহাটির ভবানীপুর ওয়ার্ডে ছাতুবাবু লাটু-বাবুর বাগানের পূর্ব্বে ও সুখচর যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত।

পনাতীর্থ — পনাতীর্থ বর্ত্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অবস্থিত। সুনামগঞ্জ সাবডিভিশনে লাউড় পরগণার একটি প্রস্রবন। শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের মহিমার পূর্ণ নিদর্শন। অদ্বৈত প্রভু বাল্যকালে মাতা লাভাদেবীর কোলে শায়িত আছেন। লাভাদেবী রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে নিজ পুত্রের অপূর্ব্ব বিভূতি দেখিয়া স্বপ্নেই পুত্রের স্তব করিতে লাগিলেন।

লাভাদেবী পাদোদক চাহিলে অদ্বৈত বলিলেন, "আপনি মাতা, আপনার এই বাক্য পালন করা কখনই সম্ভব নহে। বরঞ্চ যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে সর্ব্বতীর্থকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করতঃ আপনার স্নানপানাদি করাইতে পারি।" এই বলিয়া স্বপ্নে অন্তর্দ্ধান করিলে মাতা জাগিয়া প্রভাতে স্বীয় পুত্র অদ্বৈতের সমীপে সমস্ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, "অদ্য প্রভাতে সকল তীর্থকে আহ্বান করিয়া তোমায় স্নানাদি করাইব। তীর্থগণ উপনীত হইয়া আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন, যথা —

তথাহি— শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে —

তীর্থগণ কহে, প্রভু বোলাইলা কেনে।
প্রভু কহে, এই শৈলে কর অবস্থানে।
তীর্থগণ কহে ইহা যদি করি বাস।
বহু পুণ্যস্থানের মহিমা হয় নাশ॥
প্রভু কহে মোর বাক্য না হৈব অন্যথা।
আসিবা বৎসরে একদিন সবে হেথা॥
তীর্থগণ কহে প্রভু করহ নির্ণয়।
কোনদিন এ পর্ব্বতে হইব উদয়।
প্রভু বৈল, মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী যোগে।
সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে॥
তীর্থগণ কহে, মোরা সত্য কৈল পণ।
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হব লঙ্ঘন॥
তদবধি পনাতীর্থ হৈল তার নাম।
পানাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।
প্রভু কহে তীর্থগণ যাই শৈলোপরে।
ঝরণারূপে রহ মোর বাক্য অনুসারে।

তীর্থগণ প্রভু আজ্ঞা করিয়া স্বীকার।
পর্বত উপরে যাঞা করিলা বিহার ॥"

এইভাবে পনাতীর্থ সৃষ্টি হইল। অদ্বৈত প্রভুর আদেশে তীর্থগণ পর্ব্বত উপরে ঝরণা আকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারপর অদ্বৈত প্রভু মাতাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বত সমীপে উপনীত হইলেন। মায়ের প্রত্যয়ের নিমিত্ত পর্ব্বত সমীপে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া হরিধ্বনি করিতেই ঝরঝর করিয়া সজোরে জল ঝরিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন সর্বদা এই ভাবে জল পড়িবে। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া হরিধ্বনি করিলে অধিক পরিমাণে জল ঝরিবে। তখন লাভাদেবী আনন্দে অবগাহন করিলেন। স্নানকালে বিভিন্ন রঙের জল দর্শন করিয়া তীর্থের স্বরূপত্ব সম্যক উপলব্ধি করিলেন। এইরূপে লীলারঙ্গে অদ্বৈত প্রভু পনাতীর্থ সৃষ্টি করিলেন। বারুণী যোগে স্নান করিলে বহু ফল হয়।

পক্কপল্লী – এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য রাজা নরসিংহদেবের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৯ বিলাস

"নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ রায়।
অতি দূরদেশ পক্কপল্লী বাস হয়॥
গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম।
পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন॥"

পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন গৌরাঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে পরাভূত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণ। খেতুরীতে ঠাকুর নরোত্তমের অত্যদ্ভুত প্রভাবে ঈর্ষান্বিত রাজপণ্ডিতগণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য রাজাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পণ্ডিতগণের চাপে বাধ্য হইয়া রাজা নরসিংহদেব পণ্ডিত মণ্ডলী সমভিব্যবহারে খেতুরী পথে রওনা হইলেন। পথে কুমারপুরে উপ-

নীত হইলে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সমীপে পণ্ডিতগণ পরাভূত হন। তখন রাজা পণ্ডিতমণ্ডলীসহ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজপত্নী রূপমালাও ঠাকুর নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে রাজা নরসিংহ ঠাকুর নরোত্তমের অন্তরঙ্গ শিষ্যে পরিণত হন। রাজা নরসিংহ বাংলাভাষায় বহু সঙ্গীত রচনা করেন।

পাকমাল্যাটি—পাকমাল্যাটি মেদিনীপুর জেলায় জাড়াগ্রামের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপাল শিষ্য শ্রীগুলফ্যা নারায়ণের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"পাকমাল্যাটিতে গুলফ্যা নারায়ণ।"

পাছপাড়া—পাছপাড়া সম্ভবতঃ বাংলাদেশে রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বিপ্রদাসের শ্রীপাট। ঠাকুর নরোত্তম বিপ্রদাসের ধান্যগোলায় শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২০ বিলাস—

"আর শাখা বিপ্রদাস নাম মহাভাগ।
যার ধান্যগোলায় গৌরাঙ্গ হৈলা লাভ।

* * *

তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়।
পাছপাড়া গ্রামে হয় তাহার আলয়॥"

তথাহি – শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১০ তরঙ্গে—

"গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥
ধান্য সর্পপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে।
যথা সর্পভয়ে কে যাইতে না পারে।

"সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ।
মন্ত্রৌষধি কৈলে সর্প গর্জে অনুক্ষণ॥
না জানি শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে।
রজনী প্রভাতে শীঘ্র গেলা সেইখানে॥
বিপ্রদাস আসি কৈল চরণ বন্দন।
অতি দীন হীন হৈয়া কহে কি কার্য্যাগমন॥"

শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে বাঞ্ছা করিলে স্বপ্নে ছয় বিগ্রহ দর্শন দিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রভাতে কারিগর আনিয়া বিগ্রহ নির্ম্মান আরম্ভ হইল। কিন্তু গৌরাঙ্গ বিগ্রহ কারিগরগণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ্ঞানুসারে হইল না। তখন ঠাকুর মহাশয় চিন্তাযুক্ত হইলে স্বপ্নে গৌরচন্দ্র দর্শন প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন। যথা—

তথাহি তত্রৈব—

"সন্ন্যাসের পূর্ব্বে আমি নিজ মূর্ত্তি নিরমিয়া।
কেহ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া॥
তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি তোরে করি অনুগ্রহ।
বিপ্রদাসের ধান্যগোলায় রেখেছি বিগ্রহ॥

স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঠাকুর মহাশয় বিপ্রদাসের ভবনে গমন করতঃ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন বিপ্রদাস বলিলেন, 'প্রভু বহুদিন যাবৎ ঐ ধান্যগোলার সমীপে সর্পভয়ে কেহ যাইতে পারে না। আপনি কিছুতেই ঐ স্থানে যাইবেন না।' মহাশয় বলিলেন, 'ভয় নাই, আমার গমনে সর্পগণ পলায়ন করিবে।' তাহাই হইল, ঠাকুর মহাশয় ধান্যগোলা সমীপে গমন করিলে সর্পগণ অন্তর্দ্ধান হইল, প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গদেবকে লইয়া বাহির হইলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

'এত কহি বৃহৎ গোলাদ্বার উদ্ঘাটিতে।
সর্প অন্তর্দ্ধান সবে দেখিল সাক্ষাতে॥
গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
প্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসাঘরে॥

এইভাবে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হইলেন। বিপ্রদাস সবংশে মহাশয়ের চরণে পড়িলেন। পত্নী ভগবতী পুত্রদ্বয় যদুনাথ ও রমানাথ সহ বিপ্রদাস মহাশয়ের শরণ লইলেন। এইভাবে পাছপাড়া গ্রামে বহু অপ্রাকৃত লীলা সংঘটিত হইল।

পাটলা—এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শ্রীপাট।

তথাহি—অভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

'পাটলা গ্রামেতে দ্বারী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ।'

পাতাগ্রাম—পাতাগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট দেনুড় হইতে (দেনুড় দ্রষ্টব্য) এক পোয়া পথ। বর্দ্ধমান পুরশুড়ি বাসে এখানে যাওয়া যায়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। এখানে শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত। কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী ও দশমীতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

'পাতাগ্রামে বিষ্ণুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার।'

পানাগড়—পানাগড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-দুর্গাপুরের মধ্যে পানাগড় ষ্টেশন। এখানে রামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপাট। হরিদাস প্রভুর আদেশে অর্দ্ধ তিলক ধারণ করেন।

তথাহি—বংশীশিক্ষা

"ঠাকুর হরিদাস বাস পানাকরে।
প্রভুর আজ্ঞায় যিহো তিলকার্দ্ধ ধরে॥"

তথাহি - শ্রীমুলী বিলাসে —

'প্রভুর আজ্ঞামতে শেষে পানাগড়ে বাস।'

পালপাড়া—পালপাড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে পালপাড়া ষ্টেশনে নামিতে হয়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি বংশীশিক্ষা —

"মহেশ পণ্ডিত বন্দ শ্রীসুবাহু নাম।
পালপাড়া গ্রামে যাঁর হইল বিশ্রাম।"
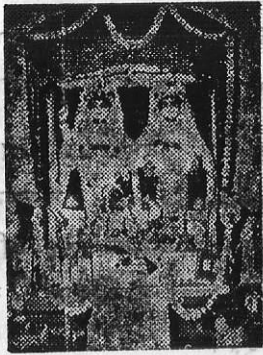
শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সেবিত শ্রী শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী বিরাজিত। তাঁহার অনতি দূরে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সমাধিটি জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। সমাধির নিকটে একটি পুরাতন বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত। তথায় অধুনা কালিমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে।

পিছলদা - পিছলদা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে হাওড়া-খড়গপুর রেলপথে বাগনান ষ্টেশনে নামিয়া বাগনান হইতে গাদিয়াড়া (এল/বাসে) গামী বাসে গুঞ্জারপুর ষ্টপেজে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল পথ (রিক্সা বা হেঁটে) পিছলদহ মন্দির আছে। ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশ পথে আগমনকালে ওট্র দেশাধিপতির প্রদত্ত নব্য নৌকারোহণে সপার্ষদে এখানে আগমন করেন। ওট্র দেশাধিপতি দশ নৌকা সৈন্যসহ মন্ত্রেশ্বর নদীর পারে স্বীয় রাজত্বের পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসেন। প্রভু এখান হইতে উক্ত নৌকারোহণে পানিহাটী গ্রামে আসেন।

তথাহি - শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে —

"মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥"

এখানে হাঁটুগাড়া মহাপ্রভুর মূর্ত্তির পাশে তমাল বৃক্ষ রহিয়াছে, দোলে বিরাট উৎসব হয়।

প্রেমতলী - প্রেমতলী রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে লালগোলা ঘাট নামিতে হয়। তথা হইতে ষ্টীমারে পার হইয়া প্রেমতলী যাওয়া যায়। এখানে নিত্যানন্দের প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তমের প্রেম প্রাপ্তির স্থান। এই স্থানে প্রভুর রক্ষিত প্রেমধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেইজন্য সেই স্থানের নাম 'প্রেমতলী'। প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমরক্ষণ বিষয় খেতুরী দ্রষ্টব্য। ইহার অনতিদূরে শ্রীপাট খেতুরী অবস্থিত। ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে প্রকট হইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে একদা রজনী প্রভাতে একাকী পদ্মাস্নানে গমন করিলেন। জলস্পর্শমাত্রই পদ্মাদেবী স্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং

করযোড়ে প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রেমরক্ষণ কাহিনী বর্ণন করিয়া সে প্রেমধন সমর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে ১০ বিলাস—

"পদ্মাবতী কহে তুমি রাখিবা ইহা কতি।
খাইলে মত্ততা হবে শুন মহামতি॥
পদ্মাবতী স্থানে প্রেম হাত পাতি লৈলা।
তৃষ্ণাতে আকুল দেহ ভক্ষণ করিলা॥
ভক্ষণ মাত্রেতে হেম হৈল গৌরবর্ণ।
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ॥"

ঠাকুর নরোত্তম প্রেমপ্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হুঙ্কার গর্জন সহকারে পদ্মাঘাটে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। এদিকে তাঁর পিতামাতা পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া পাত্রমিত্র সহ অন্বেষণে তথায় আসিয়া সহসা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। প্রেম প্রাপ্তির পর নরোত্তমের বর্ণান্তর ঘটায় কেহ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পরে বাহ্যস্মৃতি হইলে ঠাকুর নরোত্তম পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। তখনই পিতা-মাতা নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিয়া তথা হইতে গৃহে আনিলেন। এইভাবে প্রেমতলীতে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিল।

পোখরিয়া—এখানে শ্রীনৃসিংহ চৈতন্যের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে

"গৌড়ের ভিতরে এক পোখুরিয়া নামে গ্রাম।
নৃসিংহ চৈতন্য দাসের সেবা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নাম॥"

ফ

ফুলিয়া ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-শান্তিপুর রেলপথে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট হইয়া শান্তিপুর লাইনে ফুলিয়া

ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ফুলিয়া নামকরণ সম্পর্কে অদ্বৈত মঙ্গল যথা—

"তুলসী পূজার ফুল দূরে ফেলে নিয়া।
সেই স্থানে গ্রাম হইল নাম ফুলিয়া॥"

অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর অবস্থান করিয়া যখন গৌর আগমনের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন সে সময় ফুল্লবাটি গ্রাম হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া পূজা করিতেন। পূজার পুষ্প যেখানে ফেলিতেন সেই স্থানের নাম ফুলিয়া হয়। ফুল্লবাটি নাম হইতে সম্ভবতঃ ফুলিয়া নাম হয়। অদ্বৈত এখানে দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়ন করেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—

"ফুল্লবাটি গ্রাম হয় শান্তিপুর সমীপে।
শান্ত নামে বিপ্র রহে বিদ্যার প্রতাপে॥
বহুত শিষ্য পড়াতেন বসি গঙ্গাতীরে।
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করি ভক্তির বিচারে॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

'শান্তিপুর নিকট ফুল্লবাটি গ্রাম।
শান্তাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত মহোত্তম॥'

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

পূর্ণবাটি গ্রামে শীঘ্রগতি উত্তরিলা।
শান্তমূর্তি শান্ত দ্বিজবরে প্রণমিলা॥

ফুল্লবাটিকে অদ্বৈত প্রকাশে পূর্ণবাটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত প্রভু শান্তাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"একদিন শুন এক অদ্ভুত কথন।
স্নানে গেলা শান্ত দ্বিজ লঞা ছাত্রগণ॥
গঙ্গাসহ লগ্ন আছে বড় এক বিল।
কণ্টকাদি হয় তঁহি অগাধ সলিল॥
তার মাঝে এক পদ্ম দেখিতে সুন্দর।
তাহার সদ্ গন্ধে পূর্ণ দিগ্‌দিগন্তর॥
কালসর্পগণ তাঁহা করয়ে বিহার।
সেই পদ্ম আনিবারে শকতি কাহার॥
বেদান্ত বাগীশ হাসি কহে ছাত্রগণে।
কেবা শক্তি ধরে এই কমল চয়নে॥
পড়ুয়াগণে কহে আনিবারে সাধ্য নাঞি।
প্রভু কহে আজ্ঞা পাইলে মুই না ডরাঞি॥
দ্বিজ কহে কণ্টক ইথে আর আছে সর্প।
এই সুদুর্গমে যাইতে না করিহ দর্প॥
এত শুনি প্রভু মনে ইষৎ হাসিয়া।
পদ্মে পদ্মে পদ দিয়া চলিলা ধাঞিয়া॥
সেই প্রফুল্লিত পদ্ম করিয়া চয়ন।
ভক্তি করি গুরুদেবে করিলা অর্পণ॥"

এইভাবে ফুল্লবাটী গ্রামে শান্তাচার্য্য স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন রঙ্গে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত এই অপ্রাকৃত লীলা করিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ রাজ্যত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করতঃ অদ্বৈত প্রভুস্থানে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া ফুল্লবাটী গ্রামে গিয়া বাস করেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে - ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে -

"কৃষ্ণদাস কহে তুহুঁ দয়ার সাগর।
মো পাষণ্ডে উদ্ধারিলা বড় চমৎকার॥
এবে আজ্ঞা কর মোরে বিরলেতে যাও।
কৃষ্ণনাম জপি সদা পরাণ জুড়াও॥
এত কহি সুরধনী তীরে উত্তরিয়া।
কিছুদিন বাস কৈলা ঝুপড়ী বান্ধিয়া॥
বহু পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত কৈলা বাটী।
তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটী॥"

অদ্বৈত প্রভু রাজা দিব্যসিংহের নাম কৃষ্ণদাস রাখেন। কৃষ্ণদাস এই ফুল্লবাটী গ্রামে ১৪০৯ শকাব্দে শ্রীবাল্যলীলা সূত্র নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া অদ্বৈত প্রভুর বাল্যকাল হইতে লীলাকাহিনী জগতে প্রচার করেন।

কৃষ্ণদাসের ফুল্লবাটী হইতে পুষ্প আনিয়া নিত্য অদ্বৈত প্রভু অর্চ্চন করিতেন।

তথাহি - শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—

ফুল্লবাটী গ্রাম হয় প্রভুর পুষ্পোদ্যান।
স্থল কমল নিত্য আইসে হইয়ে যেন জ্ঞান॥
কৃষ্ণদাস আনি ধরে প্রভুর দক্ষিণে।
একে একে ধরি প্রভু দেন গঙ্গাজলে॥"

হরিদাস ঠাকুর চান্দপুর হইতে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলন করতঃ ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে ঝুপড়ি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফুলিয়া নিবাসী রামদাস নামক এক বিপ্র তাহার পদাশ্রয় করিয়া নির্জ্জনে এক গোফা করিয়া দেন। হরিদাস তথায় অবস্থান করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। তথায় মায়া হরিদাসকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন। এখান হইতে হরিদাসকে লইয়া যবন রাজা বাইশ বাজারে প্রহার করেন। শেষে হরিদাস অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যবনগণের মতি শুদ্ধ করেন। এখানে বিষধর প্রভাবে জর্জ্জরিত ভক্তগণ জানাইলে হরিদাসের বাক্যে গোফা হইতে সর্প আপনি

চলিয়া যায়। এইভাবে হরিদাস প্রভৃত অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়া ফুলিয়া গ্রামকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করেন। ফুলিয়ার গঙ্গাঘাটেই অদ্বৈত প্রভুর বিবাহ হয়। নারায়ণপুরবাসী নৃসিংহ ভাতুড়ী শ্রী ও সীতা নামক দুই কন্যা লইয়া ফুলিয়ার ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া অবস্থান করেন এবং তথায় বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—

"গঙ্গাতীরে যাত্রা করি নৃসিংহ ভাতুড়ী।
ফুলিয়ার ঘাটে আইল মৃত্যু শঙ্কা করি॥

* * *

ফুলিয়ার ঘাটে গঙ্গাতীরে সমাজ করিলা।
সেইখানে কন্যাদান ভাতুড়ী করিলা॥
বিবাহের ক্রিয়া শাস্ত্রে যে কিছুই হয়।
সেইখানে সকল করি ঘরে তবে যায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া ফুলিয়ার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করেন। তথা হইতে শান্তিপুরে উপনীত হন।

তথাহি—চৈতন্য ভাগবতে—

"নিত্যানন্দ পাঠাইয়া শ্রীগৌর সুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুর আগমনকালে এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে আনিলেন। ইতিপূর্ব্বে আচার্য্যরত্নকে শান্তিপুর পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছেন। অদ্বৈত প্রভু নৌকা লইয়া গঙ্গাঘাটে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত আচার্য্যকে দেখিয়া মহাপ্রভু ভাবাবেশ বশতঃ প্রথমে আশ্চর্য্য হইলেন। শেষে গঙ্গাতীরে নিজ আগমন জানিয়া বলিলেন, নিতাই আমাকে যমুনা ভ্রমে গঙ্গায় স্নানাদি করাইয়াছেন।' তখন অদ্বৈত প্রভু বলিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"প্রভু কহে, নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিল।
গঙ্গাতে আনিয়া মোরে যমুনা কহিল॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একাধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাহা কৈলে স্নান।"

এইরূপ লীলা করিয়া প্রভু শান্তিপুরে গমন করেন। এই লীলা ফুলিয়ার কোন গঙ্গার ঘাট কিনা বিচার্য্য। কারণ চৈতন্য ভাগবতে ফুলিয়ায় ঠাকুর হরিদাসের স্থান হইতে প্রভু শান্তিপুরে গমন করেন। আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ফুলিয়ার নামোল্লেখ নাই। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে প্রেমদাসের বর্ণন—

'অদ্বৈত বলেন প্রভু যাতে কৈলে স্নান।
ভাগীরথী গঙ্গা ইথে দেখ বিদ্যমান॥
ইহার ওপার শান্তিপুর মোর ঘর।
এত শুনি বাহ্য পাইলেন বিশ্বম্ভর।

ফুলিয়ায় প্রভু নিত্যানন্দে পুত্র বীরচন্দ্রের জামাতা পার্ব্বতীনাথ মুখার্জ্জীর শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"দুহিতার নাম হয় ভুবন মোহিনী।
ফুলিয়ায় মুখুটি পার্ব্বতীনাথ স্বামী॥"

ফরিদপুর—ফরিদপুর ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য শ্রীমুকুট মৈত্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"আর শিষ্য মুকুট মৈত্র সর্ব্বলোকে জানে।
ফরিদপুর বাড়ি তার কহে সর্ব্বজনে॥"

তথাহি - শ্রীরসকল্পী—

"আচার্য্যের প্রিয় রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
গঙ্গাপার গ্রাম নাম ফরিদপুর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাস রঙ্গে বঙ্গদেশে গমন করিয়া ফরিদপুরে পদার্পণ করেন।

ফতেয়াবাদ - ফতেয়াবাদ যশোহর জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতৃভূমি। সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমার-দেব বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বাসস্থান নির্ম্মান করিয়া যাতায়াত কারণে ফতেয়াবাদ বাসগৃহ নির্ম্মান করেন।

তথাহি—

"যশোহর ফতেয়াবাদ নামেতে গ্রাম।
গতায়াত হেতু তথা গড়িল এক ধাম॥"

'গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ' মতে বর্ত্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম ফতেয়া-বাদ। কুমারদেব বর্ত্তমান চেঙ্গরীয় পরগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ (পদ্মভাগ) গ্রামে বাস করিতেন। চেঙ্গরীয় ষ্টেশন হইতে প্রেমভাগ এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

ব

বাঘ্নপাড়া—বাঘ্নপাড়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বার-হারওয়া লুপ রেলপথে কালনার পরবর্ত্তী বাঘ্নাপাড়া ষ্টেশন। ষ্টেশনের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীরামাই পণ্ডিত

এখানে শ্রীরামকানাই সেবা স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশী-বদনের পুত্র চৈতন্যদাস। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামাই পণ্ডিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর পালিত পুত্র। শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীগোপীনাথদেবের মন্দিরে অন্তর্দ্ধান করিলে রামাই পণ্ডিত বিরহে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্নাদেশ প্রদানে প্রকট হন।

তথাহি—বংশীশিক্ষা—

"অরুণ উদয়কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবারে প্রভু করেন গমনে॥
স্নানকালে কৃষ্ণরাম শ্রীমূর্ত্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে ভাসিয়া লাগল॥
সেই দুই মূর্ত্তি বক্ষে করিয়া ধারণে।
উপনীত হৈলা প্রভু মদন মোহনে।"

এইভাবে বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদনমোহন দেবের মন্দিরে স্থাপন করতঃ অভিষেক মহোৎসবাদি করেন এবং কাম্যবনে গমন করিয়া শ্রীজাহ্নবা দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন। তখন শ্রীবিগ্রহদ্বয় লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন।

তথাহি— তত্রৈব —

"অম্বিকার পশ্চিমেতে দুই ক্রোশ পরে।
এক মহারণ্য যাহে ব্যাঘ্র বাস করে॥
নদীর দক্ষিণ তীরে সেই বন হয়।
সে নদীর নাম শ্রীবালুকাময়ী কয়॥
সেই মহারণ্যে প্রভু রামাই গোসাঞি।
উত্তরিলা সঙ্গে লয়া কানাই বলাই।"

প্রভু রামাই ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়া নদীজলে স্নান তর্পণাদি করিলেন। কতক্ষণ বিশ্রামের পর অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা

করিলে শ্রীবিগ্রহদ্বয় বলিলেন, 'আমরা এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না। শ্রীশ্রী নিতাই-গৌরাঙ্গ লীলাকালীন কুলীন গ্রামে যাত্রাকালে এই স্থানে উপবেশন করিয়া ছিলাম। আমরা এখানে রহিয়া বিহার করিব।' তখন রামাই পণ্ডিত নিকটবর্ত্তী রাধানগরবাসীগণকে প্রভুর অভিপ্রায় জানাইলেন। তাহারা কাঠুরিয়া আনিয়া জঙ্গলাদি কাটাইল। রামাই পণ্ডিত পঞ্চবটী বকুলারণ্যের মধ্যে পত্রকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্থাপন করিয়া সেবানন্দে রহিলেন। সেবার সামগ্রী রাধানগরবাসীগণ যোগাইতে লাগিল। এক দিন এক ভীষণাকার ব্যাঘ্র কুটীর সমীপে উপনীত হইলে ভয়ে সমস্ত সেবক-গণ রামাই পণ্ডিতের সমীপে নিবেদন করিলেন। রামাই স্বপ্রভাবে ব্যাঘ্রের ভাবান্তর ঘটাইলেন। ব্যাঘ্র তখন রামাই পণ্ডিতের স্তুতি নতি করিয়া দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। এক বরে জীবনান্ত কালাবধি প্রসাদ গ্রহণ। আর অন্য বরে তাঁহার নামে গ্রামের নামকরণ।" রামাই পণ্ডিত তাহার অভিলাষ পূরণের জন্য উক্ত স্থানের নাম বাঘ্নাপাড়া রাখিলেন। এই ভাবে রামাই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন সহসা স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া শ্রীগোপেশ্বর প্রকট হইলেন। পূর্ব্বে যখন শ্রীজাহ্নবাদেবী রামাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া খড়দহ অভিমুখে আগমন করেন। সেই সময় শান্তিপুরে উপনীত হইলে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু রামাইকে স্বপ্নাদেশে বলি-লেন, "কোন স্থানে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে তোমার সহিত বিহার করিবে, সে সময় আমি শঙ্কর স্বরূপে প্রভুর আলয়ের দুয়ারে রহিয়া প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিব।" কতকাল পরে যখন রামাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবাক স্থাপন করিলেন, তখন শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শঙ্কররূপে প্রকট হইলেন। অদ্বৈত প্রভুর স্বপ্নাদেশ মত প্রভাতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে বিল্ব বনে শিবার্চ্চন করিতে লাগিলেন। পূজনকালে শিবা সহ শঙ্কর প্রকট হইলে বিপ্রগণসহ রামাই পণ্ডিত স্তব করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ অর্পণ করিয়া শ্রীগোপেশ্বর নাম রাখিলেন। তারপর ভক্তের দ্বারা শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও পুকুর খনন করিলেন।

তথাহি—মুরলী বিলাসে—

"এতেক শুনিয়া সবার আনন্দ বাড়িল।
কোঁড়া আসিয়া পুকুর আরম্ভ করিল॥
মন্দির পশ্চিম ভাগে করিয়া পত্তন।
দুই মাস মধ্যে শেষ হইল খনন॥
'যমুনা' বলিয়া নাম রাখিলা তাহার।
তার জলে হয় নিত্য সেবা ব্যবহার॥

* * *

একদিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন।
দেখিয়া হইল প্রেমানন্দে নিমগন॥
মন্দির করিয়া দিল অর্থ ব্যয় করি।
উৎসব করিলা বহু সামগ্রী আহরি॥
বৈসে সুখে রামকৃষ্ণ মন্দির ভিতর।
দেখিয়া ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর॥
সেবার নির্ব্বন্ধ বহু করিয়া সে দিলা।
রাজসেবা দেখি মহানন্দে ঘরে গেলা॥"

এইভাবে শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইল। ঠাকুর রামাই পুকুর প্রতিষ্ঠা কালে এক লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"প্রতিষ্ঠাকালে প্রভু দেবী যমুনায়।
আনয়ন করিলেন স্তবের দ্বারায়॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য হৈল যতেক সুধীর।
'যমুনা' রাখিলাম নাম সেই পুষ্করিণীর।"

এইভাবে রামাই পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদা প্রভু বীরচন্দ্রের আদেশে তাহার বার হাজার নাড়া শিষ্য রাত্রি দ্বি-প্রহরে বাঘ্নাপাড়ায় উপনীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা অভিরুচি মত

ভক্ষ্য অর্পণ করিতে বলিলেন। ঠাকুর রামাই পৌষ মাসের দ্বিপ্রহর রাত্রে বকুলবৃক্ষে আম্র ফলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পাক করতঃ ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ অর্পণ করিলেন। রামাইর প্রভাব শুনিয়া গৌড়ের বাদশা এক ঘড়ি পাঞ্জা উপহার দেন। আরত্রিককালে সেই ঘড়ি বাজান হইত। ঘড়ির শব্দ তিন ক্রোশাবধি ধ্বনিত হইত। একদা রামাই শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের প্রেয়সী স্থাপনের চিন্তা করিয়া ব্রজে লোক পাঠাইবার মনস্থ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বপ্নাদেশে বলিলেন, প্রভাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রভাতে ব্রজাগত শ্রীমীনকেতন ও কায়স্থ কৃষ্ণদাস নামক দুইজন বৈষ্ণব রামাইর সমীপে রেবতী ও রাধারাণী বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করিলে রামাই সানন্দে সেই বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিলেন।

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে—

"গোপীনাথে দুই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দেখিয়া।
দুইজনে আর্ত্তি করি লইলা মাগিয়া॥
তাঁহাই শুনিলা গৌড় ভুবনে রামাই।
ব্রজ হতে লয়ে গেলা কানাই বলাই॥
দোঁহে মিলাইব লঞা এই ঠাকুরাণী।
এই প্রেমানন্দে দোঁহে আইলা আপনি॥"

এইভাবে প্রেয়সীদ্বয় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর রামাই পণ্ডিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে নবদ্বীপ হইতে আনিয়া তাহার তিনপুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশবকে শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়ার সেবা অর্পণ করেন। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি শ্রীপাটের সেবক। এই স্থানেই রামাই পণ্ডিত অপ্রকট হন।

শচীনন্দন কুলদেবতা শ্রীপ্রাণবল্লভ ও শ্রীগোপীনাথদেবকে বাঘ্নাপাড়ায় আনয়ন করেন। বংশীবদনের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চট্ট শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন এবং শ্রীবংশীবদন স্বয়ং শ্রীপ্রাণবল্লভ মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

তথাহি—বংশীশিক্ষা—

"সাক্ষাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ চট্ট মহাশয়।
গোপীনাথ সেবা তাঁর তুয়া গৃহে হয়॥

বিষ্ণুপুর—বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুর হইয়া মেদিনীপুর-বাঁকুড়া জংশনের মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের লীলাভূমি। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী গ্রন্থাবলী গাড়ীতে ভরিয়া গৌড়দেশ পথে বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিলে বিষ্ণুপুর রাজ বীরহাম্বীরের অনুচরগণ হরণ করেন। তখন আচার্য্য বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কতদিন পরে রাজসভায় আগমন করতঃ গ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করেন। রাজা তদবধি পরম বৈষ্ণব হইলেন। আপনার অর্দ্ধ বাড়ী আচার্য্যের বাসস্থানের জন্য অর্পণ করিলেন। রাজার প্রভাবে বিষ্ণুপুরে প্রচুর মন্দির গড়িয়া উঠিল। আচার্য্য বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া অত্যদ্ভুত লীলা প্রকাশ করতঃ বিষ্ণুপুরবাসীকে ধন্য করিলেন। অদ্যাবধি বিষ্ণুপুর সহরে গোস্বামীপাড়ায় শ্রীনিবাস আচার্য্য সেবিত শ্রীবংশীবদন শিলা ও শ্রীরাধারমন শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহ একস্থানে থাকেন না। বংশধরগণ পালাক্রমে সেবা করেন। রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—৯ম তরঙ্গে—

"হৈল বীর হাম্বীরের পরম উল্লাস।
শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ॥"

রাজা নিঃসন্তান থাকায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ঠাকুর অভিরামকে অনুরোধ করেন। অভিরাম রাজার সাতজন রাণীর সমীপে মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া পুত্রবর প্রদান করিলেন। ছোটরাণী অভিরামের মনমত খাদ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, তাই ছোটরাণীর গর্ভে

'ধারীহাম্বীর' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মিষ্টান্ন ভোজনকালে ঠাকুর অভিরাম এক লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"ভোজন করিয়া রঙ্গে উঠিয়া গোঁসাই।
হস্তের আঙ্গুল চিহ্ন রাখেন তথাই॥
দালানে রাখিয়া চিহ্ন নদীতে আইলা।
মুখ প্রক্ষালন করি নদীকে কহিলা॥
'বিড়াই' বলিয়া নাম হইল এবার।
রাজার নন্দন স্রোত বাঁধিবে তোমার॥
তথাপি বহিবে স্রোত ঘুষিবে সবাই।
এত বলি শ্রীনিবাসে মিলিলা তথাই॥

এইভাবে ঠাকুর অভিরাম বিষ্ণুপুরে লীলা প্রকাশ করিলেন। ইতি-পূর্ব্বে যখন প্রেমানুরাগে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন সেই সময় বিষ্ণুপুরে শ্রীমদনমোহনদেবকে দর্শনছলে এক লীলা করেন।

তথাহি - অভিরাম লীলামৃতে -

"লোক সংঘটনে তিঁহ দণ্ডবৎ কৈলা।
মন্দির নিকটে যেন ভূমিকম্প হৈলা॥
দণ্ডবৎ দিয়া পুনঃ দেখেন চাহিয়া।
মদনমোহন তবু না যায় ফাটিয়া॥
আর দণ্ডবৎ তখন যদি করিলা।
পুনর্বার উঠি তাহা দেখিতে লাগিলা॥
মদনমোহন তবু আছেন বসিয়া।
মন্দিরের দ্বার মাত্র গিয়াছে বাঁকিয়া॥
পুনঃ এক দণ্ডবৎ করেন তখন।
ঘাড় বাঁকা হৈলা সেই মদনমোহন॥"

অভিরামের এই আচরণে মদনমোহন বলিলেন, "তুমি আমার ঘাড় বাঁকাইলে কেন?" তখন অভিরাম বলিলেন, "তোমার মহিমা বৰ্দ্ধন করিলাম। তুমি যে স্বয়ং স্বরূপে এই স্থানে বিরাজ করিতেছ ইহাই প্রমাণিত হইল।" তারপর ঠাকুর অভিরাম মদনমোহনের সহিত ব্রজের সখ্য বিলাসের অনুভবে মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিয়া গমন করেন। পরে কৃষ্ণনগরে অবস্থানের পর ও বিষ্ণুপুরে গিয়া বহু সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিয়াছেন।

এইভাবে অভিরাম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেম ঐতিহ্যে এখানে বহু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। এখানে রাজসভার পণ্ডিত শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী ও দেউলীগ্রামবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্যের পার্ষদগণ অবস্থান করিতেন।

বিষ্ণুপুর- নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রাম। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ ষ্টেশনে নেমে বাসযোগে নেউলে জগন্নাথবাড়ী (বাঁশতলা) স্থানে নেমে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে হয়। চাকদহ বনগ্রাম ২০নং বা ৩২নং বাসরাস্তা। চাকদহ ষ্টেশন হইতে ৯ কিলোমিটার পূর্ব্বে নেউলে বিষ্ণুপুর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীহট্ট জেলার (বাংলাদেশ) পূর্ণিপাট গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। পুত্র বিষ্ণুদাসকে অদ্বৈত প্রভুর সমীপে রেখে মাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে যেখানে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সেখান থেকে একের চার কিলোমিটার উত্তরে নিমতলা নামক স্থানে প্রায় ৬০০ বৎসর আগে শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ হয়। বর্ত্তমানে যেখানে সেবিত হচ্ছেন এও প্রায় ২০০ বৎসর হয়ে গেল। শোনা যায় ওই নিমতলা স্থানেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বসবাস করতেন। নিমতলা স্থানে যেখানে মন্দির ছিল—ঠিক সেই স্থানেই শৌচাগার দেখা গেল। এ দৃশ্য বৈষ্ণব ভক্ত মাত্রেরই বেদনাদায়ক।

বীরসিংহ গ্রাম—শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর অপ্রাকৃত প্রেম লীলা বৈচিত্রের উজ্জ্বল নিদর্শন এই বীরসিংহ গ্রাম। বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান নেমে বর্দ্ধমান—বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান পুরুলিয়া ভায়া সোনামুখী বাসে ধনশিমলা ডাকঘর রিক্সাদিতে ৪ মাইল যেতে হয়। কলিকাতা পুরুলিয়া ভায়া সোনামুখী বাসে ধনশিমলা নেমে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা অদ্যাপি বিদ্যমান।
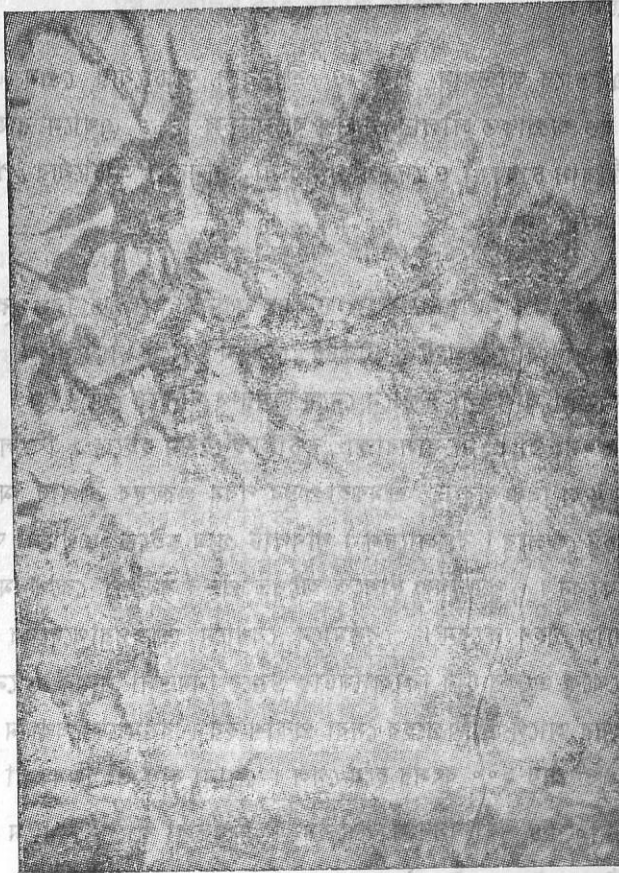
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র

এখানে জাহ্নবাদেবীর পিতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শিষ্য গোকুল দাসের শ্রীপাট। এতদ্বিষয়ে রাইচরণ দাস বিরচিত "অভিরাম বন্দনা" গ্রন্থের বর্ণন এইরূপ—

'তবে কহি শ্রীজাহ্নবা জীউর প্রসঙ্গ।
বীরসিংহাতে তাঁ রাজিছে মহোৎসব রঙ্গ॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোকুলদাস।
পাহাড়পুর গ্রামে বৈসে পরম উল্লাস॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
প্রীত করি তারে সদা বলি কহে বানী॥

* * *

অতি কৃপা করি কহে মোর দিনে।
করিবে সে মহোৎসব বৈষ্ণব ভোজনে॥
ইহা শুনি কহে শ্রীগোকুল দাস তারে।
কি করি হইব ইহা নিবেদি তোমারে॥
জাতি তন্তুবায় আমি শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি জানি।
সামগ্রী পাইব কোথা না ইহ যে ধনী॥
এত শুনি জাহ্নবা কহিছেন তারে।
আমার কৃপাতে সব হইব সুসারে॥
নদীর কিনারে বহু হেলাঞ্চিক শাক।
সুসুরি সহিত তাহা পারইবে পাক॥
বুথা জঞ্চ ব্যঞ্জনাদি করাবে রন্ধন।
আমার আজ্ঞাতে কর হইব উত্তম॥

* * *

এই মত আজ্ঞা তার করিলা পালন।
ভোগ লাগাইয়া কৈল বৈষ্ণব ভোজন॥

সেই মহোৎসব প্রতি বৎসরেতে।
মধুমাস চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষ নবমীতে॥"

শ্রীজাহ্নবাদেবীর স্বপ্নাদেশে গোকুলদাস চৈত্রমাসের কৃষ্ণনবমীতে (শ্রীরামনবমী) প্রতি বৎসর উৎসব করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে ঠাকুর অভিরামের মহোৎসব করিতেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে উক্ত উৎসব বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে শ্রীজাহ্নবাদেবী স্বপ্নাদেশে পুনরায় গোকুলদাসকে বলিলেন 'আমার দাদা অভিরামের উৎসব একই সঙ্গে করিবে।

ইহা শুনি শ্রীগোকুলদাস মহাশয়।
দুই মহোৎসব করে আনন্দ হৃদয়॥
তবে কথোদিন পরে বীরসিংহ গ্রামেতে।
আইলেন মহাশয় সগোষ্ঠি সহিতে॥
মহোৎসব করে সেই দুই দিনে।
চতুর্দ্দশ ভোগ লাগে অতি বিলক্ষণে।
শ্রীজাহ্নবা অভিরাম গোপাল কৃপাতে।
ভাগ্যবান মহাশয় সগোষ্ঠি সহিতে।
এই মত মহোৎসব বীরসিংহ গ্রামে।
অন্ন মহোৎসব হয় অতি বিলক্ষণে॥
অদ্যাবধি সেই গোষ্ঠী বৈসে বীরসিংহেতে।
সেই মহোৎসব করে তাঁহার কৃপাতে।"

গোকুলদাস এইভাবে পাড়পুর গ্রাম হইতেবীরসিংহ গ্রামে আসিয়া এই মহোৎসব স্থাপন করেন। অদ্যাবধি তাঁহার বংশানুক্রমে বীরসিংহ গ্রামে পূর্ব্বানুরূপ সমারোহে শ্রীরামনবমীর প্রাক্কালে কতিপয় দিবস যাবৎ মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিয়া থাকেন। বীরসিংহ গ্রামে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের প্রকট রহস্য জানা যায় না। তবে শ্রীরাধা বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর শ্রীমন্দিরে যে প্রাচীন শিলালিপি প্রাচীন অক্ষরে লিপি খোদিত রহিয়াছে যথা—

বেদ বেদাঙ্গ গণিতে শাকে মল্ল মহীপতে।
শ্রীমন্মল্ল মহানাথ রঘুনাথ নরাধিপ॥
তদা বীরসিংহ তনয়ো হরিভক্তি পরায়ন।
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রায় নববত্নং দদামদে॥ (৯৪৪ অব্দ)

বুধরি—বুধরি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে ভগবানগোলা ষ্টেশন। তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে এক মাইল ব্যবধানে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, জগন্নাথ আচার্য্য, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য বড়ু গঙ্গাদাস এবং ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য রবি রায় প্রভৃতির শ্রীপাট। শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া বুধরি গ্রামে পদার্পণ করেন। সে সময় শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী কন্যা হেমলতাকে বড়ু গঙ্গাদাসের সহিত বিবাহ দিয়া শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বড়ু গঙ্গাদাসকে শ্যামরায়ের সেবাধিকারী করেন। জাহ্নবাদেবী শ্রীমতী রাধিকাসহ শ্যামরায়কে বৃন্দাবন হইতে আনয়ন করেন এবং প্রভুর আদেশক্রমে এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। গঙ্গাদাস ভোগের নির্ব্বন্ধ চিন্তা করিলে স্বপ্নে শ্যামরায় বলিলেন, "যখন যাহা মিলিবে তাহাই ভক্ষণ করিব।" এই স্বপ্নবাক্য জাহ্নবাদেবীকে বলিলে তিনি ভোগের নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলেন। তদবধি বড়ু গঙ্গাদাস শ্রীশ্যামরায়ের সেবায় নিমগ্ন রহিলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বুধরিতে আগমন সম্পর্কে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি—৯ম তরঙ্গে—

"আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ মাস শেষে।
রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে।
শ্রীগোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিয়া।
কুমার নগর হইতে গেলেন তেলিয়া॥
তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত।
সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত।

যাওয়া যায়। এখানে পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাট।

তথাহি - শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ

১৪৩৬ শকাব্দে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়দেশে আগমন করেন। সে সময় কানাইর নাট্যশালা পর্য্যন্ত গমন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন পথে পানিহাটী হইতে বরাহনগর আগমন করেন। প্রভু রঘুনাথ বিপ্রের মুখে অত্যদ্ভুত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভাগবত আচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি সেই বিপ্র ভাগবত আচার্য্য নামে খ্যাত হন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বলরামপুর—বলরামপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। খড়গপুর থানার অন্তর্গত স্থান। এখানে প্রভু রসিকানন্দ কিছুদিন অবস্থান করেন সে সময়। একদা বিশজন বৈষ্ণব তার গৃহে আগমন করেন। রসিকানন্দ

তাঁহাদের রন্ধন সামগ্রী প্রদান করিয়া ঘৃতের জন্য অর্দ্ধরাত্রে নগরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে পথ ভুলিয়া তিনি এক যবনের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। পালঙ্কের উপর সস্ত্রীক যবন উপবিষ্ট আছেন। সহসা রসিক প্রবিষ্ট হইলে যবন তাহাকে ধরিয়া প্রচণ্ডভাবে প্রহার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রসিকানন্দ সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমায় কেন মারিতেছেন। আমার কোন দোষ নাই। আমার কঠোর অঙ্গে আঘাতে আপনার কোমল অঙ্গই ব্যাথিত হইবে।" তখন যবন রসিকের বাক্যে বিচলিত হইয়া তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং বহু কাকুতি করিয়া চরণে পড়িলেন। তারপর রসিক অন্যস্থান হইতে ঘৃত লইয়া স্বগৃহে আগমন করতঃ বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করিলেন। এদিকে দুই তিন দিন পরেই যবনের হাতী ঘোড়া ধন-দৌলত সমস্ত বিনষ্ট হইয়া শেষে পত্নী বিয়োগ ঘটিল। একমাত্র নিজেই মাত্র জীবিত রহিল। তখন আতঙ্কে যবন আসিয়া রসিকানন্দের চরণে আশ্রয় লইলেন। রসিকের কৃপা প্রভাবে যবন পরম বৈষ্ণব হইল এবং পুনরায় হৃত সর্বস্ব ফিরিয়া পাইলেন। এইরূপে প্রভু রসিকানন্দ বলরামপুরে অবস্থান করিয়া বহু অলৌকিক লীলা করেন।

বড় বলরামপুর বড় বলরামপুর মেদিনীপুর জেলায় প্রবর্তিত। এখানে প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ আলমগঞ্জের উৎসব সমাপন করিয়া ধারেন্দায় আসিলে রসময়, বংশী ও ভীমশীরিকর বলিলেন, "আপনি সারাজীবন তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, এখন সংসার করুন।" তখন তাহাদের অনুরোধক্রমে প্রভু শ্যামানন্দ দার পরিগ্রহ করিলেন। তখন তিনি বড় বলরামপুবে আগমন করিলেন।

তথাহি শ্রীরসিক মঙ্গলে—
"তথায় আছেন জগন্নাথ ভাগ্যবান।
তার কন্যা শ্যামানন্দে করিল প্রদান।
নাম শ্যামপ্রিয়া অতি বড় সুরূপিণী।
রূপেগুণে লক্ষ্মী অংশে ভুবন মোহিনী॥

সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া আনন্দে।
বিভা করিলেন শ্যামপ্রিয়া শ্যামানন্দে॥"

বড়গাছি বড়গাছি নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লালগোলা রেলপথে মুড়াগাছা ষ্টেশন। তথা হইতে তুই মাইল শালিগ্রামের নিকট। কৃষ্ণনগর করিমপুর বাসপথে হাঁটরা গ্রামে নেমে, মধ্যে জলঙ্গী নদী পার হয়ে কাঁচাপথে তুই মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বিহারী কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। বিহারী কৃষ্ণদাস বড়গাছির রাজা হরি হোড়ের পুত্র ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে শালিগ্রামে বিবাহ যাত্রাকালে বড়গাছি গ্রামে কৃষ্ণদাসের ভবনে আসেন। তথায় অধিবাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে বিবাহযাত্রা করেন। প্রভু নিত্যানন্দ বড়গাছি গ্রামে বহু লীলা করেন। প্রভু নিত্যানন্দ যখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন, সে সময় বড়গাছি গ্রামে লীলারঙ্গে বিহার করেন।

তথাহি— শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

"খানচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাঁহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়॥"

বড়কোলা—বড়কোলা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দ দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বড়কোলা গ্রামে মহোৎসব করেন। শ্যামানন্দের আদেশে, রসিকানন্দ উৎসবের সমস্ত দ্রব্য আয়োজন করেন। উৎসব সম্ভার লইয়া রসিকানন্দ ধারেন্দা হইতে বসন্তপুরে অবস্থান করতঃ তথা হইতে বড়কোলা গ্রামে প্রভু শ্যামানন্দের সমীপে উপনীত হন। তখন

রসিকানন্দ শ্যাবানন্দের পুনরাদেশে ধারেন্দা গ্রাম হইতে শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ আনয়ন করিলেন। এই স্থানের উৎসবে মেদিনীপুরের সুবা আগমন করেন।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"হেনকালে বিশ্বনাথ ভুঞা মহাশয়।
শশধর ভুঞা তার কনিষ্ঠ তনয়॥
হরিচন্দনের ভ্রাতা রাজ্য অধিপতি।
সঙ্গীত সাহিত্যে যোগ্য বড় শুদ্ধমতি॥
সর্ব্বগুণে গুণধর কুলশীল মান।
যাত্রা দেখিবারে তথা করিল প্রয়াণ॥"

তথায় বংশীর অনুরোধে বিশ্বনাথ ভুঞ্যাকে শিষ্য করিয়া তাহার নাম 'শ্যামমনোহর' রাখেন। শ্যামমনোহর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রেম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতঃ বহু জীবকে ধন্য করেন। এখানে সেই দেশের রাজা 'হরিবোলা' নামক দুষ্ট যবন উৎসব দর্শনে আসেন। তিনি তথা হইতে রসিকানন্দকে লইয়া গিয়া আলমগঞ্জে মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

বড়গঙ্গা—বড়গঙ্গা শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃ পুরুষগণের আবাসভূমি। এখানে প্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রকট হন। প্রভু বঙ্গদেশে গমনকালে এগার সিন্দুর হইতে শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়া বড়গঙ্গা গ্রামে পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে সময় তথায় এক অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি—প্রেমবিলাসে

"উপেন্দ্র মিশ্র চণ্ডী লিখিবার তরে।
তালপাতা সংগ্রহ করিলা বহু তরে॥
প্রভু বসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে।
উপেন্দ্র মিশ্র পহিলা শ্লোক লিখে তালপাতে।

উপেন্দ্র মিশ্র পত্নী আসিয়া তখন।
উপেন্দ্র মিশ্রেকে নিল অন্দর ভবন॥
তিঁহ কহে নাথ দেখি স্বপন অদ্ভুত।
সাক্ষাৎ নারায়ণ এই জগন্নাথ সুত।"

এই বাক্য শুনিয়া মিশ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে গৌরাঙ্গ ক্ষণ-কাল মধ্যে সম্পূর্ণ চণ্ডী গ্রন্থখানি লিখিয়া সমাপ্ত করিলেন। তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। পিতামহী কমলাবতী স্বস্নেহে মহাপ্রভুকে একটি মিষ্টি কাঁঠাল ভোজন করাইয়া বলিলেন যে, "তুমি স্বপ্নে সেরূপ দর্শন করাইলে এখন সাক্ষাতে সে রূপ দর্শন করাইয়া কৃতার্থ কর।" তখন দয়াল প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

তথাহি তত্রৈব—

"ভক্তজনে কৃপা করি প্রভু গৌর রায়।
মধুর মূরতী দুই জনেরে দেখায়।
মূর্ত্তি দেখিয়া দুই মনস্থির কৈলা।
পার্ষদ দেহ ধরি দোঁহে নিত্যধামে গেলা।"

এইরূপে প্রভু বড়গঙ্গা গ্রামে বহু লীলা করেন। এখানে গৌরাঙ্গের মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে বড়গঙ্গা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

বসন্তপুর - বসন্তপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু রসিকানন্দ ধারেন্দা হইতে বড়কোলা গ্রামে গমনপথে বসন্তপুরে আগমন করেন। তথায় মাধব, হরিদাস ও মদনমোহন নামক প্রভু শ্যামানন্দের তিনজন শিষ্য অবস্থান করিতেন। রসিকানন্দ তাহাদের ভবনে দুই তিন দিন রহিয়া বহু শিষ্য করেন।

বাইগনকোলা—বাইগনকোলা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"কাটোয়ার নিকট বাইগনকোলা পাটবাড়ী।
সেখানে বসতি আর সর্ব্ব বাড়ী ছাড়ি॥

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও শ্যালক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শ্রীপাট। অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীমনোহর দাস স্বীয় গুরু শ্রীরামশরণ চট্টরাজের সমীপে এই পাটবাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপ—এখানে শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পিতৃ ভূমি। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমারদেব নৈহাটী হইতে জ্ঞাতি বর্গের দুর্ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করতঃ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান করেন।

তথাহি—

তেঁহ জ্ঞাতিবর্গ হতে উদ্বিগ্ন হইয়া।
বঙ্গদেশে আসিলেন ত্বরান্বিত হয়া॥
বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসি নিবাস গড়িল।
স্বজন সহিতে তথা আনন্দে রহিল॥

বাহাদুরপুর—বাহাদুরপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট বুধরীর নিকটবর্ত্তী স্থান। (বুধরী দ্রঃ)

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"বুধরী নিকট বাহাদুরপুর গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম।"

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজ, শ্যামদাস ও বংশীদাস চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। শ্যামদাসের কন্যার সহিত বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ হয়। বংশীদাস শ্রীগোপীরমণ জীউর সেবা প্রকাশ করেন।

তথাহি - শ্রীঅনুরাগবল্লী -

"শ্রীবংশীদাস ঠাকুর প্রভুর কৃপাপাত্র।
পূর্ব্ব বাড়ী বুধৌর বাহাত্তুর মাত্র॥
আশ্রয় শ্রীগোপীরমণ জীউর সেবা।
তাহার ভাগ্যের সীমা কহিবেক কেবা॥
সম্প্রতি বাড়ী হয় আমিনা বাজার।
জগত বিখ্যাত গণকে পাইব পার।"

বানপুর – বানপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামে প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। রসিকানন্দ বৈদ্যনাথ রাজার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া দুষ্ট যবন রাজা আহম্মদবেগ সুবাকে কৃপা করেন। রাধানগর গ্রামে যবন অত্যাচারের কাহিনী সংবাদ পাইয়া প্রভু শ্যামানন্দ তথায় আহম্মদবেগ সুবার সমীপে যাইতে রসিকানন্দকে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহার সঙ্গে বংশী দাসকে পাঠাইলেন। রসিক সপার্ষদে বানপুরে বৈদ্যনাথ রাজার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক দর্শনে আসিতে লাগিল। তথায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার শিষ্য হইল। সুবা যবনগণ মুখে রসিকানন্দের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। তিনি হিন্দুকে শিষ্য করিতে পারেন কিন্তু মুসলমানকে শিষ্য করেন কোন অধিকারে। লোক ভাণ্ডাইতে সুবা কপট ক্রোধ দেখাইলেন। রসিকানন্দের অত্যদ্ভুত মহিমা তাহার অজ্ঞাত নহে। তিনি দূত মারফত খবর পাঠাইলেন যে "তোমার কিছু কেরামতি দেখতে চাই।" সেই সময় এক মত্ত হস্তীর অত্যাচারে জনপদ এমন কি সুবা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত। সুবা বলিলেন রসিক যদি হস্তীকে নাম দিতে পারেন তবে তাহাকে নারায়ন বলিয়া জানিব। কিন্তু তাহাই ঘটিল। রসিকানন্দ সঙ্গীগণের নিবারণ সত্ত্বেও সুবার ভবনে চলিলেন। পথে সেই মত্ত হস্তীর সহিত মিলন ঘটিল। রসিকানন্দ স্বপ্রভাবে হস্তীর ভাবান্তর ঘটাইয়া হরিনাম প্রদান করতঃ 'গোপালদাস' নাম রাখিলেন। এই অলৌকিক কার্য্যের সংবাদ শুনিয়া

সুবা ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন এবং রসিকানন্দের চরণে লুণ্ঠিত হইলেন।

বিল্বগ্রাম – বিল্বগ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীবলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। নাকাশী থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথের বেথুয়াডহরী ষ্টেশন থেকে অথবা ৩৪নং জাতীয় সড়কস্থিত বেথুয়াডহরী গ্রাম হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে

"বিল্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।"

এখানে মদনমোহনের মন্দির রহিয়াছে।

বিনুপাড়া—এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট।

তথাহি—"বিনুপাড়াবাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম।"

বিক্রমপুর—বিক্রমপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ১৬নং বাসে যাওয়া যায়, ইহা আরামবাগের নিকটবর্ত্তী। এখানে এখানে ঠাকুর অভিরামের লীলাভূমি। অভিরাম যখন বিগ্রহ প্রণাম করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় বিষ্ণুপুর হইতে খানাকুলে আসিবার পথে বিক্রমপুরে আসিলে তথায় এক বাসুলীদেবীর সহিত মিলন ঘটিল। দেবী অভিরামকে বলিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ, আমি কতদিন বনাশ্রয় করিয়া রহিব। আমায় স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ কর।" অভিরাম নিজ ভ্রমণের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে থাক, এখানেই তোমার রাজসেবা হইবে।

তথাহি – শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"শুনিয়া তাহার বাক্য আনন্দিত হৈলা।
বিক্রমপুরেতে সেই বাসুলী রহিলা।

বাসুলীকে আশ্বাস দিয়া চলিলা তুরিতে।
কাজীপুরে হৈলা দেখা মালিনী সহিতে।"

বীরভূম—এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীভগবান কবিরাজের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"বীরভূমি মধ্যে বৈদ্যরাজ তিনজন।
তার মধ্যে ভগবান কবিরাজ অগ্রগণ্য॥
তাঁর ছোট শ্রীরূপ কবিরাজ নাম।
ভগবান স্তুত নিমু কবিরাজ সদগুণ ধাম॥"

বীরচন্দ্রপুর—বীরচন্দ্রপুর বীরভূম জেলায় অবস্থিত। প্রভু নিত্যানন্দের জন্মভূমি সমীপস্থ স্থান। প্রভু নিত্যানন্দের সেবিত শ্রীবঙ্কিম দেব তথায় বিরাজিত। প্রভু বীরচন্দ্র মালদহ হইতে পিতৃ জন্মভূমি দর্শন মানসে একচাক্রায় আসিয়া শ্রীবঙ্কিমদেবকে দর্শন করেন। তীর্থে একদিন

শ্রীবঙ্কিমদেবের মন্দির

উপবাস করিয়া পরদিবস মহোৎসব করেন। স্বহস্তে বঙ্কিমদেবকে ভোজন করাইলেন এবং ভক্তগণকে পরিবেশন করিলেন। তারপর এই স্থানের নাম 'বীরচন্দ্রপুর' রাখিলেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে—

"এইমত মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ।
আত্মবর্গ মিলিয়া পাইল প্রসাদান্ন॥
সেই গ্রামে তিনদিন করিলা বিশ্রাম।
'বীরচন্দ্রপুর' বলি থুইলা তার নাম।"

বুঁধইপাড়া—বুঁধইপাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন বুঁধইপাড়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে শ্রীপাট নেয়াল্লিসপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। ইহা সৈদাবাদের অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বিরাজিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ, তৎভ্রাতা শ্রীকুমুদ চট্টরাজ এবং তাঁহাদের বংশধর রাধাবল্লভ, গোপীজনবল্লভ, গোবিন্দ রায়, গৌরাঙ্গবল্লভ, চৈতন্য দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি চট্টরাজ গোষ্ঠীর বিহারভূমি। এখানে রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজন বল্লভের সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর বিবাহ হয়। শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এখানে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"কতকালে শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি মহাশয়।
সেবার প্রকাশ লাগি প্রযত্ন করয়॥
অতেক প্রয়াসে তার উৎকণ্ঠা জানিয়া।
আজ্ঞা দিল সেবা কর সাবধান হঞা॥
আজ্ঞা পায়া শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল।
অঙ্গসেবা করাইয়া মন্দিরে বসাইল॥
আচার্য্য ঠাকুরের নিজ গুরুর সেবন।
তাঁর নামে নাম রাখে শ্রীরাধারমণ।"

এইভাবে শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আগমনে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই পাটে বসিয়া শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাস ১৫২৯ শকাব্দে ঠাকুরাণীর আদেশক্রমে "শ্রীকর্ণানন্দ" গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি শ্রীকর্ণানন্দ—

"বুঁধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনীয়ার শ্রীপাট।

তথাহি— তত্রৈব—

বুঁধইপাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণ কীর্ত্তনীয়া।
যাহার কীর্ত্তনে যায় পরাণ গলিয়া॥"

বুঢ়ন বুঢ়ন খুলনা জেলায় অবস্থিত। সাতক্ষীরা সাবডিভিসনের অন্তর্গত বুঢ়ন পরগণার মধ্যে বুঢ়নগ্রাম। বেনাপোল হইতে তিন ক্রোশ উত্তরদিক। খুলনা হইতে সাতক্ষীরায় ষ্টিমারে যাইতে হয়। এখানে ১৩৭২ শকাব্দে ব্রাহ্মণবংশে শ্রীহরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়ায় অম্বুয়ার অধিপতি তাহাকে পালন করেন।

তথাহি —শ্রীচৈতন্য ভাগবত—

"বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।"

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"বুঢ়ন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি।"

বেতুল্যা—বেতুল্যা ঢাকা জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—

"বেতুল্যা নিবাসী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী"

বেলুন—বেলুন বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া বর্দ্ধমান রেলপথে ভাতার ষ্টেশন। তথা হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত শ্রীঅনন্ত-পুরীর শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর॥"

এইস্থান বর্ত্তমানে বড় বেলুন নামে প্রসিদ্ধ। এখানে বাঁধাটিলা ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা রহিয়াছে।

বেলেটি—বেলেটি চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধরের পিতা শ্রীমাধব মিশ্রের জন্মস্থান। তিনি চক্রশালের জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সমাধ্যায়ী ও প্রগাঢ় বন্ধু ছিলেদ।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"তাঁর প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রাম তাঁহার আলয়।"

বোধখানা—বোধখানা যশোহর জেলায় অবস্থিত। অমৃতবাজার ডাকঘর। এখানে শ্রীসদাশিব কবিরাজের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস।
সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তম দাস॥

* * *

"বোধখান তে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল।
বোধখানাতে হলদা পরগণা জানিবা জর্ব্বজনে।"

তথাহি – শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"হলদা মহেশপুর আর বোধখানা।
এক দেশে দুই গ্রাম একুই গণনা।
ঠাকুর সুন্দরের সোব সেই স্থানে হয়।
সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয়॥"

বোধখানায় শ্রীপ্রাণ বল্লভের সেবা। পঞ্চম দোলের দিন মহাসমারোহে মহোৎসব হয়। বোধখানায় একটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ রহিরাছে। পঞ্চম দোলের পূর্ব্বদিনে ঐ বৃক্ষে একটিও পুষ্প থাকে না। উৎসব দিবস প্রত্যুষে কয়েকটি কদম পুষ্প বৃক্ষে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। প্রভু এই কদম্ব পুষ্প কর্ণে ধারণ করিয়া দোলযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীপাট বোধখানার সৃষ্টির ইতিহাস এইরূপ যথা -

তথাহি— শ্রীকানুনত্ব নির্ণয়ে—

"একদা জাহ্নবাদেবী সহ বৃন্দাবন।
ঠাকুর কানাই প্রভু করেন গমন॥
তথায় কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইল।
পুনঃ পুনঃ নানারঙ্গে নাচিতে লাগিল॥
পদের নূপুর খসি কোথায় পড়িল।
প্রেমোন্মদ ভরে তাহা জানিতে নারিল॥
লীর্ত্তনের অরসানে বাহ্য স্ফুর্ত্তি পেয়ে।
দেখেন নূপুর নাই দক্ষিণের পায়ে॥
তখন কহেন যথা নূপুর পড়িল।
তথায় করিব বাস প্রতিজ্ঞা রহিল॥
অন্তরে জানিল বঙ্গভূমে অবস্থিত।
বোঁধখানা নামে গ্রাম আছয়ে বিদিত॥

এই গ্রামে ছুটি গিয়া নূপুর পড়িল।
সেই হেতু প্রভু তথা বসতি করিল॥"

বিল্লোক— বিল্লেক হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে বিল্লোকে যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ঠাকুর অভিরাম গোপালের লীলাভূমি। ঠাকুর অভিরাম খানাকুল হইতে শ্রীমালিনীদেবীকে সঙ্গে লইয়া বিল্লোক গ্রামে নদীতটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সে সময় কাজীর সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিলেন। দাসীগণের মুখে মালিনীর গমনবার্ত্তা পাইয়া কাজী কন্যাসহ অভিরামকে ধরিয়া আনিতে সৈন্য পাঠাইলেন। কাজীর সৈন্যগণ গিয়া অভিরামকে বহুত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসী জনগণও উপনীত হইয়া অভিরামের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

তথাহি — শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"এখানে বিল্লোক গ্রামে মালিনী লইয়া।
নদীর তটেতে তুঁহে আছেন বসিয়া॥
মুরলীর কাষ্ঠ তবে দেখেন সেখানে।
সে মর্ম্ম গোঁসাই জীউ জানেন সন্ধানে॥
সবার মুরলী পূর্বে একত্র করিয়া।
স্রোতেতে সকলে মিলি দিলা ভাসাইয়া॥
যমুনার স্রোত যায় দক্ষিণ বহিয়া।
তবেত সে কাষ্ঠ হেথা আইলা ভাসিয়া॥

অভিরাম এক হস্তে উক্ত কাষ্ঠের বোঝা তুলিয়া বংশীনাদ করতঃ সৈন্যগণকে বলিলেন, 'তোমরা অগ্রে এই কাষ্ঠের বোঝাত্ত উত্তোলন কর, পরে আমার সহিত যুদ্ধ করিও।' তাহারা বলিল, 'ঐ বোঝা একশত জনও তুলিতে সক্ষম হইবে না'। তখন অভিরামের আদেশে মালিনীদেবী ঐ বোঝাটি এক আঙ্গুলে তুলিয়া আনিলেন। তাহা দেখিয়া কাজীর সৈন্যগণ

ও গ্রামবাসীগণ সকলে বিস্মিত হইল। তখন অভিরাম আর এক লীলা করিলেন।

তথাহি তত্রৈব—

"সবাকার মনোভাব গোঁসাই জানিয়া।
মালিনীর হাতে কাষ্ঠ তখন লইয়া॥
মুরলী বাজায়ে কত করেন গর্জ্জন।
বকুলের বৃক্ষতলে করিলা আসন॥
মুরলী রাখিয়া তলে আসনে বসিলা।
হেনকালে কাজীগণ কহিতে লাগিলা॥

এই আশ্চর্য্য বৈভব দর্শন করিয়া কাজীর সৈন্যগণ বলিল, 'এতদিন এই কন্যা আমাদের গৃহে ছিল। তোমাদের মহিমা আমরা কি প্রকারে বুঝিব। এখন আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপাশীষ প্রদান করুন।' তখন মালিনীদেবী বলিলেন—

তথাহি তত্রৈব—

"এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
খানাকুল হৈল নাম কাজীপুর এখন॥"

তারপর কাজীর সৈন্যগণ বিদায় হইলে অভিরাম মুরলী কাষ্ঠের মধ্যে মালিনী দেবীকে গোপন করিয়া ভ্রমণে চলিলেন। সে সময় নদীতে অবগাহনকালে নদী অভিরামের কৌপীন হরণ করিলে অভিরাম নদীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।

তথাহি – তত্রৈব

"অন্ধবত হয়া থাক ভিনশত যে বৎসর।
পরে এক চক্ষু তুমি পাবে রত্নাকর॥
দ্বারকেশ্বর বলি নাম কেহ বা কহিবে।
কানা নদী নামে তোমা সবাই ডাকিবে॥

রত্নাকর-নদীকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া অভিরাম কতককাল ভ্রমণ করতঃ পুনরায় বিল্লোক গ্রামে আগমন করিলেন এবং বংশী কাষ্ঠের মধ্য হইতে মালিনীদেবীকে প্রকট করিয়লন। তারপর অভিরাম সঙ্কীর্ত্তন বিলাসে প্রমত্ত হইলেক। এইভাবে বিল্লোক গ্রামে ঠাকুর অভিরাম বহুত লীলার প্রকাশ করিলেন।

বেনাপোল বেনাপোল ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বনগাঁ লাইনে বনগাঁ ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়া যায়। শিয়ালদহ রাণাঘাট বেলপথে চাকদহ ষ্টেশনে নামিয়া বাসে বনগাঁ যাওয়া যায়। রাণাঘাট ষ্টেশন হইতেও বনগাঁ ষ্টেশন যাওয়া যায়। তথা হইতে রিক্সায় হরিদাসপুর যাওয়া যায়। বেনাপোলের বর্ত্তমান নাম হরিদাসপুর। বনগাঁ থানার অন্তর্গত। এখানে ঠাকুর হরিদাস কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বনমধ্যে কতদিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

হরিদাস ঠাকুর নির্জ্জন কাননে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই হরিদাসের মহিমা গাহিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সেই দেশাধিপতি চরম বৈষ্ণব বিদ্বেষী রামচন্দ্র খানের বড়ই অসহ্য হইল। তিনি হরিদাসের অপমানের জন্য তৎপর হইলেন। তখন তিনি পরম রূপসী এক বেশ্যাকে হরিদাসের সমীপে প্রেরণ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর স্বপ্রভাবে তৃতীয় দিবসে সেই বেশ্যার ভাবান্তর ঘটাইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলেন। তখন বেশ্যা শ্রীগুরুদেবের আদেশে নিজের সকল সম্পদ ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া একবস্ত্রে মুণ্ডিত মস্তকে হরিদাসের সমীপে আসিলেন। হরিদাস তাহাকে দীক্ষাদি অর্পণ করতঃ সেই গোফায়

স্থাপন করিয়া নিজে চান্দপুরে গমন করিলেন। তদবধি বেশ্যার নাম 'কৃষ্ণদাসী' হইল। কৃষ্ণদাসী গুরুদত্ত গোফায় অবস্থান করিয়া তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণদাসী পরম বৈষ্ণবী হইলেন। তাঁহার প্রগাঢ় ভজন নিষ্ঠার কাহিনী শুনিয়া মহামহা বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দর্শনের জন্য আসিতে লাগিল। এদিকে হরিদাস ঠাকুরের নিকট অপরাধ করিয়া রামচন্দ্র খানের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। কতদিনে প্রভু নিত্যানন্দ পাষণ্ড দলনলীলা করিতে করিতে রামচন্দ্র খানের গৃহে আসিয়া তাহার দুর্গামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। অগণিত নিত্যানন্দ পার্ষদে দুর্গামণ্ডপ ভরিয়া গেল। দুর্ব্বুদ্ধি রামচন্দ্র সেবক পাঠাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'এখানে সঙ্কীর্ণ স্থান, আপনি গোয়ালার গোশালাতে গিয়ে অবস্থান করুন।' তাহা শুনিয়া প্রভু নিত্যানন্দ সেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। প্রভু চলিয়া গেলে রামচন্দ্র খান সেবককে আজ্ঞা করতঃ যে স্থানে প্রভু বসিয়াছিলেন সেই স্থান খোদাইয়া গোময়জলে লেপন করিলেন। এই মহা অপরাধে রামচন্দ্রের বিপর্য্যয় ঘটিল। কতদিন অপরাধরূপ বিষবৃক্ষে ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। রাম চন্দ্র রাজকর দিতেন না, একদা ম্লেচ্ছরাজ তাহার গৃহ ঘিরিয়া পরিজনসহ তাহাকে বন্দী করতঃ জাত নাশ করিলেন এবং তাহার দুর্গামণ্ডপে অমেধ্যাদি রন্ধন করতঃ তিনদিন অবস্থান করিয়া লুট করিলেন। বহুদিন সেই গ্রাম উজাড় হইয়া পতিত ছিল। রামচন্দ্র খান মহৎ অপরাধে মতিচ্ছন্ন হইয়া শেষে এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের ভজনীয় স্থান হিসাবে এই স্থান একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ।

বগড়ী — বগড়ী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া খড়গপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী পাঁশকুড়া ষ্টেশন। তথা হইতে বাসে ঘাঁটাল যাইতে হয়। ঘাঁটাল হইতে বাসে বগড়ী যাওয়া যায়।

এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের লীলাভূমি। প্রেম অনুরাগে ঠাকুর অভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় বিষ্ণুপুর হইতে এখানে আগমন করেন। তথায় ঠাকুর অভিরাম শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহকে

প্রণাম করিলে তাঁহার সর্বাঙ্গ ফুটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রায় বলিলেন, 'তুমি আমার এরূপ দশা করিলে কেন?' ঠাকুর অভিরাম বলিলেন, 'ইহা রক্ত নহে, তোমার সর্ব্ব অঙ্গ হইতে ঘাম চুয়াইতেছে। ইহার দ্বারা তোমার মহিমা বর্দ্ধিত হইল।'

এতদ্বিষয়ে শ্রীঅভিরাম লীলামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদের বর্ণনা যথা—

"একদণ্ডবৎ দিয়া দেখেন চাহিয়া।
সর্ব্বাঙ্গ রুধির তার পড়িছে ফুটিয়া॥
তখন সে কৃষ্ণরায় বলেন বচন।
মোর অপমান বৈলে কিসের কারণ॥
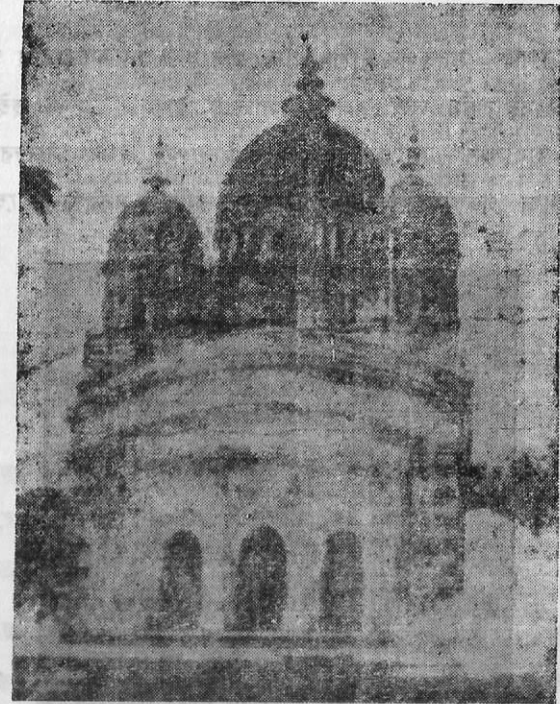
শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মন্দির

শরীর ফুটিয়া মোর রুধির পড়িলা।

এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা॥

এহো বক্ত নহে তব চুয়াইছে ঘাম।

প্রকাশ হইল এবে কৃষ্ণরায় নাম॥"

তারপর অভিরাম পুলীন ভোজন লীলানুক্রমে শ্রীকৃষ্ণরায়ের সহিত বিহার করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে খানাকুলে আগমন করতঃ শ্রীমালিনী দেবীর সঙ্গে মিলন করিলেন।

ভ

ভরতপুর— ভরতপুর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল — বারহারওয়া লুপ রেলপথে সালার ষ্টেশন। তথা হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। পণ্ডিত গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী নয়নানন্দের শ্রীপাট। নীলাচলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করিলে নয়নানন্দ ক্ষেত্র হইতে

শ্রীরাধাগোপীনাথ ও মেয়োকৃষ্ণ

গৌড়দেশে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর স্বহস্তে লিখিত গীতাগ্রন্থ যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত একটি শ্লোক বিরাজিত রহিয়াছে, সেই গ্রন্থ এবং সর্ব্বদা পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশ বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, এই বস্তুদ্বয় সঙ্গে লইয়া নয়নানন্দ রাঢ়দেশের ভরত পুর নামক স্থানে আগমন করতঃ শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

পণ্ডিত গোঁসাই প্রভুর অপ্রকট সময়।

নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥

মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্ত্তি।

সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥

তোমায় অর্পিলা এই গোপীনাথের সেবা।

ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবদেবা॥

স্বহস্তে লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।

মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা॥

ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।

এত কহি পণ্ডিত গোঁসাই হৈলা অদর্শন॥

* * *

নয়ন পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।

রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ি॥

অদ্যাপি শ্রীপাট ভরতপুরে শ্রীরাধাগোপীনাথ সেবা, গীতাগ্রন্থ ও পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি 'মেয়োকৃষ্ণ' নাম ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন।

ভঙ্গমোড়া— ভঙ্গমোড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম ভাঙ্গামোড়া। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারায় নামিয়া দামোদর নদীর পার অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীসুন্দরানন্দের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥"

এখানে পৌষী কৃষ্ণাষ্টমীতে সুন্দরানন্দের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীরজনী পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"ভঙ্গমোড়া গ্রাম সেই বড়ই সুন্দর।
রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা পুনর্ব্বার॥"

রজনী পণ্ডিত সালিকা হইতে এই স্থানে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করেন। ঠাকুর অভিরাম স্বয়ং আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করতঃ রজনী পণ্ডিতকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানে শ্রীপাট সেবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শ্রীমদনমোহনের প্রকট রহস্য দ্রষ্টব্য।

ভিটাদিয়া—ভিটাদিয়া শ্রীহট্ট জেলায় ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পিতৃভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাসকালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া ভিটাদিয়া গ্রামে পদার্পণ করেন। ফরিদপুর-বিক্রমপুর-নুরপুর সুবর্ণগ্রাম হইতে এগার সিন্দুরে আগমন করেন। ইহার সমীপে ভিটাদিয়া গ্রাম। সেখানে তখন পদ্মগর্ভাচার্য্যের পুত্র ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী অবস্থান করিতেছেন। প্রভু কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী পুত্রহীন হওয়ায় পুত্রবর প্রার্থনা করিলে প্রভু একটি কৃষ্ণভক্ত পুত্রের বর অর্পণ করিলেন। সেই বরে রূপচন্দ্রের জন্ম হয়। যিনি পরবর্ত্তীকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর সমীপে পরাভূত হন এবং রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়া ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে

"বঙ্গদেশে কামরূপ রাজা অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ।
এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র তীরে মনোহর।
তথা রাজধানী কৈল আনন্দ অন্তর॥
মিরজাফর দগগদা কুটীশ্বর।
হোসেনপুর আদিগ্রাম রয়েছে বিস্তর॥
নানাদেশী লোক বৈসে বাণিজ্য কারণ।
সবাই আনন্দ হিয়ায় করয়ে যাপন।
এগার সিন্দুর পাশে ভিটাদিয়া গ্রাম।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী বিপ্র কুলীন প্রধান॥
কমলাসুন্দরী হন তার পতিব্রতা।
তার পুত্র রূপচন্দ্র জগত বিখ্যাতা॥"

তথাহি তত্রৈব

"অধ্যয়ন শেষে পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি।
ভিটাদিয়া আসি দুই বিবাহ করিলা।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী আদি অনেক পুত্র হৈলা।"

ভাঙ্গামঠ সম্ভবতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে পারে। এখানে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ঈশান দাসের শ্রীপাট। ঈশান দাস অদ্বৈত প্রভুর আদেশে গৌরাঙ্গ ভবন গমন করতঃ শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সেবা করিয়া শান্তিপুরে পুনরাগমন করিলে অদ্বৈত প্রভু সেবা প্রদানে তাহাকে স্বভবনে রাখিলেন। একদা সীতাঠাকুরাণী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভবনে মহোৎসবে দোলা আহরণে চলিলেন। সঙ্গে জলপাত্র হস্তে ঈশান দাস চলিলেন। পথে জান্নুরায় নামক শিষ্যের দুর্বুদ্ধিতায়

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥"

এখানে পৌষী কৃষ্ণাষ্টমীতে সুন্দরানন্দের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীরজনী পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"ভঙ্গমোড়া গ্রাম সেই বড়ই সুন্দর।
রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা পুনর্ব্বার॥"

রজনী পণ্ডিত সালিকা হইতে এই স্থানে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করেন। ঠাকুর অভিরাম স্বয়ং আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করতঃ রজনী পণ্ডিতকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানে শ্রীপাট সেবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শ্রীমদনমোহনের প্রকট রহস্য দ্রষ্টব্য।

ভিটাদিয়া—ভিটাদিয়া শ্রীহট্ট জেলায় ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পিতৃভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাসকালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া ভিটাদিয়া গ্রামে পদার্পণ করেন। ফরিদপুর-বিক্রমপুর-নুরপুর সুবর্ণগ্রাম হইতে এগার সিন্দুরে আগমন করেন। ইহার সমীপে ভিটাদিয়া গ্রাম। সেখানে তখন পদ্মগর্ভাচার্য্যের পুত্র ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী অবস্থান করিতেছেন। প্রভু কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী পুত্রহীন হওয়ায় পুত্রবর প্রার্থনা করিলে প্রভু একটি কৃষ্ণভক্ত পুত্রের বর অর্পণ করিলেন। সেই বরে রূপচন্দ্রের জন্ম হয়। যিনি পরবর্ত্তীকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর সমীপে পরাভূত হন এবং রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়া ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"বঙ্গদেশে কামরূপ রাজা অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ।
এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র তীরে মনোহর।
তথা রাজধানী কৈল আনন্দ অন্তর॥
মিরজাফর দগগদা কুটীশ্বর।
হোসেনপুর আদিগ্রাম রয়েছে বিস্তর॥
নানাদেশী লোক বৈসে বাণিজ্য কারণ।
সবাই আনন্দ হিয়ায় করয়ে যাপন।
এগার সিন্দুর পাশে ভিটাদিয়া গ্রাম।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী বিপ্র কুলীন প্রধান॥
কমলাসুন্দরী হন তার পতিব্রতা।
তার পুত্র রূপচন্দ্র জগত বিখ্যাতা॥"

তথাহি তত্রৈব—

"অধ্যয়ন শেষে পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি।
ভিটাদিয়া আসি দুই বিবাহ করিলা।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী আদি অনেক পুত্র হৈলা।"

ভাজামঠ সম্ভবতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে পারে। এখানে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ঈশান দাসের শ্রীপাট। ঈশান দাস অদ্বৈত প্রভুর আদেশে গৌরাঙ্গ ভবন গমন করতঃ শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সেবা করিয়া শান্তিপুরে পুনরাগমন করিলে অদ্বৈত প্রভু সেবা প্রদানে তাহাকে স্বভবনে রাখিলেন। একদা সীতাঠাকুরাণী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভবনে মহোৎসবে দোলা আহরণে চলিলেন। সঙ্গে জলপাত্র হস্তে ঈশান দাস চলিলেন। পথে জান্নুরায় নামক শিষ্যের দুর্ব্বুদ্ধিতায়

দেবী দোলা হইতে অবতরণ করিয়া জানুরায় ও ঈশান দাসকে গৃহাশ্রমী হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই আজ্ঞা শুনিয়া ঈশান দাস বহু কাকুতি মিনতি করিলে দেবী সস্নেহে বলিলেন, 'তোমার কোন দোষ নাই। তোমার দ্বারা এক কীর্ত্তি রাখাই আমার অভিপ্রায়॥'

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে

"সীতাদেবী কহে ঈশান তুমি সাধুজন।
তোমার গৃহে জগন্নাথ করিবে গমন॥
ঐ দেখ তরণ্য মাঝে ভাঙ্গামঠ সাজে।
সেই স্থানে জগন্নাথ করিবে বিরাজে॥
তোমার দুঃখের দুঃখী হইবে জগাই।
খাইবে তোমার অন্ন লইয়া বলাই॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ধন লুটিবে তোমার।
সঞ্চয় না রবে ধন গৃহের মাঝার।
তোমার বংশে জন্মিবে তিনটি তনয়।
সমান অক্ষর তিন নামের উদয়॥
মহাসাধু জন্মিবেক ভক্ত অবতার।
কীর্ত্তনী মঙ্গলী তিন নামে মাতোয়ার॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হইবে অধিক গুণবান।
সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি মাত্র হরিবেক জ্ঞান॥"

এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'ভাঙ্গামঠে' তাহাকে স্থাপন করিলেন। জানুরায়কে বলিলেন, 'তুমি ধনবান হইবে, ঈশান দাসকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবে।

ভেঁদো—ভেঁদো গ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে রিক্সায় কাজীডাঙ্গার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার হেলথ সেণ্টারের পাশ দিয়ে গেলেই ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট ভেঁদো দোলবাড়ী বিরাজিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন নামিয়া ৩১নং বাসে কাজীডাঙ্গার মোড় নামিবে। তথা হইতে রিক্সা বা অটোতে এখানে যাওয়া যায়। ঝড়ুঠাকুর জাতিতে ভূমিমালী ছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। শ্রীকালিদাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ উপলক্ষ্যে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করেন। কালিদাস বৈষ্ণব অধরামৃত গ্রহণ কারণে সর্বত্র বৈষ্ণব সমীপে গমন করি-তেন। সেই অভিপ্রায়ে কালিদাস একদা আম্র ভেট লইয়া ঝড়ু ঠাকুরের ভবনে উপনীত হইলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—অন্তে ১৬ পরিচ্ছেদ—

"ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রফল লয়া তিঁহো গেলা তার স্থান॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥
পত্নী সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥"

ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসকে দেখিয়া সসঙ্কোচে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করি-লেন। কালিদাস তখন নিজ অভিপ্রায় জানাইলে তিনি পরম সদৈন্যে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন কালিদাস আম্রভেট প্রদান পূর্ব্বক কিছু দূরে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ু ঠাকুর কিছুদূর সঙ্গে আসিয়া তাহাকে বিদায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক গৃহে গমন করতঃ আম্রফলটি গ্রহণ করিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল॥
কলা পাটুয়া খোলা হইতে আম্র নিকালিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে॥

আঁটি চোকা সেই পাতুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লয়া।
সেই খোলার আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥

শ্রীপাটে ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ

এদিকে ঝড়ু ঠাকুর গৃহে আসিয়া কালিদাস প্রদত্ত আম্রফলটি মানসে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতঃ সস্ত্রীক ভোজন করিয়া আঁটি যদি উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলিলেন তারপর কালিদাস আসিয়া গর্ত্ত হইতে উচ্ছিষ্ট আঁটি লইয়া চুষিতে চুষিতে তথায় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানে কালিদাস

বৈষ্ণব অধরামৃতের মহিমা দেখাইলেন। সেই আঁটিটাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি হইয়া শ্রীপাটে বিরাজিত ছিল। গত প্রায় ৫০/৬০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত আম্র বৃক্ষটি অপ্রকট হওয়ায় উক্ত স্থানে তৎসাময়িক সেবাইত স্মৃতি সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে একটি আম্রবৃক্ষ রোপণ করেন। সেই বৃক্ষ আজও বিদ্যমান। শ্রীপাটে ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিরাজিত। বর্ত্তমানে নূতন মন্দিরের পশ্চাতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরের পশ্চিমে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তটি পুকুররূপে পরম পবিত্রতার সহিত বিরাজিত। তাহার পাড়েই আম্রবৃক্ষ বিরাজমান। পঞ্চমদোলে এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ম

মণ্ডলগ্রাম—এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দে—

"আর শিষ্য তার রাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল গ্রামবাসী তিঁহো ভক্তি শূর॥"

মুনসবপুর—শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে—

"বিপ্রকুলে জন্ম মহাশয় মহাধীর।
গোপালের সেবাতে নিষ্ঠা বুদ্ধি সুগভীর॥
শিষ্য হইয়া ঠাকুরের বহু সেবা কৈলা।
আজ্ঞাক্রমে মুনসবপুরে নিবসিলা।"

মুলুক—শ্রীপাট মুলুক বীরভূম জেলায় বোলপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পৌত্র শ্রীকানুরাম ঠাকুর শ্রীরাধাবল্লভ ও

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা স্থাপন করেন।

মঙ্গলডিহি — মঙ্গলডিহি বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান-বরাকরের মধ্যবর্তী খানা ষ্টেশন। খানা-সাঁইথিয়ার মধ্যবর্তী বোলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে বোলপুর-সিউড়িগামী বাসে পাড়ুই নামিবে। তথা হইতে অন্য বাসে বা রিক্সায় ৩/৪ মাইল মঙ্গলডিহি। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের শ্রীপাট। তথায় পানুয়া গোপালের সেবিত শ্রীশ্যামচাঁদ বিরাজিত। পানুয়া গোপালের প্রেমে শ্রীশ্যামচাঁদ চিরবদ্ধ। এতদ্বিষয়ে শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যেই যজ্ঞপত্নীগণের নিকট হইতে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশে এক সন্তান প্রবল অনুরাগে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণকালে শ্রীশ্যামচাঁদকে প্রাপ্ত হন এবং একাশি পুরুষক্রমে সেবায় নিমগ্ন থাকেন। শেষ পুরুষ সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীশ্যামচাঁদকে মস্তকে বহন করতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মঙ্গলডিহি গ্রামে শ্রীপানুয়া গোপালের গৃহে অতিথি হন এবং তাহার বৈষ্ণবতা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার গৃহে শ্রীশ্যামচাঁদে স্থাপন করতঃ চারি বৎসর নীলাচলাদি তীর্থ ভ্রমণ করেন। তীর্থ ভ্রমণান্তে ফিরিয়া শ্যামচাঁদকে গ্রহণ করিতে গেলে সবংশে গোআল বিরহসাগরে নিমগ্ন হইলেন। গোপালের প্রেমসেবা সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ —

তথাহি শ্যামচন্দ্রোদয়ে —

"গ্রামের নৈঋতে পর্ণলতা গড়ি বাড়ুই আনিয়া সোঁপে।
পনের দিবসে, বরজ হইল, দেখি সর্ব্বলোক কাঁপে॥
সেই ববজের, এক বোঝা করি, পান নিতি নিতি লয়া।
সেবার কারণে, ঠাকুর গোপাল, বিদেশে বেচেন যাঞা॥
সেদিন হইতে, পানুয়া গোপাল নামটি লোকেতে বলে।
শ্যামচান্দ তার বোঝাটি বহেন, তেঞিঁ আলগোছে চলে॥

পথ কোটে পথ, পঁচিশ ক্রোশ যে নিতি যাতায়াত করে।
পান বিকি করি, দশ দণ্ড মাঝে, সেবা করে আসি ঘরে॥

* * *

কিঞ্চিৎ ভোগের বিলম্ব হইলে লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
মোর শ্যামচাঁদ, ক্ষুধায় পীরিত, হেরয়ে মুখখানি॥
কখন কখন তাহারে স্বপনে, শ্যামচাঁদ কহে কথা।
কাল সকালেতে, ক্ষীর খাওয়াইবে, শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা॥

এইভাবে পানুয়া গোপাল পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভগ্নী মাধবীর সহিত শ্রীশ্যামচাঁদের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা সন্ন্যাসীর আগমনে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। সন্ন্যাসী তাহাদের সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্যামচাঁদকে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর গিয়া শ্যামচাঁদ ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য এত ভারি হইলেন যে তাহাকে লইয়া সন্ন্যাসী এক পদ অগ্রসর হইতে পারিল না। শ্যামচাঁদ স্বপ্নে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া আমায় পানুয়া গোপালের সমীপে অর্পণ কর। এদিকে পানুয়া গোপাল সবংশে বিরহ ব্যথিত হইয়া উপবাস করতঃ ভূমিতে শায়িত রহিয়াছে। তাঁহাকে শ্যামচাঁদ স্বপ্নে বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি অগ্রবর্তী হইয়া আমাকে লইয়া এস। স্বপ্নাদেশক্রমে গোপাল ছুটিলেন।

তথাহি —

পানুয়া অঙ্গনে পড়ি, দেখিয়া দয়াল হরি, স্বপনেতে ধরিয়া উঠায়।
আমি যাচ্ছি ঘরে ফিরি, তুমি আইস আগুসরি, গ্রামের ঈশান পাশ পথে।
পুনশ্চ পুনশ্চ কয়, এই স্বপ্ন মিথ্যা নয়, লাগ পাবে পথেতে আসিতে।
তারপরে লক্ষ্মীপ্রিয়া ভূমিতলে ছিল শুঞা, স্বপনেতে তারে কয় কথা।
বালক রূপেতে গলে ধরিয়া বসিয়া কোলে, খাইতে দেগো লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা
ধরি রাখে সন্ন্যাসী, আজি আমি উপবাসী, তুমি মোর তত্ত্ব না করিলে।
পানুয়া অর্জিত ধন, তোর হস্তের রন্ধন তা বিনে উপাসী আছি বলে॥

ফিরিয়া অসিছি আমি, সামগ্রী করহ তুমি, গোপালে পাঠাও মোরে নিতে ॥

পানুয়া গোপাল সন্ন্যাসীসহ শ্যামচাঁদে পরম সমাদরে স্বগৃহে আনিয়া মহামহোৎসব করিলেন। তদবধি প্রেম অনুরাগে সেবানন্দে বিভোর হইলেন। সন্ন্যাসী আপনাকে ধিক্কার করিতে করিতে কাশীধাম চলিলেন। একদা পানুয়া গোপাল পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ শ্যামচাঁদের চরণাম্বুজে নিজ নিজ মন আর্ত্তি নিবেদন করিলেন।

তথাহি—

চরণে ধরিয়া বলে, কোন অপরাধ ছলে,
আর কভু না যাবে ছাড়িয়া।
আজি হইতে মোর, না ছাড়িবে মন্দির,
নিজগুণে থাক পূর্ব্বাপর ॥
যার অপরাধ পাবে, তাহার দমন দিবে,
তবু মোর না ছাড়িবে ঘর।
রাজক দৈবক হৈলে, যদি অন্যস্থানে গেলে,
পশ্চাতে আসিবে এই ঘরে ॥

এইভাবে শ্যামচাঁদ শ্রীপাট মঙ্গলডিহিতে অবস্থান করিয়া জগত উদ্ধার করিতে লাগিলেন। শ্যামচাঁদের প্রেমলীলার ও পানুয়া গোপালের ঐতিহ্যে শ্রীপাট মঙ্গলডিহিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ।

গ্রামের পূর্ব্বকোণে পুরুয়া নামক পুষ্পরিণীর ঘাটের সমীপে কদম্বখণ্ডীতে সুন্দরানন্দ সমীপে পানুয়া গোপালের দীক্ষা হয়।

তথাহি

পুরুয়া নামেতে একটি পুষ্করিণী গ্রামের পুবেতে রন ॥
তাহার ঘাটেতে কদম্ব খণ্ডিতে বৈসা সুন্দরানন্দ।
কৃপা করি প্রভু সেখানে বসিয়া আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥

যে স্থানে বসিয়া সুন্দরানন্দ পানুয়া গোপালকে দীক্ষা দেন এবং যে স্থানে তৎকালে দ্বাদশ দিন মহোৎসব হয়, সেই স্থানের স্মৃতিরক্ষার্থে অদ্যাপি নন্দোৎসবের দিন বহু নরনারী তথায় সমবেত হন। পুরিয়ায় স্নান করিয়া ঘাটে চিড়া, দধি, মিষ্টান্নাদি ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করতঃ কৃতার্থ হন। পানুয়া ঠাকুরের শিষ্য কাশীনাথের বংশধরগণ এই পাটের সেবক। এই বংশে শ্রীপ্রেমভক্তিরসার্ণব, শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব গ্রন্থের লেখক নয়নানন্দ। নয়নানন্দের ভ্রাতা গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ, শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ও জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ নামক সঙ্গীত নাটক রচনা করেন। আশ্বিনী শুক্লা সপ্তমীতে পানুয়া গোপালের তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মহুলা মহুলা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ভারতী ষ্টেশন নেমে উত্তর পশ্চিম দিকে দেড় কিলোমিটার দূরে হাঁটাপথে মহুলা গ্রাম। অথবা সারগাছি ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান। যিনি ভাবক চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মহুলা গ্রাম হইতে বোরাকুলি গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"মহুলা হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা ॥"

মল্লদেশ—এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ আচার্য্যের শ্রীপাট। যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধামালী গীত রচনা করেন।

"বন্দে গোবিন্দমাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম সুধাময়ম্।
গোবিন্দোল্লাস—রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্ ॥"

মহিনামুড়ি— মহিনামুড়ি বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীসত্যরাঘবের শ্রীপাট।

তথাহি - শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে —

"মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম ॥"

মথুরাগ্রাম - মথুরাগ্রাম সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া খাটিয়াড়া হইতে মথুরাগ্রামে প্রবেশ করেন। তথায় ভীমধন নামক ব্যক্তিকে কৃপা করেন। প্রভু শ্যামানন্দ কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান করেন। তথায় প্রভু শ্যামানন্দের পত্নী শ্রীশ্যাম প্রিয়া ঠাকুরাণী আগমন করেন।

মালিহাটী - মালিহাটী মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়ার তিন ষ্টেশন পরে মালিহাটী ষ্টেশন। কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কর্ণানন্দাদি গ্রন্থের লেখক শ্রীযদুনন্দন দাসের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীকর্ণানন্দে —

"দীন যদুনন্দন বৈদ্যদাস নাম তার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার।"

মালীপাড়া—মালীপাড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে গোস্বামী মালীপাড়া নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেলপথে চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে ১৭ বা ১৮নং বাসে সেনহাটী (সেনেটী) নামক বাস ষ্টপেজে নামিয়া এক মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ খঞ্জন আচার্য্যের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের সূচকে—

"যাঁর পিতা ভগবান খঞ্জন আচার্য্য নাম।
মালীপাড়ায় প্রকাশিলা আর্য্য ॥"

শ্রীভগবান আচার্য্যের পুত্র শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। এখানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। মালীপাড়া

নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে দ্বারবাসিনী নামক স্থানে দ্বারপাল নামে এক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজার একটি মনোরম পুষ্পোদ্যান ছিল। তদীয় উদ্যান রক্ষাবেক্ষণে কতিপয় মালী তথায় বাস করিত। কালক্রমে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়া মালীপাড়া নামে খ্যাত হয়। পরবর্ত্তীকালে ত্যালেণ্ডুর সন্নিকটবর্তী একটি মালিপাড়ার অভ্যুত্থান ঘটায় ইহাকে ত্যালাণ্ডু মালীপাড়া ও পুর্ব্বোক্ত মালীপাড়া গোস্বামীগণের অবস্থান কারণে গোস্বামী মালীপাড়া নাম হয়। শ্রীভগবান

মালীপাড়ার শ্রীরাধাগোবিন্দদেব

আচার্য্যের বংশধর গোস্বামীগণের বাসের কারণেই গোস্বামী মালীপাড়া নামে প্রসিদ্ধ। গোস্বামী মালীপাড়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ।

মালদহ—মালদহ উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে ফারাক্কা রেলপথে ফারাক্কার কয়েক ষ্টেশনের পরবর্তী মালদহ টাউন ষ্টেশন।

এখানে প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের লীলাভূমি। গৌড়ের নবাব হুসেন সাহের অমাত্য শ্রীকেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রীকে কৃপাচ্ছলে প্রভুর বীরচন্দ্র এখানে এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। প্রভু বীরচন্দ্র

ঢাকার নবাবকে উদ্ধার করিয়া সপার্ষদে মহানন্দা নদীর তীরে মালদহ গ্রামে আগমন করেন। তথায় এক ভাগ্যবন্তের গৃহে অবস্থান করিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করেন এবং সঙ্কীর্ত্তনকালে আকাশ মেঘাবৃত হইলে তিনি প্রভাবে নিবারণ করেন। সেই সময় রামকেলি হইতে দুর্লভ ছত্রী স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া হস্তী গজ সৈন্যসহ প্রভুর দর্শনে আগমন করেন। প্রভুর আজ্ঞা লইয়া দুর্লভ ছত্রী তথায় মহামহোৎসব আয়োজন করিলেন। মহানন্দা নদীর তীরে মালদহ গ্রামে মহোৎসব আরম্ভ হইল। সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে মালদহ গ্রাম ধন্য হইল। অগণিত কাঙ্গাল আতুর তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। দুর্লভ ছত্রী সবংশে প্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। শেষে তিনি সঙ্কীর্ত্তন স্থানটি প্রভুকে অর্পণ করিলেন।

তথাহি – শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে—

"তুই সহস্র মুদ্রা স্বুবর্ণ সহস্র।
উত্তরের অশ্ব তুই বহুবিধ বস্ত্র।
মহোৎসব স্থান দেবত্তর পাট্টা লিখি।
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি।
তারে কৃপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি বৈলা॥
সেই হইতে শ্রীপাট হইল মালদহ।
এমত করিল বীরচন্দ্র অনুগ্রহ॥"

প্রভু বীবচন্দ্রের মধ্যম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু শ্রীপাট মালদহে অবস্থান করেন। এই মালদহে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীমুরারী দাসের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"মালদহে মুরারী দাস করেন বসতি।"

মঙ্গলকোট – মঙ্গলকোট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া লাইন রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে।

এখানে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য শ্রীচন্দন মণ্ডলের শ্রীপাট। প্রভু বীর চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভু গোপীজন বল্লভ এখানে 'লতাগদী' স্থাপন করেন। প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী অন্তর্দ্ধান উদ্দেশ্যে সর্ব্বশেষ ব্রজযাত্রা কালে প্রভু গোপীজন বল্লভসহ দোলারোহণে একচাক্রা পথে চলিলেন। পথে মঙ্গলকোটে শ্রীচন্দন মণ্ডলের ভবনে পদার্পণ করেন। ইতিপূর্বে চন্দন মণ্ডল একখানি দিব্য রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চন্দন মণ্ডল যাত্রাকালে শ্রীজাহ্নবাদেবীকে রথারোহণ করিতে অনুরোধ করিলে দেবী গোপীজন বল্লভ প্রভুকে আদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই রথে আরোহণ করিয়া চন্দন মণ্ডলকে সবংশে পরিত্রাণ করতঃ তাহার মনবাঞ্ছা পূরণ কর।' আজ্ঞানুরূপ আরোহণ করিয়া প্রভু গোপীজন বল্লভ তথায় অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে—

"লীলায় চড়িলা প্রভু রথের উপরে।
চারিদিকে লোক সব হরিধ্বনি করে।
হরি বোল হরি বোল জয় কৃষ্ণ রাম।
এই সুধাধ্বনি বর্ষে সদা কৃষ্ণনাম॥
রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
বনমালা পীতবস্ত্র চতুর্ভুজ হইল॥
উত্তম মধ্যম আর প্রকৃতের গণ।
সবে মিলি এককালে পাইল দর্শন॥
আর এক কৃপাশক্তি করিল বিস্তার।
সবার মুখে স্তুতিবাক্য নেত্রে জলধার॥
রথ চড়ি প্রভু মণ্ডলের পূজা নিল।
বহু দ্রব্য আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল॥

রথ টানে মণ্ডল সগণে সঙ্গে লইয়া।
আর সব লোক টানে কাছিতে ধরিয়া॥

এইমত রঙ্গে প্রভু বিলাস করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে রথ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন চন্দন মণ্ডল সদৈন্যে প্রভুকে বলিলেন—

তথাহি - তত্রৈব—

"মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি।
যতেক আইলা চড়ি রথ গম্যভূমি॥
এই ভূমি হইল তোমার অধিকার।
তীর্থ ক্ষেত্র হইল মোর সত্ত্ব নাহি আর॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
এই সব বার্ত্তা আসি শ্রীমতিরে কৈল।
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর তান।
শ্রীপাট করিয়া আখ্যান হইল লতাধাম॥"

এইরূপে প্রভু গোপীজন বল্লভ অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া চন্দন মণ্ডলের প্রদত্ত স্থানে 'শ্রীলতাধাম' স্থাপন করিলেন। এইভাবে মঙ্গলকোট মহাতীর্থ হইল।

মীর্জাপুর—মীর্জাপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-আজিম গঞ্জ প্যাসেঞ্জারে আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া সাহেবগঞ্জ লোকালে গণকড ষ্টেশনে নামিলে ৫/৭ মিনিট হাঁটাপথ। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোপাল দাসের শিষ্য শ্রীগোপীমোহনের শ্রীপাট।

তথাহি—কর্ণানন্দ ১ নির্য্যাস

গোপাল দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়।
গোপীমোহন দাস মীর্জাপুরালয়॥

তিঁহো মহাভাগবত কি তার কথন।
যাঁর শিষ্য শ্যামদাস খড়গ্রাম ভবন॥

খড়গ্রাম—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া আজিমগঞ্জ রেলপথে খাগড়াঘাট ষ্টেশনে নেমে বাসে খড়গ্রাম ষ্টপেজ।

শ্রীপাট মীর্জাপুরে শ্রীরাধামদন গোপাল ও শ্রীসীতা—সীতানাথের শ্রীমূর্ত্তি সেবা দেখা যায়। লোক প্রসিদ্ধিতে ইহা সীতানাথের পাট বলিয়া পরিচিত। শ্রীঅদ্বৈতের প্রাণধন শ্রীমদন গোপাল ও শ্রীশ্রীসীতানাথের শ্রীমূর্ত্তি থাকায় কোন তদ্বৈত বংশীয় বা তাঁর শিষ্যানুশিষ্য ক্রমিক কেহ এই সেবা স্থাপন করেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

য

যাজিগ্রাম যাজিগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া ষ্টেশন। তথা হইতে দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। কাটোয়া-দাঁইহাট বাস রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীপাট। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতামহের নিবাস ছিল। পিতৃদেব অদর্শনে শ্রীনিবাস আচার্য্য চাখন্দি হইতে যাজিগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে—২য় তরঙ্গে

"কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস মহাশয়।
যাজিগ্রামে গেলা মাতামহের আলয়॥
যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত।
যাজিগ্রামে বাস এবে হয়ত উচিত॥

তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে -

"কথোক দিবস বাস চাখন্দিতে করি।
আইলেন যাজিগ্রামে সেইস্থান ত্যাগ করি॥

ফাল্গুন মাস পঞ্চমীতে করিলা বসতি।
গ্রামের জমিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্প্রতি।
তেজ দেখি জমিদার করিলা আদর।
এই গ্রামে বাস কর করি দিয়ে ঘর॥

* * *

গ্রামের পশ্চিমভাগে আলয় সুন্দর।"

শ্রীনিবাস আচার্য্য মাতাকে যাজিগ্রামে রাখিয়া শ্রীখণ্ডে গমন করেন। তথায় শ্রীনরহরি ঠাকুরের আদেশে নীলাচলে গমন করেন। তথা হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌড়মণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। কতদিনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ যাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া লীলা প্রকাশ করিলেন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরূপ ঘটকের নিবাস ছিল। রূপঘটক আপনার বাটীর অর্দ্ধাংশ আচার্য্য প্রভুকে দান করেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"যাজিগ্রাম নিবাসী রূপঘটক মহাশয়।
অর্দ্ধেক বাড়ীতে করিয়া দিলেন নিলয়।"

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথমা পত্নী দ্রৌপদী (ঈশ্বরীজী) দেবীর প্রকটভূমি। শ্বশুর শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্যালক শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। উক্ত শ্যালকদ্বয় ছয় চক্রবর্ত্তীর দুইজন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
আচার্য্যের কন্যা দিতে তাঁর মহা আর্ত্তি।
বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে।
কন্যাদান করয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥
পূর্ব্বে কন্যা নাম সবে দ্রৌপদী কহয়।
হইল ঈশ্বরী নাম বিভার সময়।

শ্যামদাস, রামচন্দ্র-গোপাল তনয়।
শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যাজিগ্রামে বহু লীলা করেন। একদা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া মহাসমারোহে প্রভুর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"একদিন আচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রামে।
সরোবর তটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে॥
গণসহ বৈসে তথা তেজ সূর্য্য প্রায়।
সকরুণ নয়নে পথের পানে চায়।
দেখে একজন দিব্য দোলার উপর।
সুসজ্জে বিবাহ করি যায় নিজ ঘর॥"

রামচন্দ্র কবিরাজ দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সরোবর তীরে কতক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সেইকালে আচার্য্য প্রভু কন্দর্প সদৃশ অপরূপ রূপ বিশিষ্ট রাম কবিরাজকে উদ্দেশ্য করিয়া বহুত শাস্ত্রীয় উপদেশ খ্যাখ্যা করিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ দূর হইতে আচার্য্য প্রভুর সূর্য্য সদৃশ তেজরাশী ও সুমধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইলেন। তারপর গৃহে গমন করিয়া রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করতঃ যাজিগ্রামে আচার্য্য সমীপে আসিলেন এবং তাঁহার শরণ হইলেন। এইভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে অবস্থান করতঃ প্রিয় পারিষদগণসহ বহু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত লীলার কিছু কিছু প্রতীক বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। তথায় শ্রীমন্দির, ডালঢালা পুষ্করিণী, (যে স্থানে মহোৎসব কালীন শ্রীজাহ্নবাদেবী ডাল ঢালিয়াছিলের), বীর হাম্বীর দীঘি (যাহার তীরে রামচন্দ্র কবিরাজ অবস্থান করিয়া আচার্য্য প্রভুর উপদেশ শুনিয়াছিলেন। তাহা মজিয়া উচ্চ পাড়ের স্মৃতিটি রহিয়াছে) দন্তধাবন নিম্ববৃক্ষ, আচার্য্য প্রভুর পাদুকা স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়।

যশোড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ ষ্টেশনে নামিয়া এক মাইল পশ্চিমে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরহে নবদ্বীপ হইতে লীলাচক্রে যশোড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে তাহার সূচকের বর্ণন যথা—

"তবে কতদিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কৈল,
জগদীশ দুঃখিত হৃদয়।

শ্রীজগন্নাথ দেব

গৌরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি,
নীলাচলে করিলা বিজয়॥
নাচি জগন্নাথ আগে, ভক্তি কৈল অনুরাগে,
জগন্নাথ স্বপনে কহিলা।
বর লহ মোর ঠাঁই, যাহা চাহ দিব তাই,
পণ্ডিত বর মাগিয়া লইলা॥

শ্রীগৌরগোপাল

তব পূর্ব্ব কলেবর, মোরে দেহ এই বর,
শুনি প্রভু প্রসন্ন হইলা।
রাজস্থানে দেওয়াইল, কান্ধে করি লৈয়া আইল,
যশোড়ায় প্রকট করিলা॥

মহাপ্রভু জগন্নাথে, দেখিয়া বিস্মিত চিতে,
পণ্ডিতেরে কহে মৃদুভাষ।
তুমি এইস্থানে রহ, মোরে তুমি আজ্ঞা দেহ,
আমি করি নীলাচল বাস॥
শুনিয়া দুঃখিনী কান্দে, কেহ পাশ নাহি বান্ধে,
যেন ক্ষ্যাপা পাগলিনী প্রায়।
তবে প্রভু বাল্যরসে, জানিয়া ভকতি বশে,
সেই তনু হৈল দুই কায়॥
তবে এক তনু নিল, গোপাল নাম থুইল,
সেবা করে বাৎসল্যের ভাবে।
এইমত দিবানিশি, কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসি,
নিস্তারিল আপন প্রভাবে॥"

এইভাবে শ্রীপাট যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌর গোপাল সেবা প্রকট করিলেন। অদ্যাপি সেই সেবা বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হইতে হইলে মৎপ্রণীত 'জগদীশ চরিত্র বিজয়' গ্রন্থ পড়ুন।

র

রামকেলি—রামকেলি গ্রাম মালদহ জেলায় অবস্থিত। মালদহ ষ্টেশন হইতে রিক্সায় রথবাড়ী মোড়, তথা হইতে বাস বা ট্রেকারে রামকেলি যাওয়া যায়। এখানে গৌরপ্রিয় শ্রীরূপ সনাতন বল্লভ শ্রীজীব কেশব ছত্রী ও তৎপুত্র দুর্লভ ছত্রীর শ্রীপাট। শ্রীরূপ সনাতন ও বল্লভ গৌড়রাজ হোসেন শাহের অমাত্য হইয়া রামকেলিতে পদার্পণ করেন। সহসা এক দিন অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া বিচলিত হন। স্বপ্নে যেই বিপ্র তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অর্পণ কয়িয়াছিলেন, প্রাতে সেই বিপ্র সাক্ষাতে আসিয়া

শ্রীমদ্ভাগবত অর্পন করিলেন। তদবধি সনাতনের ভাবোচ্ছ্বাস ঘটিল।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"তদবধি সনাতন প্রেমযুক্ত মন।
শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভিল করিয়া যতন॥
গায়ক বাদক নর্ত্তনকারি আদিগণ।
সর্বদেশ হইতে তথা করে আগমন॥
কর্ণাট হইতে যত ব্রাহ্মণ আসিল।
ভট্টবাটি গ্রামে সর্ব্বজনে স্থান দিল।
এই ভট্টাচার্য্যগণের নামে নাম হৈল।
সভাসহ সনাতন আনন্দে মাতিল॥
দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধাযুক্ত মন।
নিভৃতে করিল গুপ্ত বৃন্দাবন রচন॥
কদম্ব কানন, শ্যামকুণ্ড স্থাপিল।
বৃন্দাবন লীলা স্মরি প্রেমেতে মাতিল॥
মদন মোহন বিগ্রহ করয়ে সেবন।
হেরিতে গৌরাঙ্গ লীলা উৎকণ্ঠিত মন॥

এইভাবে সনাতন রামকেলিতে অবস্থান কবিতেছেন। সহসা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ উপনীত হইলে ভ্রাতা শ্রীরূপের সহিত হিন্দুবেশে গোপনে নিশা ভাগে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে নিজ নিজ মর্ম্মবেদনা প্রভুর সমীপে জ্ঞাপন করিলে প্রভু সান্ত্বনা ছলে কৃপা ইঙ্গিত করিলেন। কত দিনে রূপ ও বল্লভ রাজবিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিলে রাজা বহু অনুরোধ অন্তে তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সনাতন কোন প্রকারে কারামুক্ত হইয়া প্রভুর সমীপে পৌছি-লেন। সে সময় শ্রীজীব অতীব শিশু। কতদিনে তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ-দ্বয়ের পথানুশরণ করিলেন। অদ্যাপি তাহাদের বহু কীর্ত্তি রামকেলি গ্রামে বিরাজ করিয়া তাহাদের মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে।

রায়পুর - রায়পুর মুর্শিদাবাদ জেলায় গোয়াস পরগণায় অবস্থিত। (গোয়াস দ্রষ্টব্য) এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর শ্রীপাট। তিনি এখানে শ্রীগোবিন্দ সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি করেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী -

"শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়।
গোয়াস পরগণা রায়পুর বাড়ী হয় ॥
সেবা লীলা গোবিন্দের পরম মধুর।
যাঁর অভিষেক কৈল আচার্য্য ঠাকুর ॥

রাধানগর—রাধানগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে রাধানগর নামিতে হয়। এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীযদু হালদারের শ্রীপাট। তাঁহার সেবিত শ্রীবলরাম শ্রীবিগ্রহ অভিরামের শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

তথাহি শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।"

রাধানগর—রাধানগর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাক্ষেত্র। প্রভু শ্যামানন্দ বিবাহ করিয়া কতককাল রাধানগরে বাস করেন।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"তবে শ্যামানন্দ রাধানগরে আইলা।
কতদিন গৃহ তথা প্রথমে করিলা।"

রেঞাপুর—রেঞাপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর তীরে জঙ্গীপুর সাবডিভিশনে অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে আমিনগঞ্জ—বারহারওয়ার মধ্যবর্তী জঙ্গীপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি দাসের শ্রীপাট। তাঁহার পিতা

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন।

তথাহি - শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে -

"বিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ।
ভক্তি রসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত ॥
পানিশালা পাশে এই রেঞাপুর গ্রাম।
এখাই বৈসয়ে বিপ্রতীর্থে অবিশ্রাম ॥

রাজমহল—রাজমহল শ্রীপাট খেতুরীর নিকট অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য শ্রীচাঁদ রায়ের শ্রীপাট। রাজমহলের জমিদার ছিলেন রাঘবেন্দ্র রায়। তাঁর দুই পুত্র সন্তোষ রায় ও চাঁদ রায়। উভয়েই দস্যুকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরম বৈষ্ণব হন।

তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে -

"গড়ের হাটের উত্তর ভাগের জমিদার।
রাঘবেন্দ্র রায় হয় অতি শুদ্ধাচার।"

তথাহি—তত্রৈব —

"রাঘবেন্দ্র রায় ব্রাহ্মণ এক দেশবাসী।
গড়ের হাট উপর লঞা লিখি যে প্রকাশি ॥
তাঁর দুই পুত্র হৈল সন্তোষ চাঁদ রায়।
চান্দরায় বলবান সব লোকে কয় ॥
মহাবীর শক্তিধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে ॥
চৌরাশী হাজার মুদ্রার ছিল জমিদার।
তার কথোদিনে হৈল এমন প্রকার ॥
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়।

গড়ের হাটের দক্ষিণ ভাগের জমিদার ঠাকুর নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ

দত্ত এবং উত্তর ভাগের জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়। চাঁদরায় কতককাল দস্যু কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। শেষে বৈষ্ণব, গনক ও দেবীর স্বপ্নাদেশক্রমে ঠাকুর নরোত্তমের চরণে আশ্রয় প্রার্থী হইলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতেই চাঁদরায়ের সমস্ত ব্যাধি আপনিই দূর হইয়া গেল। চাঁদরায় সবংশে ঠাকুর নরোত্তমের পদাশ্রয় করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

রূপপুর—এখানে ঠাকুর নরহরির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করের শ্রীপাট। কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীগোবিন্দ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে—

"রূপপুরের শাখা কৃষ্ণকিঙ্কর দাস।
গোবিন্দ রায়ের সেবা যাহার প্রকাশ॥"

রোহিনী—রোহিনী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা ও ডোলঙ্গ নদীর সংযোগস্থানে বিরাজিত। কাশিয়াড়ী হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে বাসে যাইতে হয়। এখানে প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

উড়িষ্যাতে আছয়ে যে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রোহিনীনগর অনুপাম॥
কটক সমান গ্রাম সর্বলোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্যস্থানে॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে।
রোহিনী নিকটে বিরাজিত মহাস্থান।
যাতে সীতা রাম লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম॥
রাজধানী গড় তাহে দেখিতে সুন্দর।
গড় বেড়ি বসতি সে রোহিনীনগর॥

এই রোহিনীনগরের রাজা অচ্যুতের পুত্ররূপে প্রভু রসিকানন্দ ১৫১২ শকাব্দে আবির্ভূত হন।

রাজগড়—রাজগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু রসিকানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে আচণ্ডালে প্রেম প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলে রসিকানন্দ সর্বপ্রথম রাজগড়ে প্রবিষ্ট হন।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"বৈদ্যনাথ ভঞ্জরাজা ছোট রায় সেন।
বাউত্রা অনুজ তার তিন ভাগ্যবান॥
মহাদীপ্ত তিন ভাই বড়ই প্রতাপী।
শুদ্ধ সূর্য্যবংশ জাত বড়ই প্রতাপী॥"

প্রভু শ্যামানন্দ প্রেম প্রচারকালে নৈহাটী কাশীয়াড়ী ঝাটিয়াড় হইতে মথুরা পর্য্যন্ত রসিকানন্দসহ একত্রে ভ্রমণ করিয়া রসিকানন্দকে আদেশ করিলে রসিকানন্দ রাজগড়ে আসিয়া এই তিন ভাইকে শিষ্য করেন।

শ

শান্তিপুর—শান্তিপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুর লোকালে যাইতে হয়। অন্য গাড়ীতে কৃষ্ণনগর নামিয়া ছোট গাড়ীতে শান্তিপুর ষ্টেশনে যাওয়া যায়। এইস্থানে কলিযুগ পাবন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের আনয়নকারী শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের লীলাভূমি। যে স্থানে সুরধনী তীরে গঙ্গাজল তুলসীযোগে আরাধনা করিয়া প্রভুদ্বয়কে আকর্ষণ করতঃ ধরাধামে প্রকট করিয়াছিলেন। সেই স্থান বর্তমানে 'বাবলা' নামে পরিচিত। শান্তিপুর রেল ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে বাবলা অবস্থিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পঞ্চধামের মধ্যে শান্তিপুর একটি ধাম।

তথাহি — শ্রীপাট পর্য্যটনে —

শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুর হয়।
এই পঞ্চ ধামে সবে জানিহ নিশ্চয়॥

এই ধামের মহিমা সম্পর্কে শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণনা যথা —

শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্য ধাম মথুরা সমান॥

এখানে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের বৃদ্ধ পিতামহ শ্রীনরসিংহ আড়িয়ালের বাস ছিল। তিনি শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্টের লাউড় ধামে গিয়া অবস্থান করেন। কিন্তু শান্তিপুর আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। তদবধি শান্তিপুরে বাসগৃহ ছিল।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ আড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ব্বকাল॥
শান্তিপুরে তাঁর আছিল বসতি।
তাঁর কন্যা বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি।
শ্রীহট্টে লাউড়ে গিয়া করিলা বসতি।

যখন অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত অপত্য বিরহে বিরহান্বিত হইয়া শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় লাভাদেবী গর্ভবতী হন। তারপর রাজার আহ্বানে লাউড়ে গমন করিলে তথায় শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। অদ্বৈত প্রভু দ্বাদশ বৎসর বয়সে লাউড় হইতে শান্তিপুর আগমন করেন। তারপর কতদিনে কুবের পণ্ডিত শান্তিপুরে আসিয়া কতককাল অবস্থানের পর এইখানেই সস্ত্রীক অন্তর্দ্ধান করেন। অদ্বৈত প্রভু পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধাদি করতঃ তীর্থভ্রমণে চলিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমদন গোপালদেবের আদেশে নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপট ও গণ্ডকী নদী হইতে শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আগমন

করেন। কতদিনে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আগমন করিলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহার নির্দ্দেশে অদ্বৈত প্রভু শ্রীরাধিকার চিত্রপট নির্ম্মাণ করিয়া জগতে গোপী অনুগত যুগল কিশোরের সেবা প্রবর্ত্তন করেন। তারপর অদ্বৈত প্রভু গঙ্গাতীরে (বাবলা নামক স্থান) বসিয়া গঙ্গাজল তুলসী যোগে গোলকবিহারী কৃষ্ণের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তথায় ত্রেতাযুগের একটি তুলসীবৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তপস্যা করিলেন।

তথাহি—অদ্বৈত মঙ্গলে —

"তবে পুনঃ আইলা প্রভু শ্রীশান্তিপুর।
তুলসী পিণ্ডি বাঁধি তপস্যা প্রচুর।

*   *   *

তুলসী তলাতে বসি ভাগবত পাঠ।
শত শত লোক বৈসে তুলসী চারি বাট॥
ত্রেতাযুগে তুলসী সেই বড়ই প্রাচীন।
পত্র পুষ্প হএ তার নিত্য নবীন॥
সুগন্ধি পুষ্পেতে নিত্য তুলসী পূজন।
গঙ্গা তুলসী লয়ে প্রভুর সেবন॥"

কতদিনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রকট হইয়া লীলারঙ্গে এই স্থানে আগমন করতঃ সপার্ষদে বহু লীলা করিয়াছেন। বাল্যে মহাপ্রভু এখানে বিদ্যা বিলাস করিয়াছেন। পরবর্তী সঙ্কীর্ত্তন বিলাসকালে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড় আগমনকালে আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তকালীন প্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী পাদের আরাধনা মহোৎসবে অদ্বৈতাচার্য্যের অতুল ঐশ্বর্য্যে মহিমা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। আর শান্তি-পুরে অদ্বৈত গৃহে ভোজন লীল কালীন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রেমকলহ লীলা কে না বিদিত আছেন।

এখানে প্রভু সীতানাথ পৌর্ণমাসী স্বরূপা শ্রী ও সীতাদেবী নামক পত্নীদ্বয় সমভিব্যবহারে প্রকট বিলাস করিয়াছিলেন। আর হরিদাস ঠাকুর যদুনন্দন আচার্য্য, শ্যামদাসাদি প্রিয় পার্ষদগণের সহিত প্রভু সীতানাথের বহু লীলা করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরামাদি আচার্য্য পুত্রগণের প্রকটভূমি। এইখানে প্রভু সীতানাথ নিজে প্রাণধন শ্রীরাধামদনগোপাল দেবে অন্তর্দ্ধান করিয়া প্রকটলীলা বিহার সম্বরণ করেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণ মিশ্র গোপাল ঠাকুর।
প্রভু বীরচন্দ্র নরহরি রসপুর॥
গৌরীদাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
সাতজন নৃত্য করে অতি মনোহর॥
গৌরগুণ শুনি প্রভুর প্রেম উথলিল।
সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল॥

*   *   *

তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ।
হঠাৎ শ্রীমদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা॥"

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর প্রভু অচ্যুতানন্দ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র মথুরেশ গোস্বামী শান্তিপুরে বিখ্যাত শ্রীবাস উৎসব প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধারমন বিগ্রহ সম্পর্কে মন্দির বেদীতে উৎকীর্ণ লিপি যথা—

"পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীদোলগোবিন্দ।
বিরাজিল কতকাল বিতরি আনন্দ।

বসন্তরায়ের প্রেমে যশোহরাগমন।
যবে মানসিংহ করে রাজ্য আক্রমন॥
শ্রীঅদ্বৈত পৌত্র মথুরেশ মহামতি।
আনিলেন শান্তিপুরে মোহন মূরতি॥
জীবেরে করুণা করি শ্রীরাধারমণ।
শ্রীরাসবিহারী রূপে দিলেন দরশন॥

শালিগ্রাম—শালিগ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লাল গোলা রেলপথে মুড়াগাছা ষ্টেশন। তথা হইতে দুই মাইল বড়গাছির নিকটবর্তী ধর্ম্মদহের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১২ তরঙ্গে—

নবদ্বীপ হৈতে অল্পদূর শালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্য দাস নাম॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল খ্যাতি' উপার্জিব বহু অর্থ॥
সূর্য্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার॥"

এখানে প্রভু নিত্যানন্দ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। প্রভু নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া শ্রী মন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ শালিগ্রামে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হইলেন। আপনি বাহিরে রহিয়া উদ্ধারণ দত্তকে অন্তপুরে প্রেরণ করতঃ নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত রাত্রে স্বপ্নযোগে প্রভু নিত্যানন্দের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করিলে প্রভু নিত্যানন্দ বিফল মনোরথ হইয়া গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের

প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী শুনিয়া বসুধা বিরহে প্রাণবায়ু বহির্গত করিলেন। সূর্য্য দাস কন্যার প্রাণরক্ষায় বহু চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন "প্রভু নিত্যানন্দ যদি আমার মৃত কন্যায় বাঁচাইতে পারেন তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে সমর্পণ করিব।" তখন পণ্ডিত গৌরীদাস সজনসহ প্রভু নিত্যানন্দের অন্বেষণে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে প্রভুকে পাইলেন। তারপর প্রভুর সমীপে সমস্ত নিবেদন করিয়া মহাসমাদরে স্বগৃহে আনিলেন। নিত্যানন্দ আগমনে বসুধা পুনরুজ্জীবিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃত অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়া বসুধাদেবীকে বিবাহ করিলেন। প্রভু সীতানাথ ও শ্রীবাস পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় এবং বড়গাছির রাজা হরিহোড়ের পুত্র কৃষ্ণদাসের সমস্ত ব্যায়ে ব্যবহারিক বিধানে প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত বিবাহকালে সূর্য্যদাস ভবনে প্রভু নিত্যানন্দের লীলা। যথা—

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে—

সূর্য্যদাসের কন্যা হন বসু কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা॥
পারশিতে মস্তকের বসন খসিলা।
আর দুই ভূজে বাস সম্ভ্রম করিলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল বসুধারে দক্ষিণে আনিয়া॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
জৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা॥

এইরূপ অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ জাহ্নবাদেবীকে বিবাহ করিলেন। তারপর একদিন প্রভু নিত্যানন্দ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভবনে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে—

"একদিন নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য প্রকাশি।
দুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি।

অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর।
দুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর॥
বসু লক্ষ্মী করে প্রভুর চরণ সেবন।
শ্রীজাহ্নবা মৃদু মৃদু হাস্য শ্রীবদন॥
মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর।
সূর্য দাস গৌরীদাস ছিল বাড়ীর ভিতর॥
মহাতেজ দেখি সভে চমৎকার হৈলা।
জামাতা আলয়ে দুই যে গেলা।
দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে।
দুই কন্যা চতুর্ভুজা দেখিল প্রভুর কাছে॥

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ বিবাহ লীলাকালীন সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে প্রভূত অলৌকিক লীলার প্রকাশ করিয়া শালিগ্রামকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করিলেন।

শ্যামানন্দপুর— শ্যামানন্দপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। ইহার নাম 'সাতটি' ছিল। পরে শ্যামানন্দপুর নামকরণ হয়।

তথাহি –শ্রীরসিক বঙ্গলে—

তবে দুই প্রভু ঘণ্টশিলা গ্রামে গেলা।
সাধু সেবা প্রসঙ্গ সে রাজারে কহিলা॥
সাতটি বলিয়া গ্রাম দিলা সেই রাজ।
বহুরূপে বসাইলা তথা জনপ্রজা।
নাম দিল তার শ্রীশ্যামানন্দপুর।
বহু সাধু সেবা যাত্রা হইল প্রচুর।"

প্রভু শ্যামানন্দ স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুরের অন্তর্গান বাক্য শুনিয়া শ্যামানন্দপুরে ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করেন।

শীতলগ্রাম – শীতলগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বনাম সিদ্ধলগ্রাম। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। কাটোয়া হইতে ৯ মাইল। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীপাট নির্ণয়ে –

সাঁচড়া-পাঁচড়া করন্দা শীতলগ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥"

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত এখানে শ্রীভাণ্ডসেবা স্থাপন করেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পৌত্র কানুরামের বর্ণনা যথা—

"প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যাঁর।
শীতল গ্রামেতে ভাণ্ডসেবা তাঁর॥
শীতল গ্রামের লোক সেই ভাণ্ড সেবে।"

ভাণ্ড বিষয়ে দেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনায়

"বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হস্তে লয়।"

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে ঠাকুর ধনঞ্জয় প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি ধনঞ্জয় গোপালের সূচকে

"পাই নিত্যানন্দ রাম, ধনঞ্জয় গুণধাম,
প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই।
আজ্ঞা হৈলা তাঁর প্রতি, ভাসাইতে রাঢ়ক্ষিতি,
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমের বন্যায়॥
শ্রীউগ্র ক্ষত্রিয়গণে, প্রেম দিলা হৃষ্টমনে,
বর্দ্ধমান শীতলগ্রামেতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ, সেবা স্থাপি অচিরাৎ,
আকর্ষিল সর্ব্বজন চিতে॥"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি
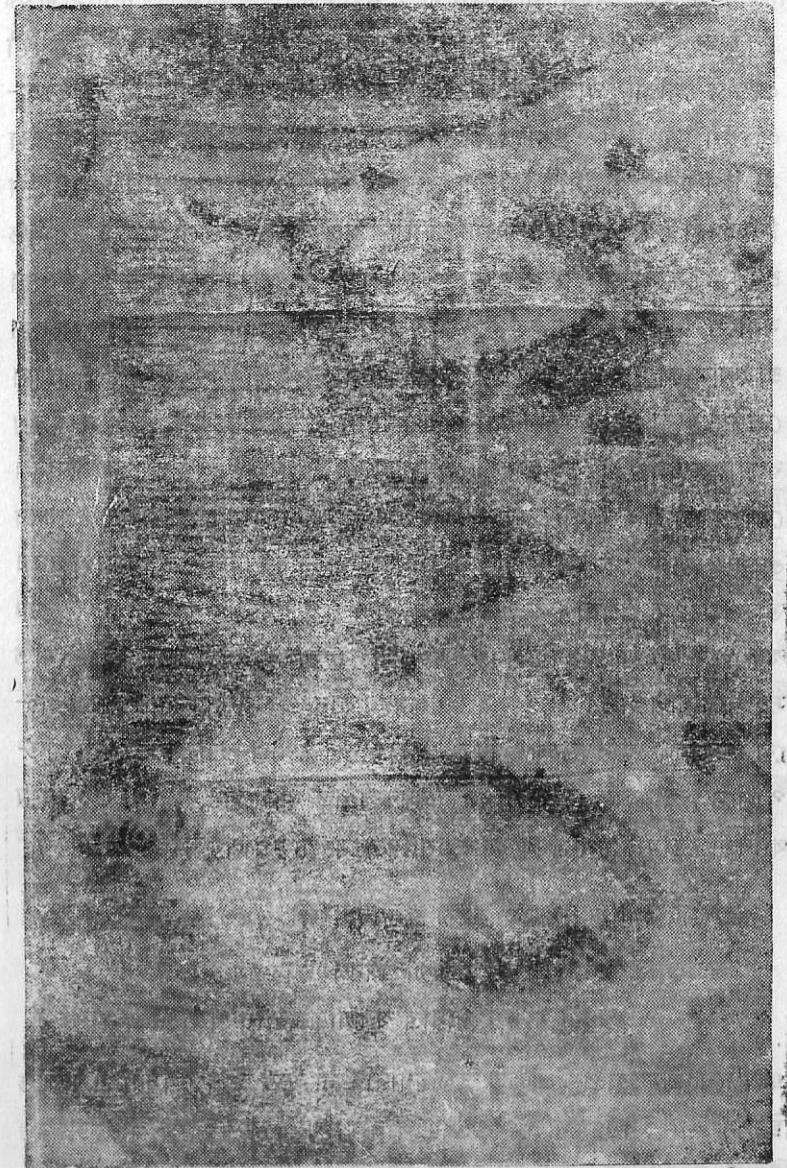
শ্রীহট্ট — বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র, পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পরিজনবর্গের প্রকটভূমি। শ্রীহট্টের বরগঙ্গায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলে নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা আসিয়া মিলিত হন। সেই সময় মায়ের আদেশে পিতামহী শোভাদেবীকে দর্শন প্রদাদের জন্য অলক্ষিতভাবে শ্রীহটে উপনীত হন। সে সময় মধ্যাহ্নকালে এক কৃষককে লাঙ্গল চাষ করিতে দেখিয়া সমীপে গমন করতঃ গরুর পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া হরিধ্বনি করিলে গরুগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং ক্ষেত্র সহসা জলে পরিপূর্ণ হইল। তাহা দেখিয়া চাষীগণ এই অলৌকিক কাহিনী গ্রামবাসীগণকে বলিলে মিশ্র বংশীয় জনগণ প্রভুকে তাহার প্রপিতামহের ভবনে আনয়ন করিলেন। সেই স্থানে এক সাধ্বী ব্রাহ্মণী পুত্রের জ্ঞানহীনতার কারণে বৃত্তি রক্ষার প্রয়োজনে নিবেদন করিলে প্রভু তাহাকে একটি চণ্ডী লিখিয়া দিয়াছিলেন। তারপর পিতৃ জন্মভূমি বরগঙ্গাতে আসিয়া পিতামহীকে গৌর ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে দর্শন প্রদান করিলেন। তখন পিতামহী শোভাদেবী স্তুতি নতি সহকারে বলিলেন। তোমার পিতামহ কোন প্রকার বৃত্তি না রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বংশের প্রতিপালনে বিধান কর। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, আমি এই ধামে থাকিয়া তোমার পৌত্রগণকে সন্তানাদিক্রমে প্রতিপালন করিব।

তথাহি — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী ৩/৫৬ শ্লোক

এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যা জীব নিস্তারণায় চ।
দ্বয়ী মূর্ত্তি বিধায়াত্র স্ব গোত্রন পরি পালয়ন ॥

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ — শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে শ্রীহট্টে বিরাজ করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহদ্বয় আসাম শিলচরে বিরাজ করিতেছেন। বিস্তারিত তথ্য মৎপ্রণীত গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্বশুর শ্রীসনাতন মিশ্রের পিতা শ্রীদুর্গাদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি।"

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রকটভূমি।

তথাহি — শ্রীবাসাষ্টকে — "আদৌ বাসন্ত শ্রীহট্টে" ॥

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক ॥"

এই জলধর পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা। শ্রীহট্টে ভিটাদিয়া (ভিটাদিয়া দ্রঃ) গ্রামে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পিতা পদ্মগর্ভাচার্য্য, ভ্রাতা লক্ষ্মীনাথ লাহাড়ী ও ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণের প্রকটভূমি। শ্রীহট্টে লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রাম (নবগ্রাম দ্রঃ) অদ্বৈতাচার্য্য, তৎপিতা কুবের পণ্ডিত, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ, ঈশান নাগর, বিজয়পুরী প্রভৃতির প্রকটভূমি।

এই শ্রীহট্টে শ্রীগৌরসুন্দরের মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও ভক্তপ্রবর মুরারীগুপ্তের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে —

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত।
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।"

খোঙ্গালু খোঙালু হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারায় নামিয়া দামোদর নদী পার হইয়া এক মাইল যাইতে হয়।

এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। তিনি খোঙালুতে শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে —

"বাঙ্গাল দেশের সেই হয় কৃষ্ণদাস।
খোঙালুতে কৈলা গোপীনাথের প্রকাশ।"

বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস ঠাকুর অভিরামের আদেশে খোঙালুতে শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন। স্বয়ং ঠাকুর অভিরাম গমন করতঃ পুলীন ভোজনলীলা করিয়া শ্রীগোপীনাথকে স্থাপন করেন। সেবাকার্য্যে কৃষ্ণ দাসের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। একদিন শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য্য করিবার সময় একজন রমণী আগমন করিলে তাঁর প্রতি নিজ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস স্বহস্তে নিজ চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রীগোপীনাথদেব তাঁহাকে বলিলেন; 'তুমি এখন অন্ধ হইলে আমার পরিচর্য্যা কে করিবে। তোমার ইচ্ছা কি? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন তোমার সেবার সহায় বা কে করিবে?' শ্রীগোপীনাথ দেবের এ জাতীয় বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণদাস বিহ্বল হইয়া মুর্চ্ছাগত হইলে অন্তর্যামী অভিরাম তথায় উপনীত হইলেন। তখন সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঠাকুর অভিরাম শিষ্যকে বর প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'তুমি যখন শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবাকার্য্য করিবে তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাইবে।

তথাহি—তত্রৈব —

"গোপীনাথ সেবা তুমি করিবে যখন।
সেকালে দেখিতে পাবে সেবার নিয়ম॥
অলকা তিলকা আদি করিবে সুঠাম।
গোপীনাথ শোভা দেখি নবঘনশ্যাম॥
সাক্ষাত ব্রজের নাথ হইল উদয়।
দেখিয়া বাঙ্গাল তাহা আনন্দ হৃদয়॥"

আজিও শ্রীমন্দিরে শ্রীগোপীনাথ দেবজী ও বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসের পাদুকা বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে মন্দির নষ্ট হওয়ায় নূতন মন্দির হইয়াছে।

বিশেষ পরিপাটি রূপে সেবার ব্যবস্থা আছে। এখানে দোল উৎসব দর্শনীয়।

শালডাঙ্গা মনসুরপুর—এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীবড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীবংশীশিক্ষা –

"বিপ্রকুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর।
নিবাস শ্রীশালডাঙ্গা মনসুরপুর॥"

শিখরভূমি—শিখরভূমি বর্দ্ধমান জেলার শেষপ্রান্তে বরাকর নদীর তীরবর্তী প্রদেশ। পরেশনাথ পাহাড় হইতে বর্দ্ধমানের নিকট পর্য্যন্ত পঞ্চ কুট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্থান। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোকুল কবিরাজ ও পার্ষদ রাজা হরিনারায়ণের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী – "শ্রীগোকুল দাস কবিরাজ প্রেমপুর।
পূর্ব্ব বাড়ী তাঁহার কড়ই মধ্যে হয়।
পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয়॥"

শ্রীগোকুল কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য অষ্ট কবিরাজের এক জন। তিনি নিজ বাসভূমি কড়ই হইতে পঞ্চকুট সেরগড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেয়। এই পঞ্চকুট সেরগড়ের রাজা ছিলেন হরিনারায়ণ। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অতদ্ভুত মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন এবং তাঁহার সমীপে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আচার্য্য স্বয়ং রামচন্দ্র প্রকাশ না করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাতের পুত্রকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা শ্রীরাম মন্ত্র প্রদান করতঃ আপনার পার্ষদ করিয়া রাখিলেন।

তথাহি – শ্রীভক্তি রত্নাকরে –

'শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ।
আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তার মন॥

রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র ছিলা।
পত্রীদ্বারে অতি শীঘ্র তাঁরে আনাইলা॥
তেঁহো পঞ্চকূটে আসি স্নেহাবীষ্ট মনে।
রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে॥
হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্যে দিলেন সমর্পিয়া॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আগমনকালে পঞ্চকূটের মধ্য দিয়া বিষ্ণুপুরে আগমন করেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
"শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ী সহিত।
পঞ্চকূটি হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর পথে॥

এখানে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতৃপুরুষগণের বাস ছিল। কর্ণাট দেশাধিপতি সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধদেব। অনিরুদ্ধদেবের পুত্র রূপেশ্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরের চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ভার্য্যাসহ অষ্ট অশ্বে আরোপূর্ব্বক পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন। শিখরভূমি পৌরস্ত্যদেশে অবস্থিত তথায় রূপেশ্বর স্বীয়বন্ধু শিখরেশ্বরের রাজ্যে বাস করেন।

তথাহি— শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
শ্রীরূপেশ্বর'দেব এবমরিভির্নির্ধুতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সুখুঃ সুখং সংবসন
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্॥
বিহায় গুণশেখরঃ শিখরমূমিবাস স্পৃহং
স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিনীতটনিবাস পর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপূজ্যপাদঃ ক্রমা
দবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥

রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ শিখরভূমি হইতে গৌড়রাজ দনুজমর্দনের রাজ্যে নবহট্টতে (নৈহাটী) আসিয়া বাস করেন।

শ্রীজংহ— শ্রীজংহ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে রসিকানন্দের শিষ্য শ্রীরামদাস ও তৎপুত্র দীন শ্যামদাসের শ্রীপাট।

তথাহি - রসিক মঙ্গলে—
শ্রীজংহ বলিয়া গ্রাম অতি দিব্যস্থান।
রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান॥
দ্রৌপদী বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
শিষ্ট করণ কুলে যার জন্ম বিখ্যাতা॥
তাহার উদরে জাত দীন শ্যামদাস।
বাল্য হৈতে তাঁর হৃদে রসিক প্রকাশ।

পৌলস্ত্য— পৌলস্ত্য রাজ্যের বর্ত্তমান নাম পুরুলিয়া। পঞ্চকূট পুরুলিয়া রাজ্যে অবস্থিত। রামকানালী ষ্টেশন হইতে অনতিদূর পঞ্চকূট পর্ব্বতের সন্নিকটে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। পুরুলিয়া রাজ্যের বেগুন কোদারে শ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি বিদ্যমান। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরকে প্রেম প্রচারের জন্য এই নামব্রহ্ম শিলালিপি প্রদান করেন। শ্রীপাট জলুন্দী হইতে শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরের চতুর্থ অধস্তন শ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন কোদারে এই নামব্রহ্ম আনয়ন করেন। অদ্যাবধি তাঁহার চতুর্থ অধস্তন ঠাকুরের গৃহে সেবিত হইতেছেন।

সপ্তগ্রাম সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান রেলপথে আদি সপ্তগ্রাম প্রথম ষ্টেশন। ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গ্র্যাণ্ডট্যাঙ্ক রোডের পূর্ব্বধারে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ী ও তাহার অনতিদূরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাট অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে হইতে বাসযোগে এখানে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, উদ্ধারণ দত্ত, কমলাকর পিপ্পলাই, বলরাম আচার্য্য, কমলাকান্ত পণ্ডিত,

নৃসিংহ ভাদুড়ী, কালিদাস, যদুনন্দন আচার্য্য, সুগ্রীব মিশ্র প্রভৃতির শ্রীপাট। সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

তথাহি—কবিকঙ্কন চণ্ডীতে—

"তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপাম।
ঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম।"

প্রিয়ব্রত রাজার অগ্নিদ্র মেধাতিথি বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিস্মান, সবন, ভব্য এই নয়জন পুত্র সর্ব্বত্যাগী হইয়া এইস্থানে আগমন করতঃ সাধন করেন। তাহাদের তপস্যার কারণে এই স্থানের নাম সপ্তগ্রাম হয়।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কুলদেবতা

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে -

"সপ্ত ঋষির তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারত্রয়।

সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥"

তথাহি - শ্রীচৈতন্য ভাগবতে -

"সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে॥"

মহাতীর্থ ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। তখন সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী। রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সমান পত্নীকে ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চাঁদপুর—সপ্তগ্রামের চান্দপুর নামক স্থানে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের রাজপ্রাসাদ ছিল। অদ্যাপি সেই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"রঘুনাথ দাসের গ্রাম চাঁদপুর হয়।
হুগলীর নিকট গ্রাম সর্ব্বলোকে কয়॥

রঘুনাথ দাস যখন শিশু তখন ঠাকুর হরিদাস তাঁহার ভবনে পদার্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তার॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে।
নির্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য ঘরে ভিক্ষা নির্বাহন॥

রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরের যাই করেন দর্শন।"

এইভাবে হরিদাস ঠাকুর চান্দপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক দিন বলরাম আচার্য্যের সঙ্গে রাজসভায় উপনীত হইলে রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুইজনে ঠাকুর হরিদাসের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তথায় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহরিনামের ব্যাখ্যায় তিনি সভাসদ সকলকেই মুগ্ধ করিলেন। কিন্তু রাজার আরিন্দা ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাতে নানারূপ কুতর্কবাদ স্থাপন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে হেয় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলরাম আচার্য্য গোপালকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন এবং হিরণ্য দাস ও সেই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের নিকট অপরাধে তিন দিনের মধ্যে সেই বিপ্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া বহু শাস্তি উপভোগ করিলেন॥ সকলেই ঠাকুর হরিদাসের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিলেন। রাজপুত্র রঘুনাথ বড় হইয়া গৌরপ্রেমানুরাগে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বারে বারে পলায়ন করেন। পিতা লোকদ্বারা ধরিয়া আনেন। সব সময় বিশজন লোকেয় পাহারায় আবদ্ধ রহিলেন। কতদিন পরে পানিহাটী গ্রামে প্রভু নিতাই চাঁদের কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময় একদিন রঘুনাথের গুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য নিশাভাগে আসিয়া আপনার প্রয়োজনে রঘুনাথকে লইয়া যান। সেই অবসরে রঘুনাথ পলায়ন করেন। রঘুনাথ দাসের গৃহের পূর্ব্বদিকে যদুনন্দন আচার্য্যের নিবাস ছিল।

তথাহি —শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—
"আচার্য্যের ঘর হইতে পূর্ব্ব দিশাতে॥"

রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কৃপাপাত্র হন। তিনি ঝড়ু ঠাকুরের সমীপে আম্রভেট প্রসাদ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। সেই লীলাস্থলী অদূরে ভেতুয়া গ্রামে অবস্থিত।

তথাহি —শ্রীপাট নির্ণয়ে—
"কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রাম॥"

কৃষ্ণপুর সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুর নামক স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। এখানে সুগ্রীব মিশ্রের ভবন ছিল।

তথাহি —শ্রীপাট নির্ণয়ে—
"সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত সুগ্রীব মিশ্রের ঘর।"

তথাহি —শ্রীপাট পর্য্যটন—
"উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর হয়।
হুগলীর নিকট নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম॥"

তথাহি —শ্রীবংশীশিক্ষা—
"উদ্ধারণ দত্ত বসুদাম খ্যাতি।
সপ্তগ্রামে রহে যিঁহ গৌরপ্রেমে মাতি॥
রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেনেগণ।
অধম জাতির মধ্যে হইল গমন।
সেই বৈশ্য বেনেকুল উদ্ধার কারণ।
সেই কুলে বসুদাম লয়েন জনম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমন করেন। সে সময় পানিহাটী হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করতঃ সপ্তগ্রামকে দ্বিতীয় নবদ্বীপে পরিণত করেন।

তথাহি —শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
"উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥

* * *

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে।"

নারায়ণপুর — সপ্তগ্রামের নারায়ণপুর নামক স্থানে অদ্বৈত প্রভুর শ্বশুর শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর শ্রীপাট। এইখানে শ্রী ও সীতাঠাকুরাণী জন্মগ্রহণ করেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর গ্রাম।
বহুত ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান।
কুলীন ক্ষত্রিয় কাপেয় তথায় বসতি।
নৃসিংহ ভাদুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি॥

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে —

সপ্তগ্রামের গ্রাম নারায়ণপুর নাম।
চতুর্দিকে বিল হয় সমুদ্র সমান॥

* * *

সেহি গ্রামে নির্ম্মল কুল নৃসিংহ ভাদুড়ী।
তাহার ব্রাহ্মণী হয় পতিব্রতা সতী॥
ভিক্ষাবৃত্তি নির্ব্বাহ হয় সর্ব্বকাল
সীতাদেবী কন্যা হইল মান্য সকল॥"

নৃসিংহ ভাদুড়ী গ্রামের নিকটবর্ত্তী দেবখাত হইতে পদ্মপুষ্প চয়ন করিয়া নিত্য নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেন। সহসা একদিন পুষ্প চয়নকালে একটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে বিরাজিত এক দিব্য কন্যারত্নে লাভ করিলেন।

তথাহি — শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে —

"তবে শুদ্ধাচারী শ্রীনৃসিংহ যাঞা বিলে।
বাছিয়া বাছিয়া বহু পদ্মপুষ্প তোলে॥
তুলিতেই দেখে এক শতদল পদ্ম।
পদ্ম মধ্যে কন্যা এক পদ্ম তাঁর সদ্ম॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যারূপে সৌদামিনী।
রাধামাধবের নিত্য লীলা সহায়িনী॥
কন্যা দেখি ভাবে ইঁহো বুঝি শ্রীকমলা।
অঙ্গকান্তি সূর্য্যপ্রভা হৈতে সমুজ্জ্বলা॥
চতুর্ভুজা পদ্মগণ শ্রীঅঙ্গে শোভয়।
চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয়॥
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ কভু দেখি নাই।
পদ্মসহ কন্যারত্ন লঞা গৃহে যাই॥
তবে সেই মহৎ পদ্ম করি উত্তোলন।
ক্রোড়ে করি বেগে ঘরে করিলা গমন॥
ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দিন নৃসিংহ মহিলা।
শ্রীরূপা শ্রীনাম্নি এক কন্যা প্রসবিলা॥

এইভাবে নারায়ণপুরে শ্রীল ও সীতাঠাকুরাণী প্রকট হইলেন। নৃসিংহ ভাদুড়ী পত্নীসহ আলাপকালেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যা সদ্যজাত কন্যার সমান আকার ধারণ করিলেন। পত্নী অন্তর্দ্ধানের কতককাল পরে নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যাদ্বয়ের বিবাহের জন্য নারায়ণপুর হইতে নৌকা আরোহনে কন্যাদ্বয়কে লইয়া শান্তিপুর অভিমুখে গমন করেন। এখানে শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীল রামাই পণ্ডিত কৃত শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশের বর্ণন এইরূপ —

"পূর্ব্বে শ্রীদাম আখ্যা আছিল যাহার।
কমলাকর পিপ্পলাই এবে নাম তার॥
সপ্তগ্রামে রহিতে প্রভুর আজ্ঞা হইল।
তাহাই রহিয়া জীব কৃপায় তারিল।"

এখানে শ্রীল কমলাকান্ত পণ্ডিতের অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণন এখরূপ

"পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম।"

সৈদাবাদ—সৈদাবাদ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কাশিমবাজার ষ্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার ধারে সৈদাবাদের শ্রীমোহন রায় রোডে শ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহ মোহন রায়ের নামেই এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। ১২৪১ বঙ্গাব্দে মণিপুরের রাজা এই মন্দির নির্ম্মান করেন। উহা বর্ত্তমানে জীন খাগড়ার উত্তর ভাগে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে সৈদাবাদ বিরাজিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের সেবিত শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা বিরাজিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় গুরু শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর সমীপে কতদিন অবস্থান করেন। কবি কর্ণপুর কৃত 'অলঙ্কার কৌস্তুভ' গ্রন্থের টিকার শেষে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বচন যথা—

"সৈয়াদাবাদ বাসি শ্রীবিশ্বনাথাখ্য শর্ম্মনা।
চক্রবর্ত্তীতি—নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী।"

সুখসাগর—সুখসাগর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে শিমুরালি ষ্টেশন। তথা হইতে কালীগঞ্জ হইতে শিকারপুর এক ক্রোশ তথা হইতে তিন পোয়া সুখসাগর। এখানে শ্রীসদাশিব কবিঃ রাজেরপৌত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট। ১৪৫৭ শকে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা দিবসে বৃহস্পতি বারে ঠাকুর

কানাই এখানে প্রকট হন। ব্রজের উজ্জ্বল সখা লীলা প্রকাশ ইচ্ছায় যোগী বেশধারণ করিয়া সুখসাগরে মৃত্তিকাগহ্বরে অবস্থান করতঃ ধ্যানস্থ রহিলেন। কতদিনে কুম্ভকারগণের মৃত্তিকা খননকালে তাহার স্কন্ধের উপরিভাগে আঘাত লাগিল। তখন তিনি ধ্যান ভঙ্গ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় সুখসাগরস্থ শ্রীসদাশিব কবিরাজ সুত শ্রীপুরুষোত্তম দাসের ভবনে আগমন করেন। শ্রীপুরুষোত্তম পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী পুত্রস্নেহে সযতনে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আপন আপত্যবিহীন জনিত দুঃখ জানাইলেন এবং তাহাকে পুত্র রূপে স্বগৃহে রহিতে বলিলেন। তখন যোগীবর বলিলেন, "আমার এ দেহে অবস্থান করা সম্ভব নয়, আমি পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মিব। সে সময় স্মৃতিস্বরূপ স্কন্ধের দাগটি দেখিতে পাইবেন। এ কথা অন্যকে বলিলে আপনার দেহে প্রাণ থাকিবে না।" কতদিন পরে যোগীবর অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলে জন্মমাত্র শ্রীজাহ্নবাদেবী সদ্যজাত শিশুর স্কন্ধের দাগ দর্শন করতঃ তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইল। তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। মাতার হাস্য দেখিয়া ধাত্রী শ্রীজাহ্নবাদেবীর হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেও শেষে ধাত্রীর একান্ত অনুরোধে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল বলিলেন। বলামাত্র মাতা পৃথিবীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িলেন। পত্নী অন্তর্দ্ধানে শ্রীপুরুষোত্তম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সমাপন অন্তে সদ্য জাত শিশুর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তের ব্যাকুলতায় অন্তর্যামী প্রভু নিতাইচাঁদ নিশাভাগে পুরুষোত্তমের বহিঃপ্রাঙ্গনে মুচুকুন্দ ফুলের বৃক্ষতলে লুকাইয়া রহিলেন। মুচুকুন্দ তলায় প্রভুকে দর্শন করতঃ পুরুষোত্তম আনন্দিত হইয়া প্রভুকে ঘরে আনিলেন। তিনি বাহির হইয়া ভক্তে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ দ্বাদশ দিবসের শিশুকে লইয়া খড়দহে চলিলেন এবং খড়দহেই শিশু বর্দ্ধিষ্ট হইয়া 'ঠাকুর কানাই' নামে জগত প্রসিদ্ধ হন। এইরূপে সুখসাগরে ঠাকুর কানাই প্রকটবিলাস করেন। অধুনা তাঁহার শ্রীপাট গঙ্গা গর্ভে পতিত হওয়ায় শ্রীবিগ্রহ শিমুরালি ষ্টেশনের নিকট গঙ্গার ধারে চান্দুড় নামক স্থানে বিরাজিত।

সালিকা এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীরজনী পণ্ডিতের শ্রীপাট। রজনী পণ্ডিত এখানে শ্রীমদনমোহনের সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান॥"

সম্ভবতঃ অভিরামের আদেশে রজনী পণ্ডিত সালিকাতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরে ভঙ্গমোড়া গ্রামে শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ সালিকার নাম মদনমোহনেব নামানুসারে 'মদনমোহনপুর হয়। একদা ভজন উপদেশ প্রসঙ্গে অভিরাম রজনী পণ্ডিতকে বলিলেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে —

"মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন।
গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু আগমনে।
মদনমোহনপুর ঘোষিবে এক্ষণে॥"

এইভাবে 'মদনমোহনপুর' নামকরণ করিয়া শ্রীমদনমোহন বিগ্রহের প্রকট রহস্য বলিলেন।

তথাহি তত্রৈব—

তুমি ভাগ্যবান হয়ে জন্মিলে সংসারে।
নদীর প্রভাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে॥
সেই কাষ্ঠ হৈলা এই মদনমোহন।
পুনশ্চ বকুলবৃক্ষ করিলাম রোপণ॥
এ দুই সমতা ভাব জানিবে আমার।
বকুলের বৃক্ষ বহু করিবে সহায়॥
ফলফুলে সেবা কর মদনমোহনে।
যখন যেমন ভাব সেবিবে তেমনে॥

অভিরাম এই বাক্য বলিলে রজনী পণ্ডিত বলিলেন। গ্রামবাসীগণ

আপনার দর্শন কামনা করে আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া সেবা প্রকাশ করুন।" রজনী পণ্ডিতের অনুরোধে অভিরাম আগমন করিয়া সেবা প্রকাশ করতঃ রজনী পণ্ডিতকে সেবক নিযুক্ত করিলেন।

সরডাঙ্গা সুলতানপুর—সরডাঙ্গা সুলতানপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান। (সুখসাগর দ্রঃ) এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

'সরডাঙ্গা সুলতানপুরে মহেশ পণ্ডিতের ঘর॥"

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটে—

'সপ্তনা সরডাঙ্গা সুখসাগর নিকটে।
মহেশ পণ্ডিত বাস কহি করপুটে॥'

স্বর্ণগ্রাম—স্বর্ণগ্রাম ঢাকা জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীপুষ্পগোপালের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—

"পুষ্প গোপাল নামাসং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্,
স্বরসৈঃ পুষ্পিতা স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ॥"

সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রাম—সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান রেলপথে মেমারি ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে সাত দেউলে তাজাপুর। তথা হইতে এক ক্রোশ সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রাম। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

'পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় বন্দ মহাবল।
সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রাম যে কৈল সফল॥'

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে—

সাঁচড়া-পাঁচড়া-করন্দা শীতল গ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥'

সাঁইবোনা—সাঁইবোনা চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট রেলপথে বারাকপুর ষ্টেশন। তথায় নামিয়া বারাকপুর-বারাসাত বাসে চাপিয়া 'মাতারাণী' ষ্টপেজে নামিতে হয়। তথা হৈতে কিছুদূর হাঁটিলেই শ্রীনন্দদুলালের মন্দির। প্রভু বীরচন্দ্র গৌড় হইতে যে প্রস্তরখণ্ড আনয়ন করেন, সেই প্রস্তরখণ্ড হইতেই শ্রীনন্দদুলাল প্রকট হন।

শ্রীনন্দদুলাল

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"শ্যামসুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল দুই মূর্ত্তি মনোহর॥
শ্রীনন্দদুলাল মূর্ত্তি রহে স্বামীবন।
বল্লভপুরে বল্লভজী প্রতিষ্ঠিত হন॥"
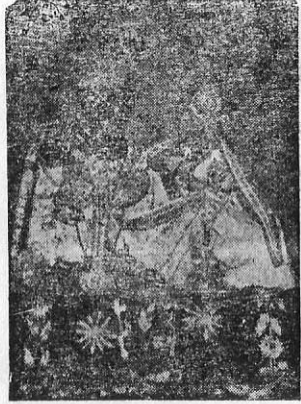
মাঘী পূর্ণিমায় তিন ঠাকুর দর্শন উপলক্ষ্যে এখানে মেলা হয়।

সীতানগর এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য ঠাকুর মোহনের শ্রীপাট। তাঁহার অতীব সুন্দর দাড়ির কারণে তিনি 'দাড়িয়া মোহন' নামে প্রসিদ্ধ।

তথাহি—অভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

'সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন।
দাড়িয়া মোহন নাম বলে সর্ব্বজন॥'

সোনাতলা সোনাতলা হাওড়া জেলায় গড় ভবানীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাসে আমতা। তথা হইতে ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য রঙ্গন কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত॥"

এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট। তিনি শ্রীগুরু আদেশে সোনাতলা গ্রামে শ্রীশ্যামরায় সেবা স্থাপন করেন। অভিরাম গোপাল স্বয়ং আগমন করতঃ সেবা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

তথাহি অভিরাম লীলামৃতে—

"সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পণ্ডিত।
সেবা দিয়া গোঁসাই তাঁরে করিলা তাপিত।"

সুখচর সুখচর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। বারাকপুর-শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট। গোবিন্দ দত্ত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি সুখচর নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এর দেবালয়ের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে।

সোনামুখী- সোনামুখী বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান পুরুলিয়া বাসে সোনামুখী ও কলিকাতা-পুরুলিয়া ভায়া সোনামুখী বাসে সোনামুখী যাওয়া যায়। এখানে শ্রীশ্যামচাঁদের মন্দির ও প্রভু বীরচন্দ্রের শিষ্য মনোহর দাস বৈরাগীর সমাধি বিদ্যমান। মনোহর দাস বৈরাগীর সমাধি গ্রহণের বৈচিত্রের ক্রম এইরূপ—

তথাহি—

সেবা সাধনে সাধুর দিন যায় বয়ে।
বার্দ্ধক্য আসিল এবে মনে বিচারয়ে॥
যেথানে শ্যামচাঁদের রাসমঞ্চ হয়।
সেইত নির্জন স্থান মনে বিচারয়॥
অষ্টাশিতি বৎসর এবে বয়ঃক্রম হৈল।
সমাধি বসিব বলি কার্য্য বিচারিল॥

অপরাহ্ণ কালে একদিন কুম্ভকারে বোলায়।
কুম্ভকার আসি তথা প্রণমিল পায়॥
কুম্ভকারে কহেন সাধু এক পাৎনা গড়িবে।
সার্দ্ধ এক হস্ত তার মধ্যদেশ হবে॥
মুখ বড় তাঁহার ভিতরে আমি বসিতে পারিব।
শেষ সংবাদ পাইতে আমি নিজে যে আনিব॥
ইহা শুনি কুম্ভকার নিজ গৃহে গেল।
কার্য্য শেষ করি পাল সাধুকে সংবাদিল॥
তবে একদিন দাস বৈরাগী যাইয়া পালের বাড়ী।
পাৎনা লইয়া আসেন নিজ স্কন্ধে করি।
তবে জিজ্ঞাসয় ইথে কি কার্য্য হইবে।
দাস বৈরাগী বলে মোর সমাধিতে দিবে॥

এই বলিয়া মন্দিরে আগমন করতঃ সন্ধ্যারতি অন্তে ভক্তগণকে বলিলেন—

"আগত দিবসে, কীর্ত্তন সম্বরি, তোমরা সাহায্য পুনঃ।
করিবে নিশ্চয়, ইহা মনে ময়, প্রতি বর্ষ পুনঃ পুনঃ।
সেই তিথি জান, শ্রীরাম নবমী মান, ইহা উপবাস দিন।
পরদিন তবে, বৈষ্ণব ভোজন হবে, তাহার জোগাড় করি।
তিনদিন ব্যাপী, এখানে সেখানে, যেখানে সমাধি ধরি।"

শ্রীরাম নবমী তিথিতে মনোহর দাস বৈরাগী সমাধি গ্রহণ করেন।

জনকল্যাণে সমাধির মর্য্যাদা স্থাপনের কথা বলিলেন—

আর কেহ মোরে এ স্থূল দেহটি না পাবে দেখিতে জান।
সমাধি স্থানে চিড়ে মালসা দিলে রাখিব তাহার মান॥
যে জন আতুর রোগাক্রান্তজন সমাধিতে হত্যা দিবে।
সমাধি স্থল মানস করিলে মনস্কাম পূর্ণ হবে।

এইভাবে তাঁহার সমাধির মর্য্যাদা স্থাপনের কথা বলিলেন। তারপর মনোহর দাস বৈরাগী সদেন্তে সবার সমীপে বিদায় লইয়া সবাইকে সান্ত্বনা

করতঃ শ্যামচাঁদের মন্দির পরিক্রমা সহকারে আত্মনিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ ধন দ্বিজ মৃৎপাত্র বাহির করিলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। তারপর সমাধি গ্রহণের পালা।

ডোর কৌপীল বহির্ব্বাস আর ভিক্ষার ঝুলি।
পরিধান করি বৈসেন স্কন্ধে হইয়া ঝুলি।
সমাধির স্থানে গর্ত্ত হয় দেড়হস্ত পরিমাণ।
নিম্নে পাথর স্নিগ্ধ তাহার ভিত্তিতে সমান॥
মনোহর দাস বৈরাগী সর্ব্বজনে সম্ভাষিয়া।
প্রদক্ষিণ কৈল গর্ত্ত হরিধ্বনি দিয়া॥
আসনে বসিলেন তখন উত্তর মুখেতে।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ নাম বলিতে বলিতে॥
ঐ নাম ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি দুই এক মানি।
তৎকালেতে চমকি উঠেন যেন দিনমণি॥
শুনিতে শুনিতে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিশ্চল হইল।
মনোহর অধিকারী তুলসীমালা সাধুর গলাতে অর্পিল।

এইভাবে মনোহর দাস বৈরাগী ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যুর ন্যায় স্বেচ্ছায় সমাধি গ্রহণ করিলেন। অদ্যাবধি সমাধি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়॥ গ্রন্থকার উক্ত স্থানের ভোগের সম্পর্কে বলিয়াছেন যথা -

মানসিক করে যে যাহা ফলবান হয়েছে তাহা,
হয় না হয় কর দেখহ তাঁর বল॥
পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করি, মনোহর ঠাকুরের নাম ধরি,
মানসিক করিবে চিড়ে মালসা।
যদি আমার কার্য্য হয়, দিব চিড়ে মালসা মহাশয়,
শ্রীশ্যামচাঁদের ভোগ পরে এক মালসা।
ইহা বলি পাঁচসিকা তুমি, ভক্তিভাবে রাখিবে বলি,
মানসিক কার্য্য হইলে ভোগ দিবে।

কাঁচাদুধ কাঁচাগুড়, সুগন্ধ দ্রব্য খৈ প্রচুর,
চিপীটক ধৌত সহিত মিশাবে॥
পক্ক রম্ভা পক্ক ফল, নারিকেল কোরা তার জল,
সাজাইয়া তুলসী অর্পিবে।
শ্যামচাঁদের ভোগ শেষে, ঠাকুর মনোহর দাসে,
এক মালসা শেষ ভোগ দিবে॥

মনোহর দাস বৈরাগীর জীবনচরিত গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে।

হ

হলদা মহেশপুর—হলদা মহেশপুর যশোহর জেলায় অবস্থিত। যশোহরের মাজিদহ ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্ব অবস্থিত বেত্রবতী নদীর তীরে বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে। এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট।

শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের সেবিত বিগ্রহ

তথাহি - শ্রীপাট পর্য্যটনে—
'হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস॥'

তথাহি—শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশে
(রামাই পণ্ডিত কৃত)—
"সুদাম বলিয়া যার পূর্ব্ব নাম ছিল।
গঙ্গাপার মহেশপুব উদয় করিল॥"

তথাহি - শ্রীপাট পর্য টনে -
"হলদা মহেশপুর আর বোধখানা।
একদেশ দুই গ্রাম একই গণনা॥
ঠাকুর সুন্দরের সেবা সেই স্থানে হয়।
সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয়"

হরিনদী গ্রাম হরিনদী গ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শান্তিপুর হইতে দুই ক্রোশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলাকালীন প্রভু নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর হইতে হরিনদী গ্রামে আগমন করেন। তথা হইতে নৌকা আরোহণে কালনায় আগমন করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
"পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥
গঙ্গা পার হৈল নৌকা বহিয়ে বৈঠায়॥"

এখানে হরিদাস ঠাকুরকে এক ব্রাহ্মণ অপমান করিলে সেই ব্রাহ্মণ অপরাধযোগ্য শাস্তি পাইলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
"হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া সে নাম লহ কি হেতু ইহার॥"

ঠাকুর হরিদাস পণ্ডিত সভায় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবার সুযোগ্য প্রমাণ অর্পণ করিলেও ব্রাহ্মণ হরিদাসকে কটুবাক্য বলিলেন। হরিদাস ক্ষমা করিলেন। কিন্তু ভগবান ভক্তদ্বেষীর ক্ষমা করিলেন না। বিপ্রের বসন্তে নাক খসিয়া পড়িল।

হেলন গ্রাম—হেলনগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০এ বাসে দীঘরুই ঘাট পার হইয়া এখানে যাওয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান নাম হেলান গ্রাম। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য পাখিয়া গোপালের শ্রীপাট। বর্ত্তমানে কোন স্মৃতি নাই।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—
"হেলাগ্রামে পাখিয়া গোপাল দাসের স্থিতি॥"

একদা ঠাকুর অভিরামের শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীপাট হেলনে আসিয়া গোপাল দাসকে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, এখনই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিয়া আমায় অর্পণ কর, নচেৎ অভিশাপ প্রদান করিব।" তখন বিপাকে পড়িয়া গোপাদাস ঠাকুর অভিরামের

শরণ লইলেন। অন্তর্যামী অভিরাম সেবককে রক্ষার জন্য হেলনে উপনীত হইলেন। ঠাকুর অভিরাম গোপাল দাসের দুই হস্তে দুইটি পাখা বান্ধিয়া শক্তি সঞ্চার করতঃ পাখীর মত উড়াইয়া দিলেন। গোপালদাস ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীক্ষেত্র হইতে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আনয়ন করতঃ প্রভু নিত্যানন্দকে অর্পণ করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুর অভিরামসহ প্রেমরঙ্গে ভোজন করিলেন। তদবধি গোপাল দাসের নাম পাখিয়া গোপাল হইল। গোপালদাস শ্রীগুরু আদেশে এখানে শ্রীমদন গোপালদেবের সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—

"শ্রীপাট হেলনে এই গোপালে স্থাপিলা।
পাখিয়া গোপাল বলি প্রকাশ করিলা॥
মদনগোপালে তুমি করাহ স্থাপন।
সকল তরিবে জীব করিয়া দর্শন।"

হুসনপুর—এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। তিনি এইস্থানে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—

"শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসনপুরেতে।"

হিজলী—হিজলী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-জলেশ্বর রেলপথে খড়গপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী হিজলী রেলষ্টেশন। এখানে প্রভু রসিকানন্দের পত্নী ইচ্ছাদেবীর জন্মভূমি। হিজলীর অধিপতি বলভদ্র দাসের কন্যাকে রসিকানন্দ বিবাহ করেন।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"হেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী। সদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী॥
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার। রাজ পরিচ্ছেদে তথা থাকে সর্বকাল॥
রাজ্য অধিপতি আর বহু ধনবান। হিজলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান॥

বলভদ্র দাস কন্যা সমর্পণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহার ভ্রাতা সদাশিব ভ্রাতৃকন্যা ইচ্ছাদেবীকে রসিকানন্দের হস্তে সমর্পণ করেন।

সমাপ্ত

২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ-দশ টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্র্যময় রহস্যাদি)-কুড়ি টাকা ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ-পঁচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য-আশি টাকা ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা-কুড়ি টাকা ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)-কুড়ি টাঃ ১৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী) —কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ) ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ)-চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী) ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব, বাসুদেব ঘোষের পঁদাবলী) পঁচিশ টাকা ৬ষ্ঠ খণ্ড (বলরাম দাসের পদাবলী)-পঞ্চাশ টাকা ৭ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)-চল্লিশ টাকা ৮ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী) আশি টাকা ৯ম খণ্ড (জ্ঞানদাসের পদাবলী)-আশি টাকা ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা) কুড়ি টাকা ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী)-পঁচিশ টাকা ৩১। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা [ইং]-সাত টাকা ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ সত্তর টাকা ৩৩। মনঃশিক্ষা কুড়ি টাকা ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন-ত্রিশ টাকা ৩৬। রসিক মণ্ডল (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী)-পঞ্চাশ টাকা ৩৭। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত) সাত টাকা ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)-চল্লিশ টাকা ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া-পাঁচ টাকা ৪০। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড দশ টাকা ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এর রচনাবলী তুইশত পঞ্চাশ টাকা ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত) কুড়ি টাকা ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী-কুড়ি টাকা ৪৪। অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস প্রভৃতি)-একশত টাকা ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্টলীলা-পঁয়ত্রিশ টাকা।

৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ)—তিনশত টাকা ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টি রহস্য —পনের টাকা ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস (অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ) - দশ টাকা ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা — কুড়ি টাকা ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর—কুড়ি টাঃ ৫১। শ্রীভক্তি রত্নাকর—তিনশত টাকা ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গপার্ষদ—পনের টাকা ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য পনের টাকা ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—পনের টাকা ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকা ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী) - ত্রিশ টাকা ৫৭। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা - ত্রিশ টাকা ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত)—একশত পঞ্চাশ টাকা ৫৯। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাঃ ৬০। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব দশ টাকা ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—কুড়ি টাকা ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান—কুড়ি টাকা ৬৩। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—ত্রিশ টাকা ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমাদাস কৃত বঙ্গানুবাদ)—ষাট টাকা ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা—পঁচিশ টাকা ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা—পঁচিশ টাকা ৬৭। শ্রীপ্রেম ভক্তি (ব্যাখ্যাসহ) ত্রিশ টাকা ৬৮। নরোত্তম বিলাস ষাট টাকা ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশসূচক কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি) - একশত টাকা ৭০। অদ্বৈত আচার্য্যপত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় (শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতাগুণ কদম্ব) - পঞ্চাশ টাকা ৭১। ছোট হরিদাসের শ্রীপাট টগরা—কুড়ি টাকা ৭২। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ—দশ টাকা ৭৩। শ্রীশ্রীগুরুদেবই প্রেমকল্পতরু - পঁচিশ টাকা।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা-ষাট টাঃ ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা-ষাট টাঃ ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ) ভিক্ষা-চল্লিশ টাঃ ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫টি পদ) ভিক্ষা-ত্রিশটাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী, ভিক্ষা-পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫টি পদ) ভিক্ষা-পঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসেয় ধামালী ও পদাবলী (১৬৮টি পদ) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা-একশত কুড়ি টাকা। ১০। জ্ঞানদাসের পদাবলী-আশি টাকা

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গবেষণা-মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে সতের বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

ঃ যোগাযোগ ঃ

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

ফোন ঃ ২৫৮৫ ০৭৭১

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট

(বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও
প্রচার কার্য্যালয়)
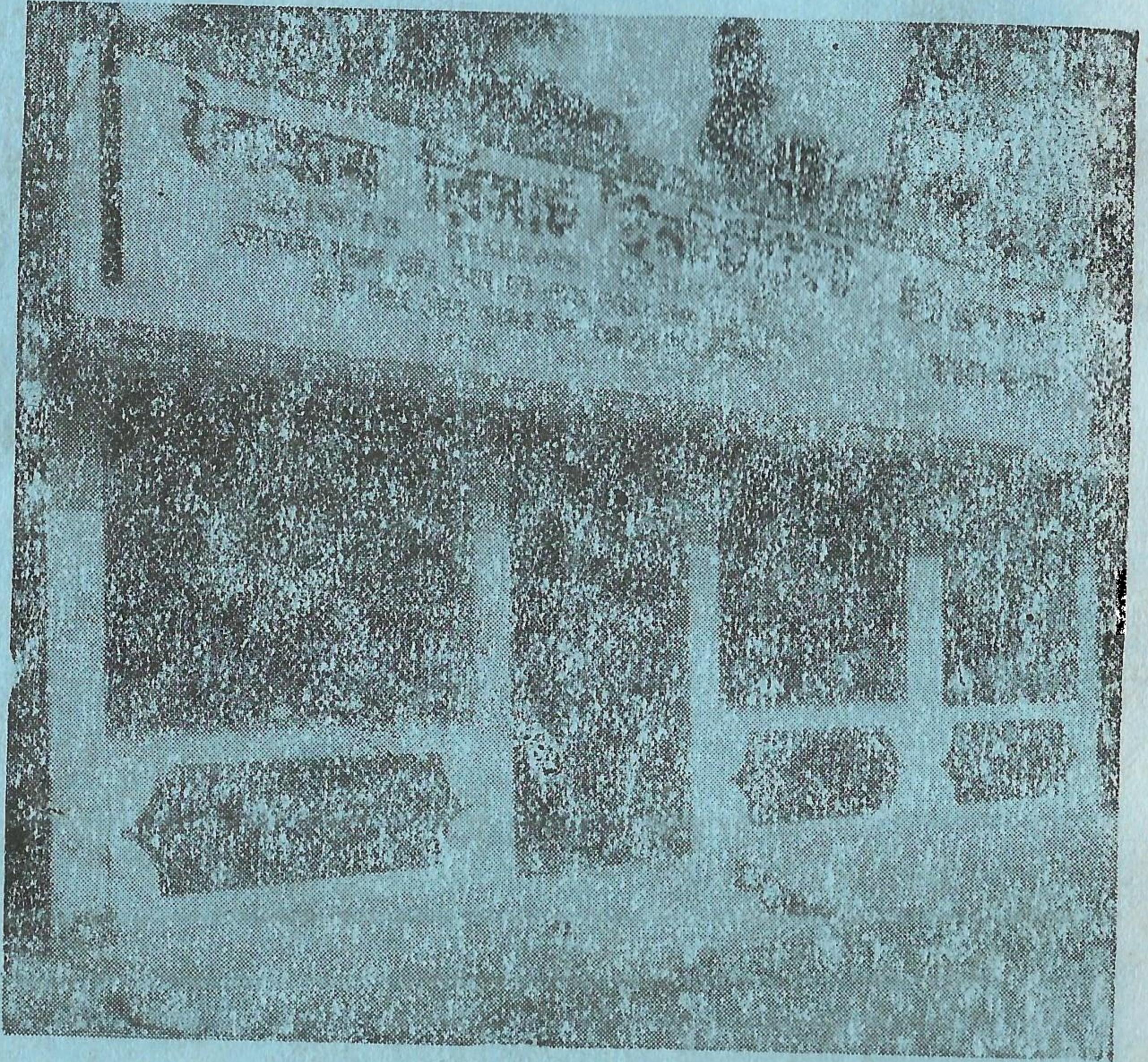
বৈষ্ণবশাস্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন। প্রায় দুই হাজার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী থাকিলে উইপোকায় অযত্নে নষ্ট না করে এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণবসাহিত্য গবেষণার সহায়ক হবে।